গ্রন্থকারের নিবেদন।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া আমরা কতিপয় ছাত্র মিলিয়া "Student's Dramatic Association" নাম দিয়া একটী নাট্য-সম্প্রদায় গঠিত করি। উক্ত সম্প্রদায় হইতে আমার উপর একখানি ঐতিহাসিক নাটক লিখিবার ভার অর্পিত হয়, কারণ ঠিক এই সময়ে আমি কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা রচনা করি এবং উহার মধ্যে কয়েকটী মাসিক পত্রিকায় প্রশংসার সহিত প্রকাশিত হয়।

এইরূপে ভারপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভাবনায় পড়ি, যেহেতু ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিতে হইলে কোন্ কোন্ ইতিহাস পাঠ প্রয়োজন এবং কিরূপভাবেই বা চরিত্রগুলি সাজাইলে নাটকখানি প্রীতিকর হয়, এ সম্বন্ধে কখনও কাহারও নিকট হইতে কোনও উপদেশ পাই নাই—সম্বলের মধ্যে জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে একখানা "Todd's Rajasthan" উপহার পাই এবং উহা হইতেই নাটক লিখিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হই।

রাজস্থান পড়িতে পড়িতে সংগ্রামসিংহের বীরত্বে মুগ্ধ হই এবং তাঁহারই পুণ্যচরিত্র অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করি; কিন্তু কেবলমাত্র টড্ সাহেবের রাজস্থান অবলম্বন করিয়া নাটক রচনা করা আমার স্থায় মূর্খ এবং অল্পবয়স্ক লেখকের পক্ষে একান্ত কঠিন হইয়া পড়ে; সেই কারণে অনেক স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল্পনার অবতারণা করিয়াছি। তাহা বলিয়া আমার সংগ্রামসিংহকে কেহ একেবারে ইতিহাস বিরুদ্ধ মনে করিবেন না। যেহেতু যতদূর সম্ভব এবং যতটুকু

আমার বুদ্ধিতে যোগাইয়াছে—ইতিহাসের সহিত ঐক্য রাখিয়া পুস্তক খানি রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

এই গ্রন্থে বাবরসা, রাণা রায়মল্ল, সূর্য্যমল্ল, সংগ্রামসিংহ, পৃথ্বী রাজ, জয়মল্ল, কর্ণ, বিদা, সিলাইদি প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি ঐতিহাসিক এবং অনেকগুলি ঘটনার সহিত ইতিহাসের ঐক্য আছে।

যাহা হউক, শ্রীভগবানের কৃপায় সংগ্রামসিংহ লিখিয়া দিলাম এবং দারুণ উৎসাহে সাধারণের সম্মুখে অভিনীতও হইয়া গেল বন্ধুদিগের বিবেচনায় নাটকখানি বড় মধুর হইয়াছে, এবং উহা যেন না ছাপাইলে তাহাদের কর্ত্তব্যের হানি হয়—তজ্জন্য তাহারা আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করে, এমন কি আর্থিক সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হয়। তাহাদেরই বিশেষ চেষ্টায় আজ "সংগ্রাম-সিংহ" প্রকাশিত হইল—জানি না সাধারণে ইহা গ্রহণ করিবেন কি না?

এই পুস্তক প্রণয়নে আমার স্নেহের বন্ধু শ্রীমান ধূর্জ্জটীনাথ অধিকারী বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছে; এমন কি—বোধ হয়, তাহার সাহায্য ব্যতীত এই দুরূহ কার্য্য আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইত। তজ্জন্য তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

পরিশেষে আমার নিবেদন—যদি এই পুস্তকখানি রচনায় কোন স্থানে কোন দোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আমার বয়স, অল্পশিক্ষা ও প্রথম উদ্যম বিবেচনা করিয়া মার্জ্জনা করিলে একান্ত বাধিত হইব।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত নায়ক-নায়িকাগণ।

পুরুষগণ।

বাবরসা	... ...	দিল্লীর সম্রাট।
রায়মল্ল	... ...	মিবারের রাণা।
সূর্য্যমল্ল	... ...	ঐ ভ্রাতা।
সংগ্রাম-সিংহ (সঙ্গ) পৃথ্বীরাজ জয়মল্ল	... ...	ঐ পুত্রত্রয়।
কর্ণ	... ...	মারবার রাজপুত্র।
বিদা	... ...	ধনাঢ্য রাজপুত।
গৌরীদাস	... ...	সঙ্গের বন্ধু।
করিমচাঁদ	... ...	দস্যু সর্দ্দার।
মহাদেবসিং সিলাইদি	... ...	সঙ্গের সেনাপতিদ্বয়।
শের খাঁ	... ...	পাঠান বীর।
রাম সিং	... ...	সিলাইদির অনুচর।
কর্ম্মানন্দস্বামী।		

হরসিং, সৈন্যগণ, দস্যুগণ, ভীল সর্দ্দার, উজির, ওমরাহগণ,

অনুচর ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

করুণাবতী	করিমের কন্যা, পরে সঙ্গের স্ত্রী।
জহরাবাই	বিদার স্ত্রী।
সুরমা	গৌরীদাসের স্ত্রী।
তারাবাই	পৃথ্বীরাজের স্ত্রী।

রাজপুত মহিলাগণ, সখিগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীকিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংগ্রাম-সিংহ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

জয়মল্ল ও পৃথ্বীরাজ।

[প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীর উপর উভয়ে বসিয়াছিলেন।]

জয়মল্ল। দাদা?

পৃথ্বীরাজ। কেন ভাই।

জয়। দাদা! এই বাগানটী বেশ মনের মত। কেমন চারিধারে কত রকমের ফুল ফুটে রয়েচে, কেমন রকম রকম পাখী উড়ে যাচ্ছে, কেমন পুকুরের কাল জল—তার মাঝে কেমন লাল-পদ্ম ফুটে রয়েছে। বাগানটী বেশ, নয় দাদা?

পৃথ্বী। হাঁ ভাই—বেশ বাগানটী। কেমন পাথরের বেদী—কেমন পাথরের মূর্ত্তি—আহা বড় সুন্দর!

জয়। দাদা! দাদা! ঐ মূর্ত্তিটী কার? ঐ যে?

পৃথ্বী। ও বাপ্পারাওয়ের মূর্ত্তি, ভাই। উনিই এই মিবার-রাজ্য স্থাপন করেচেন। ঐ দেখ, বাপ্পার রাজবেশ; ঐ দেখ, বীরবেশ; কোন্ বেশ ভাল, বল দেখি?

জয়। রাজবেশ ভাল। কেমন চক্‌চকে পোষাক, কেমন দামি পোষাক—ঐ পোষাক না হলে কি শরীর মানান হয়? আমার মতে ভাই রাজবেশই ভালো। কেমন, নয়?

পৃথ্বী। না ভাই। আমার মতে যোদ্ধার বেশই ভাল। কেমন বীরত্ব মাখা মুখের দীপ্তি; নেত্রে যেন শত্রুর রক্তপান লালসা ব্যক্ত হচ্চে। আমার মতে বীরবেশই ভালো।

জয়। ঐ যে বড়দাদা আসচে। আচ্ছা, ওঁকে জিজ্ঞাসা করি। হাঁ দাদা—রাজবেশ ভালো না বীরবেশ ভালো?

[সঙ্গের প্রবেশ]

সঙ্গ। বুঝ্‌তে পারলাম না ভাই।

পৃথ্বী। বাপ্পার বীরবেশ ভালো, না রাজবেশ ভালো—তাই জয়মল্ল জিজ্ঞাসা কর্‌চে।

সঙ্গ। তোমরা কোন্ বেশ ভালো বল?

জয়। রাজবেশ।

পৃথ্বী। বীরবেশ।

সঙ্গ। জয়মল্ল! রাজবেশ কেন ভালো বলচ?

জয়। রাজবেশ কেমন বল দেখি দাদা! কত হীরা-মাণিক ঝক্ ঝক্ করচে, পোষাকটা যেন চক্ চক্ করচে। আর সিংহাসনটারই বা কি বাহার, আর তার মহিমাই বা কত—রোজ হাজার মুণ্ডু সিংহাসনের তলায় গড়াগড়ি।

সঙ্গ। বীরবেশ কেন ভাল বল্‌চ, পৃথ্বী?

পৃথ্বী। কেন বল্‌চি? বীরত্ব না থাকলে রাজত্ব কোথা পাবে দাদা? যদি বীরত্ব না থাকত, তা হ'লে কি মিবারভূমি আজ এত উন্নত হ'তে পারত? রাজবেশ কি করে হয় দাদা? যদি বীরবেশ না থাকে, রাজবেশ হ'তে পারে না। যার বীরত্ব নেই, যে ভীরু, কাপুরুষ—সে রাজা নামের অযোগ্য। তাই বল্‌চি, বীরবেশই সব চেয়ে ভাল।

সঙ্গ। পৃথ্বী! পৃথ্বী! ভাই আমার!

পৃথ্বী। কেন দাদা!

সঙ্গ। আশীর্ব্বাদ করি, বেঁচে থাক।

পৃথ্বী। তাই ত আছি দাদা!

সঙ্গ। চিরজীবি হয়ে থাক, আবার মিবার তোমার মত বীরের কীর্ত্তি-আলোয় হেঁসে উঠুক। (প্রস্থান)

জয়। হাঁ, ভারীতো জানেন—রাজা হতে বল্‌লে উনি সৈনিক হতে চান কি না? আচ্ছা, দেখা যাবে এখন! দু'দিন বাদে রাণা হবেন কি না, তাই পৃথ্বীর মন গলিয়ে রাখচেন। (প্রস্থান)

পৃথ্বী। সত্য না কি? জয়মল্ল! দাঁড়া দাঁড়া। সত্য না কি? দাদা আমার রাণা হবে? (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বতভূমি।

শীকারীবেশে সঙ্গ, পৃথ্বী ও জয়মল্লের প্রবেশ।

সঙ্গ। এত অন্বেষণ সব বৃথা হলো!

পৃথ্বী। একটা বন্য-বিড়ালও দৃষ্টিগোচর হলো না।

জয়। বল্লুম ত দাদা, আমার কথা ত শুনবে না। বল্লুম—এস দু'টী ফল-মূল জোগাড় ক'রে রসনার তৃপ্তি করা যাক,তা'ত কেউ শুনবে না?

সঙ্গ। ছিঃ জয়মল্ল! তুমি এত কাপুরুষ!

জয়। সকলেই'ত কাপুরুষ—আর যত বীরপুরুষ—(নেপথ্যে গর্জ্জন)

পৃথ্বী। দাদা! ভীষণ ব্যাঘ্র—সাবধান!

জয়। অ্যাঁ—কোথা যাব গো—অ্যাঁ! ও দাদা! পালাই চল না গো, অ্যাঁ কি করি গো— কোথায় যাই গো। ও দাদা ও বাবা, তোমরা আবার তীর-ধনু ঠিক করচ?

সঙ্গ। সাবধান কাপুরুষ! আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হ'।

জয়। অ্যাঁ—তোমাদের মনে এই ছিলো,—শেষে বাঘের মুখে ফেলবে?

পৃথ্বী। চুপ কর জয়মল্ল! ভীরু, কাপুরুষ!

সঙ্গ। (তীর নিক্ষেপ করিয়া) তীর ব্যর্থ হয়েছে, পৃথ্বী! এবার জীবন সংশয়। (পৃথ্বীর বেগে প্রস্থান)

জয়। অ্যাঁ—আমি কি করব গো—অ্যাঁ (সঙ্গের পশ্চাতে অবস্থান)

সঙ্গ। পৃথ্বী! ওঃ! দেখ কাপুরুষ জয়মল্ল, ভাইয়ের জন্য ভাই প্রাণ দিতে পারে কি না। (তীর যোজনান্তে) পৃথ্বী! সরে আয়।

পৃথ্বী। (নেপথ্যে) কাপুরুষের মত পালাবো? এই দেখ দাদা বাঘ ধরাতলশায়ী। (আঘাতের শব্দ)

সঙ্গ। জয়মল্ল! আর কেন! ব্যাঘ্র ত' ধরাতলগত।

[রক্তাক্ত কলেবরে পৃথ্বীর প্রবেশ]

ভাই পৃথ্বী! যথার্থ বীর জন্মেছিলি। আর জয়মল্ল! ছি ছি তুমি এত কাপুরুষ!

পৃথ্বী। জান না দাদা! যেখানে বিলাসিতা, সেইখানেই কাপুরুষতা।

জয়। থাম ব'লচি। ভারীতো একটা বাঘ মেরেচে তার আবার গরব দেখেচ'। আমার না হয় একটু ভয় ক'রেছিলো, তা না হলে দেখ্‌তে।

সঙ্গ। ভাই পৃথ্বি! তোকে কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো? আমাদের জীবন রক্ষার জন্য তুই বাঘের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলি, নিজের জীবন বিপদাপন্ন করেছিলি,—এ আত্মত্যাগ-কাহিনী চিরদিন স্মরণ থাকবে। যার এত বীরত্ব, এত আত্মত্যাগ, তার ভাই, তার বংশ সকলেই গৌরবান্বিত। জয়মল্ল! তুই এত ভীরু তা জানতাম না।

পৃথ্বী। কেবল ভীরু? হিংসায় ওর মন জর্জ্জরিত।

জয়। থাম বলছি। অত গরব ভালো নয়। আমার যদি ভয় না ক'রত তা হ'লে দেখ্‌তে।

পৃথ্বী। জয়মল্ল! এক কাজ করবি? তোর নাম বদলে ফেলবি?

জয়। কেন শুন দেখি?

পৃথ্বী। এ নাম তোর সাজে না। মিবার-সন্তান বলে পরিচয় না দিয়ে অন্য একটা কিছু বলিস্।

সঙ্গ। ধন্য পৃথ্বী! এত স্বদেশপ্রিয়তাও শিখেচ। এক ধারে

বীরত্বের স্বর্গীয় জ্যোতি, আর এক ধারে আত্মত্যাগের অপূর্ব্ব গরিমা—মধ্যস্থলে তোমার স্বদেশ-প্রেমিকতা,—কি সুন্দর!

[চারণীর প্রবেশ]

প্রণাম মা। পৃথ্বী! ইনি আমাদের হিতৈষিণী চারণী।

পৃথ্বী। প্রণাম মা।

জয়। (স্বগতঃ) সব মন গলিয়ে রাখ্‌চে। (প্রকাশ্যে) প্রণাম মা।

সঙ্গ। মা! কি নিমিত্ত এখানে এসেচেন?

চারণী। বাপ্ আমার! চারণী আর কোথায় বেড়াবে? মিবারের আর সে দীপ্তি কই বাপ্? যেদিন দিল্লির সিংহাসন যবনের হাতে পড়েচে, সেইদিন হতেই ত মিবারের দীপ্তি কমেচে বাপ্। কাগার সমরে মিবারের বীরদল জীবন বলি দিয়ে তাদের স্বদেশ-প্রেমিকতার জলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছে বটে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ ত কেউ নিতে পারেনি বাপ্। সতী-শিরোমণি পদ্মিনীর আত্মবিসর্জ্জনের সাথে মিবারের বীরত্বও কি ভস্মীভূত হয়েচে? কই পদ্মিনীর জীবন বিসর্জ্জনের প্রতিশোধ ত কেউ নিলে না! বাদল বার বছরের ছেলে, তার মৃত্যুর প্রতিশোধ ত কেউ নিলে না!

সঙ্গ। পৃথ্বি!

পৃ। দাদা!

সঙ্গ। শুনলে ত? মিবারের শীতল শোণিত উত্তপ্ত কর। মিবারের হৃদয়ে প্রতিশোধ-অগ্নি প্রজ্বলিত কর। শত্রু রক্তে সে আগুন নির্ব্বাপিত কর। চল ভাই কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

পৃ। চল দাদা! যবন অত্যাচারের প্রতিশোধ—

সঙ্গ। রক্তে রক্তের প্রতিদান। (প্রস্থান)

জয়। যাও দাদা ভেসে পড়। আমি মিছামিছি এ সাধের জীবনটা দিতে পারি না। হাঁ, ভালকথা মনে পড়েছে, চারণীকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না—কে রাণা হবে। রাণার কত খাতির! রোজ মুগু গড়াগড়ি। তাই ত, কি করে জিজ্ঞাসা করি?

চারণী। কি ভাবচ জয়মল্ল? কে রাণা হবে? জান ত—জ্যেষ্ঠপুত্র চিরদিন রাণা হয়ে থাকে। সঙ্গ রাণা হবে।

পৃথ্বী। তবে ত জয়মল্ল ঠিক্ বলেচে। জয় ভবাণীর জয়। আহা কবে সে দিন আসবে? যে দিন দাদা আমার রাণা হবে, যে দিন আমি রাণার ভাই হবো, যে দিন মিবারবাসির উচ্চ জয়ধ্বনির সাথে আমিও গাহিব—"জয় মহারাণা সঙ্গের জয়।" (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

জয়মল্লের প্রবেশ।

জয়। তাইত' চারণী বলে কি, সঙ্গ রাণা হবে! আমি সঙ্গের অধীনে থাকবো! কখনও না। যে আমাকে এত ঘৃণা করে, এত হেয় জ্ঞান করে—তার অধীনে থাকবো! আর পৃথ্বী কি সঙ্গকে এত ভালবাসে?—আশ্চর্য্য! আচ্ছা দেখা যাক্, কার অদৃষ্টে সিংহাসন, আর কার অদৃষ্টে দাসত্ব। সঙ্গ রাণা হবে?

[রায়মল্লের প্রবেশ]

রায়। জয়মল্ল! বাপ! নিরুত্তর কেন? জয়মল্ল!

জয়। (স্বগত) শেষে কি আবার সব যাবে?

রায়। জয়মল্ল!

জয়। কেন পিতঃ?

রায়। এতক্ষণ উত্তর দাওনি কেন?

জয়। বাবা, আপনি আমাকে এত স্নেহ করেন কেন?

রায়। সে কথা জিজ্ঞাসা করবার কারণ কি, জয়মল্ল?

জয়। কারণ আছে বৈ কি পিতা। আপনি আমাকে আর এত আদর না করে পৃথ্বীকে আদর করুবেন, তা হলে আমি সুখে থাকব।

রায়। কেন, পৃথ্বী তোমায় কি কিছু বলেচে?

জয়। বলবে আর কি? আপনি আমাকে এত আদর করেন—এ কারও সহ্য হয় না। আপনার চক্ষে আমি স্নেহের পাত্র, কিন্তু সঙ্গের চক্ষে, পৃথ্বীর চক্ষে, আমি কণ্টক স্বরূপ। তাই বল্‌চি আমাকে আর এত স্নেহ করুবেন না।

রায়। বুঝেছি। পৃথ্বী বড় গর্ব্বিত তা জানি, কিন্তু সঙ্গ ত গর্ব্বিত নয়।

জয়। তা নয়। কিন্তু বড়দাদা বড় হিংসুক। আজ শীকার করতে গিয়ে আমাকে যা অপমান করেচে! আমি বল্লুম এত শীকার সন্ধান না করে, এস বাবার জন্যে ফলমূল সন্ধান করি, তাতে তারা যেন জ্বলে উঠলো। বলে ভীরু, কাপুরুষ, আরও যে কত কি বল্‌লে তা বলবার নয়। পৃথ্বী বলে তুই রাণার ছেলে বলে কারও কাছে পরিচয় দিস্ নি, বল্‌বি—অমুক সর্দ্দারের আত্মীয়। কেন বাবা আমাকে এত ভালবাসেন, আর আমাকে এই সব কথা শুনতে হয়!

রায়। পৃথ্বী এত গর্ব্বিত হয়েচে তা জানতাম না। আজ শিক্ষা দেব।

আচ্ছা জয়মল্ল! পৃথ্বী তোমায় এত কঠিন কথা বল্‌লে, তাতে সঙ্গ কিছু বল্‌লে না?

জয়। হাঁ বল্‌বে! সে আবার পৃথ্বীকে কত আদর কর্‌তে লাগলো।

[পৃথ্বীর প্রবেশ]

পৃথ্বী। বাবা! আজ একটী বাঘ মেরেছি।

রায়। পৃথ্বী! তোমরা জয়মল্লকে এত কঠিন কথা বল কেন?

পৃথ্বী। একটাও কঠিন অসত্য কথা নয়। সবগুলিই কঠিন সত্য কথা।

রায়। সব মিথ্যা। আমাকে জয়মল্ল যা বল্‌লে শুনবে?

পৃথ্বী। শুন্‌তে চাই না পিতা, আমি জানি আমি যা বলেছি।

রায়। যে রকম কথা বলেছ, শুন্‌লে আমার মাথা হেঁট হয়।

পৃথ্বী। চিরদিনইত' হেঁট হয়ে আছে রাণা। কুলাঙ্গার পুত্রের পিতার—

রায়। কি, এত স্পর্দ্ধা। মুখের উপর উত্তর। চিরদিন হেঁট হয়ে আছে?

পৃথ্বী। নিশ্চয়। সত্য বল্‌তে গেলে যদি কঠোর হতে হয়, তাহ'লে চিরদিন হবে। চিরদিন ত হেঁট হয়ে আছে রাণা।

রায়। জানিস্ তুই কার সাম্‌নে কথা কচ্ছিস্।

পৃথ্বী। জানি বই কি। মিবারের অকর্ম্মণ্য রাণা, আর এক জন কাপুরুষের সামনে কথা কইচি।

রায়। কুলাঙ্গার পুত্র! বুঝেছি বড় গর্ব্বিত হয়েছ? জান, রাজ-বিরোধীর শাস্তি কি? জান, মিবারের রাণা শাস্তি দিতে পুত্র-বিচার করে না!

পৃথ্বী। জানি পিতঃ। পৃথ্বীও সত্যের জন্যে সকল শাস্তি, সকল রকম অবৈধ-অত্যাচার মাথায় নিতে প্রস্তুত—

রায়। তোর প্রতি একশত বেত্রাঘাতের আদেশ হলো। প্রহরী! কুলাঙ্গার পুত্রকে লয়ে যা।

[বেগে সঙ্গের প্রবেশ]

সঙ্গ। পিতা! উন্মাদ হয়েছেন? সামান্য কারণে শিশুকে জল্লাদের হাতে দিতে যাচ্ছেন? পিতা রাজকীয় আচরণ পরিত্যাগ করে পিশাচের আচরণ করবেন না!

রায়। সঙ্গ! তোমার কথা শুনতে চাই না। সাবধান, পিতৃ-বিরোধী হয়ো না।

সঙ্গ। পিতা, আপনার অবোধ সন্তানকে ক্ষমা করুন।

রায়। কুলাঙ্গার পুত্র, ক্ষমার অযোগ্য।

সঙ্গ। পিতা! পিতা! ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন,—ও কঠোর সঙ্কল্প ছেড়ে দিন।

রায়। কি—তুমি রাণার আজ্ঞার ব্যতিক্রম ঘটাতে চাও?

পৃথ্বী। দাদা! কাকে অনুনয় করচ? আমি ত বলেচি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, সব অবিচার-অত্যাচার মাথায় ন'তে প্রস্তুত।

সঙ্গ। মহারাণা! দাসের করজোড়ে প্রার্থনা—পৃথ্বীকে মার্জ্জনা করুন।

রায়। সঙ্গ! সাবধান, আমার কোপ-নয়নে পড়লে তোমারও ঐ দুর্দ্দশা হবে।

পৃথ্বী। দাদা! কারে অনুনয় করচ?

সঙ্গ। মহারাণা। তবে কি পৃথ্বীকে ক্ষমা করবেন না?

রায়। না।

সঙ্গ। (স্বগতঃ) ওঃ! পিতার হৃদয়—না শয়তানের হৃদয়। (প্রকাশ্যে) রাণা! কাতর-ভিক্ষা শুনবেন না?

রায়। জ্বালাতন ক'রো না সঙ্গ, চলে যাও। যে আদেশ দিয়েছ, সেই আদেশ অচল অটল থাকবে। তুমি জান সঙ্গ, রাজ-বিরোধীর শাস্তি কি? পৃথ্বীরাজ—বিরোধী, আবার তুমিও হয়ো না—যাও।

সঙ্গ। দোহাই ধর্ম্মের, আমার শেষ প্রার্থনা অনুগ্রহ করে শুনুন। যদি আজ বেত্রাঘাতে পৃথ্বীর প্রাণনাশ হয়, তা হ'লে আপনার মূর্ত্তি লোকে নিরখে ঈশ্বর-মূর্ত্তি ভাববে না, ভাববে শয়তানের মূর্ত্তি। আপনার মূর্ত্তি বিভীষিকার মত লোকের ভীতি উৎপাদন করবে। এই কি রাজার ধর্ম্ম? রাজার প্রাণে কি কোমলতা নেই? রাজার কি পুত্র-স্নেহ নেই?

পৃথ্বী। দাদা! কেন বৃথা? মরুভূমে জল সেচন!

সঙ্গ। ভাই পৃথ্বী! বড় আশ্চর্য্য, তোমার আদর কেউ বুঝলে না, তোমার মূল্য কেউ জানলে না। তবে রাণা! পৃথ্বীর মার্জ্জনা নেই?

রায়। না,—কিছুতেই না।

সঙ্গ। পৃথ্বী! আমি রাজকুমার, মিবারের ভবিষ্যৎ রাণা; আমার আদেশে তুমি মুক্ত! যাও, চলে যাও।

পৃথ্বী। দাদা!—

সঙ্গ। যাও, রাজকুমারের আদেশে তুমি মুক্ত।

পৃথ্বী। দাদা! তোমার কি হবে একবার ভাবলে না?

সঙ্গ। যাও, চলে যাও। প্রহরী! আমার আদেশে তুমি পৃথ্বীকে আমার আলয়ে লয়ে যাও।

প্রহরী। তথাস্তু। আসুন রাজকুমার। (প্রহরী ও পৃথ্বীর প্রস্থান)

সঙ্গ। মহারাজ! রাজ-বিরোধী আমি। যে দণ্ড দিতে হয় দিন। (জানু পাতিয়া) দোহাই রাণার, দোহাই ধর্ম্মের, আমি রাজ-বিরোধী—আমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা দিন।

রায়। (স্বগতঃ) তাইত এত ভালবাসা ? ভাইএর জন্যে নিজের প্রাণ বলি দিতে চাইচে। যথার্থ ই আমি শয়তান। (প্রকাশ্যে) সঙ্গ! রাজাদেশে তুমি মুক্ত।

সঙ্গ। আর পৃথ্বী ?

রায়। সে ত' তোমার দ্বারাই মুক্ত হয়েচে।

সঙ্গ। জয় ধর্ম্মের জয়। (প্রস্থান).

জয়। বাবা!

রায়। কি ?

জয়। আমায় আর অত আদর করবেন না।

(উভয়ের ভিন্ন দিক দিয়া প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

দেবী-মন্দির।

সঙ্গ। আহা, কি শান্তিময় স্থান! এখানে জ্বালা নেই, যুদ্ধ নেই, বাদ-বিসম্বাদ নেই। এখানে ভাইয়ের বক্ষে ভাই ছুরিকা বিদ্ধ কর্‌তে পারে না। মাগো! মিবার দীপ্তিহীন, দীপ্তি দাও মা।

[সূর্য্যমল্লের প্রবেশ]

কাকা!

সূর্য্য। কেন বাপ্‌!

সঙ্গ। কাকা! আজ একটা কথা ব'লবো ব'লে মনে করেচি।

সূর্য্য। কি কথা বাপ।

সঙ্গ। কাকা! এখন মিবারের কিরূপ অবস্থা জানেন? তুমুল-ঝটিকার পূর্ব্বে সমুদ্রবক্ষ যেমন ধীর, স্থির, গম্ভীর, এখন মিবারের সেই অবস্থা। রাণার মৃত্যুর পূর্ব্বেই যে প্রবল ঝড় উঠবে, সে ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে কে কোথায় থাকবে জানি না।

সূর্য্য। পরিণামদর্শী যুবক! সিংহাসনের যোগ্য তুমি।

সঙ্গ। ঝঞ্ঝাবাত যদি কখনও থেমে যায়, তা'হলে কি দেখবো জানেন? মিবারে কে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েচে, তাতে মিবার পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। দেখবো মাতৃ-ভূমি—শ্মশান।

সূর্য্য। এ চিন্তা কেন তোমার মনে এলো সঙ্গ?

সঙ্গ। কি জানি কেন এলো? দিনের পর দিন যাচ্চে অমনি মনে হচ্চে যেন ঝঞ্ঝাবাত বাঁধল, যেন সাগরের একান্তে মহাপ্রলয় উপস্থিত, যেন তাহা ক্রমে ক্রমে সমস্ত সাগরময় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়্‌চে।

সূর্য্য। সঙ্গ! এ ঝটিকার উচ্ছেদ কি অসম্ভব?

সঙ্গ। না কাকা! উপায় আছে, এক উপায় আছে। শত শত নর-হত্যার পরিবর্ত্তে সে উপায় ভালো।

সূর্য্য। কি এমন উপায় সঙ্গ?

সঙ্গ। সে উপায় বড় ভাল উপায়, বড় সহজ, বড় সুন্দর। দেখুন পিতৃব্য! আমার এই ক্ষুদ্র জীবন মিবার হ'তে সরিয়ে ফেলুন, তা'হলে ঝঞ্ঝাবাত থেমে যাবে, নরহত্যা থেমে যাবে; মিবার শ্মশান হবে না, মিবারে আগুন জ্বল্‌বে না।

সূর্য্য। সঙ্গ! ও সব অমূলক চিন্তা মনেও স্থান দিও না। এ ভবানী-মন্দির এখানে পুণ্যচিন্তা করো, আমি চল্লাম। (স্বগতঃ) পরিণাম-দর্শী বীর! মিবার সিংহাসন তোমারই। (প্রস্থান)

[জয়মল্ল ও পৃথ্বীর প্রবেশ এবং অন্তরালে অবস্থান]

সঙ্গ। পৃথ্বী! জয়মল্ল! তোমাদের মনের প্রবৃত্তি এত নীচ! জয়মল্ল! কাপুরুষ! পৃথ্বীর প্রাণ কেড়ে নিয়েচো। প্রতিফল পাবে, দুজনেই প্রতিফল পাবে। ভ্রাতৃ-বিরোধী হওয়ার বিষময় ফল আপনা হতেই পাবে।

জয়। প্রতিফল দিতেই এসেছি। রাণা হবার জন্যে প্রার্থনা করা হচ্চে নাকি?

সঙ্গ। এসেচ? তবে এস ভাই, সকলে মিলে দেশের মঙ্গলের জন্যে চিতোরলক্ষ্মীর আরাধনা করি। এই পবিত্র সময়ে পবিত্র চিন্তায় মনের কালিমা দূর করি এস ভাই।

জয়। আহা, যেন কত ভাল মানুষ।

সঙ্গ। কেন জয়মল্ল! এমন করচ কেন? তোমার কি ইচ্ছা ভাই?

জয়। ইচ্ছা তোমার দন্ত চূর্ণ করা।

সঙ্গ। ভেবেচ জয়মল্ল আমি তুচ্ছ রাজ্যের প্রত্যাশী। মনেও ভেবনা, আমি এই অপদার্থ রাজ-সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। এখনও পূজনীয় পিতা জীবিত, তিনি যাকে সিংহাসন দেবেন সেই পাবে। আমরা কে?

জয়। তা যদি মনের ভাব তবে আমাকে হত্যা করবার জন্য, পৃথ্বীকে হত্যা করবার জন্য গুপ্তঘাতক—

সঙ্গ। বৃথা অপবাদ জয়মল্ল! এরূপ মিথ্যা অপবাদ দিয়ো না। সাবধান, এ ভবানী-মন্দির।

জয়। তুমি নিজে সাবধান হও। (অসি নিষ্কাসন)

সঙ্গ। বুঝেচি, কৃতসঙ্কল্প! আমায় নিরস্ত্র দেখে বধ করতে এসেচ। সশস্ত্র থাকলেও বুক পেতে দিতুম।

জয়। যদি সাধ্য থাকে ত আত্মরক্ষা কর। (আঘাত)

সঙ্গ। জয় মা ভবানী! জয়মল্ল! আজ তুই যথার্থ ভ্রাতৃত্ব দেখালি; তোর হাত কাঁপলো না? প্রথম আঘাতেই কপোলদেশ ফেটে রক্ত বেরুচ্চে! আর এক আঘাতে পৃথ্বী! তুমি আর এক আঘাতে এ জগৎ হ'তে আমায় সরিয়ে দাও।

পৃথ্বী। পৃথ্বী অকৃতজ্ঞ নয়! আর জয়মল্ল, পিশাচ! আমি নিরস্ত্র, তুই সশস্ত্র, কিন্তু সাবধান, ভ্রাতৃ-হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলি।

[রায়মল্লের প্রবেশ]

রায়। এ সব কি?

জয়। সঙ্গ আমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে ডেকেছিল।

রায়। পৃথ্বী হেথা কেন?

জয়। আমি ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিলাম, তাই পৃথ্বী আমাকে উত্তেজিত করেচে।

রায়। সঙ্গ! তুমি এত নীচ!

সঙ্গ। জয়মল্ল! এত মিথ্যা কথাও শিখেচ? না, থাক্। পিতা! আমি যত অনর্থের মূল, আমাকে সরিয়ে ফেলুন।

রায়। দু'জনকেই দূর করবো। সঙ্গ! তোমার কিছুমাত্র মনুষত্ব নেই।

সঙ্গ। না—নেই।

রায়। তা না হ'লে তুমি কোন্ প্রাণে ছোট ভাইকে হত্যা করতে চাও। আর পৃথ্বি! তুমি জান, একবার তুমি পরিত্রাণ পেয়েছ,

এবার আর পাবে না। তোমরা আজ এই মুহূর্ত্তেই আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাও। তোমাদের মত পুত্রের যেন মুখ দেখ্‌তে না হয়। যাও, দূর হও।

পৃথ্বী। আর জয়মল্ল?

রায়। তোমরা জয়মল্লকে পিশাচ করে তুলেচ। যাও, দূর হও।

সঙ্গ। তবে আসি পিতা।

রায়। যাও, দূর হও। জীবিত যেন ওমুখ দেখ্‌তে না হয়।

সঙ্গ। মিবারভূমি! স্বর্গাদপি গরিয়সী! মাগো চল্লাম। পিতা! তোমার এই কুলাঙ্গার পুত্র চল্লো (প্রণাম) ভাই পৃথ্বী, ভাই জয়মল্ল! চল্লাম। পৃথ্বী আশীর্ব্বাদ করি, বীর-সন্তান হয়ে মিবারের বীর-প্রসবিনী নাম উজ্জ্বল করো। (প্রস্থান)

রায়। যাও পৃথ্বী, সরে যাও।

পৃথ্বী। তথাস্তু। জয়মল্ল! পিশাচ! রাজপুত-কুল-কলঙ্ক! ভ্রাতৃত্বে বিষ ঢেলে দিলি। তবে আসি পিতা। কাপুরুষকে লয়ে সুখী হোন্‌। (প্রস্থান)

রায়। এস জয়মল্ল, শুভদিন দেখে তোমায় রাণা ক'রে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবো। (প্রস্থান)

জয়। আমি রাণা হবো। কিন্তু সঙ্গ এখনও জীবিত, সঙ্গ এখনও জীবিত। ভয় কি? ঘাতক আছে। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

সীমান্তপ্রদেশ।

বিদা।

বিদা৷ ঘন ঘোর ঘন রাজি ফেলিছে ছাইয়ে
উজ্জল নীলিমা তমসার আবরণে।
ক্ষণে ক্ষণে চমকে বিজলী ; ক্ষণে ক্ষণে
কি এক ভীষণ মুরতি বিকট বেশে
আসি'চক্ষের সম্মুখে, কাঁপায়ে হৃদয়
হয় বিলীন।

[রক্তাক্ত কলেবরে সঙ্গের প্রবেশ]

সঙ্গ। কে তুমি ? যে হও তুমি। তরবারী—তরবারী ; তোমার তরবারী দাও। একবার দাও—আর পারি না। ছুটে ছুটে পায়ের চামড়া ছিঁড়ে গেছে, ক্ষত দিয়ে অবিরল রক্ত বেরুচ্ছে, দাও, দাও, একবার আমার বল দেখুক।

বিদা। কে তুমি যুবক ?
অগ্নিমূর্ত্তি ধরেচ তুমি। পর্ব্বত নিঃসৃত
বারিধারা সম বহে অবিরল উষ্ণ
শোণিত তব অঙ্গ বহিয়া। রক্তসিক্ত
দেহ, রক্তবর্ণ নেত্র তব উদ্গারে
অগ্নিময় স্ফুলিঙ্গ ?

সঙ্গ। পরিচয় দেবার সময় নেই, দাও তরবারী। দাও, দাও। ঐ ঘাতকদল এসে পড়ল, দাও তরবারী।

[ঘাতকগণের প্রবেশ]

বিদা। ক্লান্ত তুমি, কর বিশ্রাম।

ঘাতক। এই পথ ছাড়। এই উল্লুক।

বিদা। সাবধান পিশাচদল, ক্ষত্রিয় আমি
রাজপুত রক্ত বহে শিরায় শিরায় —
তাহে করে ধরেছি কৃপাণ উদ্ধারিতে
বিপন্ন পথিকে।

ঘাতক। ছাড় পথ। কেন মরবি।

বিদা। রাজপুত আমি; মৃত্যুভয় নাহি জানি।

ঘাতক। তবে রে বদমাস্। (আক্রমণ)

বিদা। আয় দুরাত্মাদল। (যুদ্ধ ও ঘাতকদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান)

সঙ্গ। কি আশ্চর্য্য! অপরিচিত বিপন্ন অতিথি রক্ষা করবার জন্য প্রাণ বলি দিচ্ছে। ফেরো দেবতা, ফেরো।

[রক্তাক্ত কলেবরে বিদার প্রবেশ]

বিদা। মুক্ত তুমি যুবক। ঘাতকদল ধরা
করেছে আশ্রয়। লও তরবারী মোর।
(তরবারী দান)
পলাও ত্বরা করি; পুনঃ নূতন শত্রু
উল্কা সম আসি পড়িবে শিরে তোমার।
যাও।

সঙ্গ। স্বর্গের দেবতা! আপনি যে অসহায়।

বিদা। যুবক! যাও ত্বরা কার ছাড়ি এ ভীষণ স্থান;
মুহূর্ত্ত বিলম্বিলে, মরিবে ঘাতক হস্তে।

সঙ্গ। তবে চল্লাম দেবতা। (প্রস্থান)

(বিদার ভূমিতলে শয়ন)

বিদা। মা ভবানী! কোলে স্থান দে মা। উঃ বড় যন্ত্রণা, জল।

[কর্ম্মানন্দ স্বামীর প্রবেশ]

কর্ম্মা। এই নাও বৎস, বহু যত্নে তোমার জন্য গঙ্গাজল এনেছি। নিঃস্বার্থপর অতিথিপরায়ণ বীর! তোমার অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে আর একটী অমূল্য জীবন আজ রক্ষা পেয়েছে।

বিদা। দেব! অন্তিমকালে দর্শন দিলেন? প্রভু! আমার গতি কি হবে?

কর্ম্মা। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তা' হলে সে স্বর্গ তোমারই। প্রার্থনা করি যেন জন্ম-জন্মান্তরে তোমার মত পরোপকার ব্রতে দীক্ষিত হই।

বিদা। প্রভু! পদধূলি—(মৃত্যু)

কর্ম্মা। তবে যাও বৎস! বিশ্বময় যার অপূর্ব্ব মহিমালোক পরিব্যাপ্ত, সেই জগৎপিতার নিকট যাও। যেখানে হিংসা নাই, কুটিলতা নাই, যেখানে পরের জন্য পরে প্রাণ দেয়—সেই অমৃতময় অমৃত-লোকে যাও।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—•—

প্রথম দৃশ্য।

কক্ষ।

গৌরীদাস ও সুষমা।

গৌ। আমি যাব গো বিধুমুখী।

সু। কোথা গো বাঁদর মুখো।

গৌ। আমার বুঝি বাঁদর মুখ?

সু। আমার বুঝি বিধু মুখ?

গৌ। (চিবুক ধরিয়া) তোমার মুখটী ঠিক চাঁদের মত।

সু। (গাল টিপিয়া) তোমার মুখটী ঠিক বাঁদরের মত।

গৌ। না সত্যি আমি যাবো।

সু। কেন বল দেখি?

গৌ। আর ভাল লাগে না।

সু। আমারও আর ভাল লাগে না, সত্যি।

গৌ। তোমার কি ভালো লাগে না?

সু। তাইত আমার কি ভালো লাগে না। আচ্ছা, তোমার কি ভালো লাগে না শুনি?

গৌ। আমার কিছুই ভাল লাগে না, সুন্দরী।

সু। কেন পাকা কলা?

গৌ। (সহাস্যে) তোমার বুঝি ঐটেই ভাল লাগে।

সু। না গো না, ঐটে যার পছন্দ তাকেই ভাল লাগে।

গো। আচ্ছা তার আর কি একটা এনে দেবো এখন।

সু। আন্‌তে হবে না, পেয়েছি।

গৌ। পেয়েছ? তবে আমায় বিদায় দাও।

সু। কার সঙ্গে যাবে শুনি?

গৌ। কেন একলা ছেড়ে দিতে ভয় করে না কি?

সু। ভয় করে না, তবু শুনি না। শুন্‌তে নেই কি?

গৌ। আমি বল্‌ব কেন?

সু। তা যেথা যাবে মনে করছ, সেথা যেও না!

গৌ। যেথা যাবো মনে করেচি জান না কি? আঁা!

সু। সতীনের খবর রাখি বই কি গো। তোমার মত হাবা নই ত।

গৌ। না, তবে তুমি জান না।

সু। তা হবে বোধ হয় জানি না।

গৌ। অত হাঁসচ কেন?

সু। অত কথা কইচ কেন? তোমার কথা শুনলে হাঁসি পায়।

গৌ। কেন?

সু। বাঁদর বাজনা বাজাতে শিখলে বাঁদরওলার যেমন হাঁসি পায়।

গৌ। আমি বুঝি তাই।

সু। তা নয় ত কি?

গৌ। একটা খবর শুনেচ? জয়মল্ল মরেচে।

সু। বেশ হয়েচে তাতে তোমার কি?

গৌ। আমি যাচ্চি এখন সঙ্ককে খুঁজতে—বুঝলে?

সু। তাইত হঠাৎ এত ভালবাসা গা? সঙ্গ কি একজন বিধুমুখী নাকি?

গৌ। দূর পোড়ারমুখী, সঙ্গ যে রাণার বড় ছেলে।

সু। ওমা! তা এই বলচ বিধুমুখী আবার বল্চ পোড়ারমুখী, কত রঙ্গই জান।

গৌ। ভুল হয়ে গেছে, ভুল হয়ে গেছে গো সুন্দরী।

সু। আমি বল্‌চি, সঙ্গকে খুঁজতে যেও না।

গৌ। কেন, কেড়ে নেবে নাকি?

সু। যাও, রাতদিন ঠাট্টা ভাল লাগে না।

গৌ। ও বাবা, আবার ফোঁস করে ওঠ কেন? হেঁসে ফেল্লে, অত হেঁস না, অত হেঁস না।

সু। কেন?

গৌ। শেষে কি প্রাণ হারাব? অতটা হেঁস না।

গীত।

ও যে বড় বিষম হাঁসি, অতটা হেঁস না।
হাঁস্‌বে হাঁস চোকটী অত তুল না।
তোমার বিশ্বজয়ী ভ্রূ-ধনুতে অত টান মের না॥

সু। নাও, নাও, ষাঁড়ের মত চীৎকার করতে হবে না। যা বলি শোন?

গৌ। বল, এই কাণ বাড়িয়ে দিলুম।

সু। আমি বলচি সঙ্গকে খুঁজতে যেও না।

গৌ। কেন, কেন?

সু। নাও, ঠাট্টা রেখে দাও। যা বলি শোন।

গৌ। আচ্ছা, ঠাট্টাটা না হয় রেখে দিলাম, বলি সঙ্গকে কেন খুঁজতে যাচ্চি জান?

সু। জানি, আর বলতে হবে না। ভেবেচ জয়মল্ল পঞ্চত্ব পেয়েছে, সঙ্গ এলেই রাণা হবে, আর তুমি মজা মারবে, সেটি হচ্চে না।

গৌ। আমি মজা মারব কি রকম?

সু। সঙ্গ রাণা হবে, তুমি মন্ত্রী হবে—খুব মজা, কেমন?

গৌ। সুষমা! এত নীচ প্রবৃত্তি আমার নয়।

সু। মহাশয়ের প্রবৃত্তিটা খুব উঁচু, তা আমি জানি। এখন কথা হচ্চে সঙ্গকে আনতে যেও না, পৃথ্বী একজন মহালোভী এখনও জীবিত। পৃথ্বী কাপুরুষ জয়মল্ল নয়—তা তুমি জান? সঙ্গকে এনে শেষে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দিও না। শেষে নিজেই পস্তাবে।

গৌ। সঙ্গকে পৃথ্বী বড় ভালবাসে।

সু। আজ্ঞে ততটা নয়। আমি যা বলচি অনুগ্রহ করে শুনুন, সঙ্গকে মিবারে এনে ভাতৃ-বিরোধের বিষময় আগুন স্বহস্তে জ্বালিয়ে দিও না।

গৌ। তথাস্তু, তথাস্তু। তাই অনুগ্রহ করে বলুন না কেন, আমার আঁচল ছেড়ে কোথাও যেতে পাবে না।

সু। তবে টের পাও, একটু ভোগ।

গৌ। না সুষমা—সঙ্গকে আনবো না, ভুল বুঝতে পেরেচি।

দ্বৈত গীত।

সু। ও আমার কালমানিক যেও না,
তা হলে কান্নাকাটি হবে সার,
আমার কথা শোন যেও না।

গৌ। আমি যাব না, যাবে না, তুমি অতটা হেঁস না,
হাঁসবে হাঁস, চোকদুটী অত তুলো না,
তোমার বিশ্বজয়ী ভ্রূ-ধনুতে অত টান মের না।

স্থ। আমার কালমানিক ———— ।

গো। আমি যাব না ——— ।

(ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে উভয়ের ভিন্ন দিক দিয়া প্রস্থান)

——

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মাঠ।

[লগুড় হস্তে রাখাল বেশে সঙ্গের প্রবেশ]

সঙ্গ। হায় মানুষ! নিয়তই স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ঘুরে বেড়াও। কিন্তু একবারও ভাব না, কেন, কিসের জন্য ঘুরে বেড়াও। সমুদ্রের উপর বুদ্বুদ যেমন ক্ষণস্থায়ী, অর্থরাশিও তেমনি ক্ষণস্থায়ী—তা মানুষ আমার দৃষ্টান্তে কেন শিখে না। মানুষের সুখভোগ, না সুখের স্বপ্ন দেখা—তা মানুষ কেন ভাবে না। দুর ছাই, আবার ঐ সব চিন্তা, কাজ করব কখন? না আর পারি না, একটু বসি। ভবাণী! আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন মা! মাগো! আমার কি অভিমান নেই! আমি যে রাজার ছেলে মা, এ সব কাজে যে চির-অনভ্যস্ত। এই প্রখর মধ্যাহ্নতাপ কখনও সহ্য করিনি মা। পর্ণকুটীরে পর্ণশয্যায় কখনও শয়ন করিনি, কিন্তু তা অনেকটা সহ্য হয়েচে, দিবাকরের অসহ্য তাপ সহ্য করা এখনও অভ্যাস হয়নি। আর পোড়াসনি মা। হৃদয় জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্চে। ভায়ের মধুমাখা কথার ভিতর বিষের হুল্কা থাকতে পারে তা জানতাম না, জানলে বোধ হয় এতটা জ্বালা হতো না। আঃ আবার ঐ চিন্তা, চিন্তা পুড়ে যাক্, পুড়ে যাক্।

[রাখাল বালকগণের প্রবেশ]

১ম রা বা। সখা! সখা! আমরা কি করবো?

সঙ্গ। তোমাদের যে কাজ দিয়েচি সেই কাজ করগে—যাও।

সকলে। চল সব চল। আমাদের রাখাল-রাজার হুকুম।

(সকলের প্রস্থান)

সঙ্গ। আহা! কৃষক বালকগণ নগরের ভদ্র-সন্তানের চেয়ে ঢের ভাল। এদের মন কেমন সরল, কেমন উদার। আজ দু'দিন মাত্র মহিষ-চরান বৃত্তি লয়েচি, এর মধ্যে এরা আমাকে কত যত্ন করতে শিখেচে। রাজপুত্র ছিলাম, এখন এদের রাজা—কত উন্নতি! এ রাজত্ব সব রাজত্বের শ্রেষ্ঠ রাজত্ব। এ রাজত্ব কেউ কেড়ে লতে পারবে না; এ স্নেহের রাজ্য হতে কেউ বিতাড়িত করতে পারবে না। না, এসব বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট করলে হবে না। এত আলস্য, এত ঔদাস্য ভাল নয়। মনিবের একটু কাজ করা যাক্। হৃদয়কে ত আমি অনেক দিন কঠোর করেচি। কত কষ্ট সহ্য করতে হবে তবে ত কষ্ট-সহিষ্ণু হতে পারবো। শ্রমশীলতা, উদ্যমশীলতা না থাকলে আমার যা কিছু মনুষ্যত্ব সব পশুত্বে পরিণত হয়ে যাবে যে।

[কর্ম্মানন্দ স্বামীর প্রবেশ]

কর্ম্মা। পশুত্বে পরিণত হতে আরম্ভ হয়েচে। যেদিন থেকে তরবারী-সঞ্চালন-বৃত্তির পরিবর্ত্তে এই কৃষকবৃত্তি লয়েচ, সেইদিন হতেই পরিণত হতে আরম্ভ হয়েচে। বৎস! এ বৃত্তি তোমায় সাজে না। যার হস্তে একদিন মিবারের রাজদণ্ড বিরাজ করবে, যে চারণীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেচে—"রক্তে রক্তের প্রতিদান" তার ত'

কৃষকবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নয়। এই তরবারী লও, ঐ তুরঙ্গ লও, লয়ে শ্রীনগর পর্ব্বতমালায় যাও। তথায় দস্যু-সর্দ্দার করিমচাঁদের অধীনে কর্ম্মচারী হওগে। দস্যু বলে ঘৃণা করো না, তারা কর্ম্মী। কর্ম্মের জন্য তাদের জন্ম, জীবন। যাও, সেথায় যাও, কর্ম্মীর সহবাসে কর্ম্মী হওগে। যাও বৎস! মনে থাকে যেন "রক্তে রক্তের প্রতিদান।" (প্রস্থান।)

সঙ্গ। "রক্তে রক্তের প্রতিদান"। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণা-কক্ষ।

রায়মল্ল ও সূর্য্যমল্ল।

রায়। সূর্য্য! ভাই! কি হলো! না না ঠিক হয়েচে, পাপের উপযুক্ত প্রতিফল। পাপিষ্ঠ কাপুরুষ যেমন গুপ্তভাবে তার পাপ-বাসনা চরিতার্থ করুতে গিয়েছিল, তেম্নি তার প্রতিফল পেয়েচে। তারাবাই যথার্থ বীর-রমণী। জগৎ দেখুক ধর্ম্মের পুরস্কার আর পাপের প্রতিফল; দেখুক সতীধর্ম্ম রক্ষার্থে ভবানী সহায়। সতী রমণীর এক একটা হুঙ্কারে শত শয়তান দূরে পালায়। আর আমি ওরকম দুরাচার পুত্রের জন্য শোক করবো না। এখন উপায়? রাজপুরী ত' একরকম শ্মশান।

সূ। রাণা! উপায় নির্দ্ধারণ আপনি করুন।

রায়। কেন, সূর্য্য?

সূ। রাণা! যেদিন আমার কথা ঠেলে পৃথ্বী ও সঙ্গকে দেশান্তরিত করেচেন, সেইদিন হতেই আমি রাজকার্য্য ছেড়ে দিয়েচি।

রায়। ভাই সূর্য্য! এ রকম কেন হলি ভাই। আমরা ত' বেশ ছিলাম, স্বর্গীয় প্রীতিতে আবদ্ধ হয়ে আমরা দুটী জীব বেশ সুখে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করছিলাম, আবার এমন হচ্চিস্ কেন ভাই?

সূ। আর দুঃখ্যো না দাদা!

রায়। তা'হলে কি করব বল। আমি ত' সঙ্গকে ফিরিয়ে আনা ভিন্ন উপায় খুঁজে পাচ্চি না।

সূ। সঙ্গ ত' নিরুদ্দেশ। আমি গুপ্তভাবে অনেক অনুসন্ধান করেছিলাম, কোন ফল হয়নি।

রায়। তবে কি করব, সূর্য্য। ভাই! এখন অনুতাপ আস্চে। তখন বুঝতে পারিনি, সঙ্গের হৃদয় কত উচ্চ উপাদানে প্রস্তুত। যেদিন সঙ্গকে রাজ্য-বিতাড়িত করি, সেদিনের কথা মনে পড়চে। এখন অনুতাপ আসচে। কি করব ভাই?

সূ। সোজা উপায় ত' পড়ে রয়েচে দাদা। পৃথ্বি বলীর প্রদেশে রয়েচে, তাকে ডেকে আনুন।

রায়। তবে তাই আন সূর্য্য। এখনি, এই মুহূর্ত্তে।

সূ। আমি আন্তে লোক পাঠিয়েছি, নিশ্চিন্ত হোন্।

রায়। পৃথ্বী এলেই তাকে সিংহাসনে বসাব, আর বিলম্ব করব না।

সূ। ভয় নেই দাদা, পৃথ্বী আপনার কাপুরুষ পুত্র নয়। জানেন না, তারাবাইয়ের পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে সে তারাবাই লাভ করেচে। সে আপনার বীরপুত্র।

[দূতের প্রবেশ]

পৃথ্বী কই?

দূত। তিনি আসবেন না। এই দেখুন পত্র দিয়েছেন। (পত্র প্রদান)

রায়। সূর্য্য! ভাই! পত্রখণ্ড পড়।

সূ। (পত্র পাঠ) "কাকা! পৃথ্বী ভিক্ষা গ্রহণ করে না। আমার ধমনীতে রাজপুত-রক্ত প্রবাহিত। আমি কাপুরুষ নই যে অবনত-মস্তকে, আপনাদের ভিক্ষা গ্রহণ করবো। একবার যে রাজ্য হতে বিতাড়িত হয়েচি আবার সেই রাজ্যে ভিখারির মত ফিরে যাব? যদি কখনও যাই তা হলে বিজয়ীর মত যাবো, বিজিত ভিখারির মত কখনও যাবো না, কখনও না।"

আপনাদের স্নেহের পৃথ্বী।

বল্লুম ত' দাদা পৃথ্বী আপনার কাপুরুষ পুত্র নয়।

রায়। তা হলে কি হবে ভাই?

সূ। অপেক্ষা করুন। সময় উপস্থিত হলে আপনার পুত্র আসবে। বলেচে ত' বিজয়ীর মত আসবে, বিজিত ভিখারির মত নয়।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্রীনগর—পর্ব্বতশ্রেণী।

করিমচাঁদ ও অনুচরবৃন্দ।

করিম। বন্ধুগণ! তোমরা সকলেই জান কেন আমি এই দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেচি? আমাদের সাধের আজমীর অত্যাচার হতে রক্ষা করবার জন্য আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্চি। জানিনা মা ভবানী আমাদের আশা সফল করবেন কি না। আমরা যদিও

সংখ্যায় অল্প, কিন্তু ধর্ম্ম যাদের সহায়, স্বদেশ-উদ্ধার যাদের বাসনা কামনা, তাদের সম্মুখে সাগর সমান বাহিনী এলেও একমুহূর্ত্ত দাঁড়াতে পারবে না—এ স্থিরনিশ্চয়। ভ্রাতৃবৃন্দ! আজ আমাদের বন্দী করবার জন্য শত শত সৈন্য আসচে। যদি যথার্থ আর্য্য-সন্তান হও, যদি যথার্থ ক্ষত্রিয় হও, তা হলে ক্ষত্রধর্ম্ম পালনের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয়ো না। প্রাণপনে যুদ্ধ কর, যদি জয়ী হও স্বদেশ উদ্ধার হবে, আর যদি মৃত্যু হয় তা হলে স্বর্গলাভ হবে।

অনুচর। সর্দ্দার! এ জীবন কদিন। একদিন ত' মরতে হবে সর্দ্দার। যদি স্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে হয়—তা হলে দেখবে সর্দ্দার, তোমার অনুচরবৃন্দ অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রাণ বলি দিতে পশ্চাৎপদ হবে না।

করিম। ভাই সব! আমরা ভয় কাকে বলে জানি না। আমাদের শরীরে এখনও সেই সমান তেজ, সেই সমান জ্যোতি, সেই সমান উৎসাহ। সেই হৃদয়ের বল হৃদয়েই আছে, খসেনি। সেই উত্তপ্ত উৎসাহিত রক্ত উত্তপ্তই আছে, শীতল হয়নি।

অনুচর। জয় মা ভবানী। জয় মা ভবানী।

করিম। তোমাদের উল্লাসিত বদন-মণ্ডল দেখে কি এক নবেবল সঞ্চারিত হচ্চে, যেন নববীর্য্য দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হচ্চে। ধমনীতে ধমনীতে উৎসাহিত উষ্ণ শোণিত ঘাতপ্রতিঘাত করচে। বন্ধুগণ! আজ যদি আমরা শত্রু কর্তৃক জীবন্ত ধৃত হই তা হলে আমাদের কি দুর্দ্দশা হবে জান? দানবকুলের পদাঘাত সহ্য করতে করতে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হতে হবে। তারা আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে উপর্য্যু-পরি বক্ষে পদাঘাত করবে। তার পর, ওহো কি ভয়ানক, কি ভীষণ, তার পর বুক চিরে উষ্ণ শোণিত পান করবে!

অনু। যতক্ষণ পর্য্যন্ত একবিন্দু রক্ত থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করব। হয় প্রাণ দেবো, নয় প্রাণ নেবো এ স্থিরনিশ্চয়।

করিম। বন্ধুগণ! আর আমাদের সাধের আজমীর সে আজমীর নেই। আজমীর এখন তমোময় তমসার রাজ্য। সুখসূর্য্য ডুবে গেছে, আঁধারের ভীতিময়ী মূর্ত্তি জেগে উঠেচে, আজমীর প্রেত-যোনীর লীলাভূমি হয়েচে। আজমীর আর সে আজমীর নেই। দুরন্ত অত্যাচারী দানবদলের কঠোর হস্ত সব লুপ্ত করেচে। দীনা হীনা ক্ষীণা কায়া আজমীর-লক্ষ্মী অতি কষ্টে একটী জীর্ণ কুটীর মধ্যে নড়ছিলেন, কিন্তু দুর্দ্দান্ত পিশাচদল সে কুটীর ধুলিসাৎ করেচে, হীনা দীনা মূর্ত্তিটীও আজমীরের রক্তস্রোতে ভেসে গেচে।

অনু। সর্দ্দার! আজমীরে হয় সুখসূর্য্য আন্‌বো নয় কালের আঁধার কোলে মিশিয়ে যাবো, তবু পরাধীনতা স্বীকার করবো না।

[সঙ্গের প্রবেশ]

করিম। কে তুই? হেথা কেন এসেচিস?

সঙ্গ। জানিনা কে আমি, কেনই বা এ জগতে এসেচি।

করিম। কোথা থেকে আস্‌চো?

সঙ্গ। আস্‌চি রুষকদের নিকট হতে।

করিম। আগে কোথায় ছিলে?

সঙ্গ। বল্‌তে পারি না। জিজ্ঞাসা করি দস্যুপতি করিমচাঁদের আবাস কোথা বলতে পারেন?

করিম। কেন? তাকে কি প্রয়োজন।

সঙ্গ। আছে কোনও প্রয়োজন।

করিম। ভাই সব। এ শত্রুপক্ষের গুপ্তচর, একে কারাগারে লয়ে যাও।

সঙ্গ। বুঝলাম আপনিই সেই দস্যুপতি।

করিম। কেমন করে বুঝলে?

সঙ্গ। তা, না হলে এমন গম্ভীর দেবমূর্ত্তি, এমন রাজোচিত কণ্ঠস্বর কার হবে?

করিম। দেখ্‌চি তুমি ভদ্রবংশোদ্ভব, কিন্তু তুমি এমন পাপ কাজ——।

সঙ্গ। না দস্যুপতি! আমি শত্রুপক্ষীয় গুপ্তচর নই। যদিও আমি গুপ্তভাবে বেড়াই, গুপ্তভাবে থাকৃতে চেষ্টা করি তবুও আমি গুপ্তচর নই।

করিম। তবে তুমি কে?

সঙ্গ। আপাততঃ জেনে রাখুন আমি সংসারের কুটিলতাময় ঘূর্ণায়মান আবর্ত্তে পতিত হয়ে অনবরত ঘুরে বেড়াচ্চি।

করিম। যুবক—কে তুমি জানি না, কিন্তু তোমার মূর্ত্তি বলে দিচ্চে তুমি একজন মহাপুরুষ।

সঙ্গ। না, তা হলে আমার মূর্ত্তি আপনার সহিত শঠতা করচে। শুনুন দস্যুপতি! যুবকের একটী আবেদন শুনুন। আপনাদিগকে দমন করবার জন্য শত শত অশ্বারোহী সেনা ছুটে আস্‌চে, আত্ম-রক্ষা করুন।

করিম। তুমি কি তাদের নায়ক?

সঙ্গ। দানবদলের সাহায্য আমি করি না। দস্যুপতি! দাসের একটী নিবেদন এই মুহূর্ত্তেই সৈন্য সমাবেশ করুন। উল্কাবেগে শত্রুসৈন্য আস্‌চে, সাবধান হোন। আর একটা নিবেদন এ দাস অনেক দিন তরবারী চালনা করেনি, সব মড়চে ধরে যাচ্চে, যদি—।

করিম। বুঝেচ তুমি কে। বীর! আজ এই নিশাযুদ্ধের ভার তোমার উপর অর্পিত হলো।

সঙ্গ। তথাস্তু। সেনাগণ! এসো।

করিম। বন্ধুগণ! যাও; ভেবো না যুবক—কাপুরুষ।

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

রায়মল্ল।

রায়। সবাই সমান দেখচি। আমারই ভুল হয়েচে। সঙ্গকে রাজ্য দিয়ে সেই মুহুর্ত্তে লোকালয় ছেড়ে গেলে ভাল হতো। আর লোকালয় ভাল লাগে না, সংসারের উপর অনাস্থা এসেচে। যে সূর্য্যমল্লকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতুম, যার ওপর রাজকার্য সমস্তই নির্ভর ছিলো, সেই সূর্য্যমল্ল আজ বিদ্রোহী! পৃথ্বী একদিন বলেছিলো 'মাথা ত' চিরদিনই হেঁট হয়ে আছে রাণা', তা ঠিক যে দেশের লোক সিংহাসনের জন্য ভালবাসায় বিষ মাখিয়ে দিতে পারে, সে দেশের মাথা ত' চিরদিন হেঁট হয়ে আছে। শুনচি পৃথ্বী নাকি অতুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করুচে। আবার কেউ বলে সঙ্গে তারাবাই নাকি যুদ্ধ করুচে, অদ্ভুত নারী। যেমন বীরপুত্র তেমনি বীরপুত্রবধূ মিলেচে। আজ কয়দিন অনবরত যুদ্ধ চলচে দেখি মা ভবানীর কি ইচ্ছা।

[দূতের প্রবেশ]

দূত। মহারাজ! রণজয় হয়েচে।

রায়। কে করলে?

দূত। যুবরাজ পৃথ্বী।

রায়। সূর্য্যমল্ল মৃত না জীবিত?

দূত। জীবিত, কিন্তু বিষম আহত। যুবরাজ অতুল বীরত্ব দেখিয়েছেন। মহারাজ! শুনলে আশ্চর্য্য হবেন, কাল রাত্রে যুবরাজ সূর্য্যমল্লের শিবিরে কুশল জিজ্ঞাসা করতে গেছলেন। সূর্য্যমল্লও উপযুক্ত সমাদরে যুবরাজের অভ্যর্থনা করেচেন, এ অদ্ভুত বীরত্ব চিরদিন ইতিহাস উজ্জ্বল করবে।

রায়। পৃথ্বী কোথায়?

দূত। শিবিরে, মহারাজ।

রায়। তাকে বলগে মিবার জয় ক'রেচ এবার বিজয়ীর মত এসো, বিজয়ীর সমাদর পাবে।

দূত। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান)

রায়। এমন বীর পুত্রকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করেছিলুম। আমি কি পাষণ্ড। সঙ্গ একদিন বলেছিলো—পৃথ্বী! তোর মূল্য কেউ বুঝলে না, তা ঠিক।

[পৃথ্বীর প্রবেশ]

এসো বিজয়ী-বীর! তোমার বিজিত দেশ তুমি নও। আমার দিবার ক্ষমতা নেই! তোমাকে রাজ্য হতে বিতাড়িত করেছিলুম, তুমি সে রাজ্য বীরের মত জয় করেচ, সুখে ভোগ কর।

পৃ। বাবা! আমি কি আপনার পুত্র নই? তবে বিজয়ী বীর বলে

সম্বোধন করলেন কেন? আমি সেই আপনার অবাধ্য গর্ব্বিত পুত্র পৃথ্বী। সংসার-সাগরের প্রবল তরঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আবার ফিরে এসেচি।

রায়। পৃথ্বী! তুমি এখনও আমার সেই পুত্র পৃথ্বী। আমি বড় ক্রোধ-পরবশ ছিলাম, তাই এত অনর্থ ঘট্‌লো। এখন ক্রোধ দমন কর্‌তে শিখেছি, আয় বাপ্ কোলে আয়।

পৃ। না পিতা, আমার কোলে উঠতে লজ্জা কর্‌ছে। যে পিতাকে কত কঠোর কথা বলেছে, সে আবার কি করে পিতার কোলে উঠবে? পায়ের যোগ্য পিতা আমি পায়ের তলায় থাক্‌বো।

(পদতলে উপবেশন)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রমোদ-উদ্যান।

করুণাবতী ও সখিগণ।

১ম স। অত বিরস কেন গো? একরাশ রূপের ডালি মাথায় ক'রে বসে আছ, তবু এত বিরস কেন?

২য় স। ও সব হাওয়ার দোষে হয় দিদি—হাওয়ার দোষে।

করু। না, তোরা বড় জ্বালাতন করতে আরম্ভ করলি—চুপ কর্ না।

৩য় স। হ্যাঁ লো সব চুপ কর, উনি মনের ভেতর বীণার ঝঙ্কার শুনুন।

৪র্থ। বলি সখি, এখনও কি বীণার তান চলেছে?

করু। জ্বালাতন ক'রলি।

৩য়। হ্যাঁ, সব জ্বালাতন করলি, চিন্তাসরোবরের সুস্থির জলটী

নেড়ে দিলি। [কর্ণাবতীর চিবুক ধরিয়া] আহা দেখি দেখি জলটা নড়্‌চে নাকি?

করু। সত্যি, তোরা কি বল দেখি? আমার অসুখ করেছে তোরা ঠাট্টা কর্‌চিস্।

২য় স। তা করবেইত' বদ হাওয়া গায়ে লেগেছে—তা করবেই ত'।

১ম স। আহা নায়কবিহীন হয়ে কুমুদিনী যেমন ঢলে পড়ে, আমাদের সখিরও তাই হয়েচে।

৩য়। (স্বগত) রোগটা কার জন্যে ধর্‌তে হলো। (প্রকাশ্যে) সখি! একটা গল্প শুন্‌বে?

করু। না না, বেশ আছি, জ্বালিও না।

৩য়। তবে তোরা শোন্। দেখ ভাই কাল রাত্তিরে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলুম, জানিস।

১ম। তার পর?

৩য়। তার পর, তুই জানিস্ বোধ হয় পরশুদিনের আগের রাতে খুব যুদ্ধ হয়ে গেছে।

১ম। তাত জানি; তাতে নাকি কে একজন নূতন লোক খুব বীরত্ব দেখিয়েছে।

৩য়। হাঁ৷ ছাই দেখিয়েচে। সর্দার না থাকলে সব মাটী করে ফেল্‌ত।

করু। কি বল্‌লি? সে লোক্ না থাক্‌লে আজ আর এই সুন্দর বাগানটীও পর্য্যন্ত থাকৃত না।*

৩য়। হাঁ৷ ভাই, আমরা কথা কইচি ওঁর গায়ে লাগ্‌লো কেন?

১ম। কি জানি?

৩য়। ওসব হাওয়ার দোষ। তা যাক। তারপর জামুলি ভাই,

যাচ্ছিলুম এক জায়গায়, দেখিমা একটা সৈনিককে বাঘে ধরেচে, —সে প্রকাণ্ড বাঘ। হঠাৎ কোথা থেকে একজন এসে বাঘটাকে এককোপে সাবাড় ক'রে সৈনিকটাকে লয়ে কমনে উধাও হয়ে গেল।

করু। লোকটা কি রকম দেখ্‌তে বল দেখি ?

৩য়। সে লোকটাকে ঠিক সেই সেদিনকার যুদ্ধের বীরের মত দেখ্‌তে।

করু। (দীর্ঘনিশ্বাস) ঠিক।

৩য়। [উচ্চহাস্যে] ঠিক্ নয় ?

১ম। তারপর কি বল না ?

৩য়। তার পর এই দেখচো তো, এই সামনে এই যে ছবিটী।

১ম। ও আবার ছবি হলো কবে ?

৩য়। হ্যাঁ লো হ্যাঁ জানিস্‌ত' সব। প্রেমের ছবি, প্রেমের ছবি।

১ম। তবে কি হাওয়ার দোষ বল্‌ছিলি যে।

৩য়। বুঝলি না, এই প্রেমের হাওয়া গায়ে লেগেচে। ও হাওয়াটা বড় বদ। গায়ে লাগলেই মুখে বিষাদ মাখিয়ে দেয়, চোক ঢুলু ঢুলু করে দেয়, আরো কত কি করে দেয়।

করু। তোরা যা একটু ঘুরে আয়। আমি একটু নির্জ্জনে থাকি।

১ম। চ লো চ। (জনান্তিকে) চ না লুকিয়ে থেকে কাণ্ডটা দেখি।

২য়। চ লো চ। এখন কি আমাদের ভালো লাগে। এখন ঝঙ্কার আর ঝঙ্কার। (সখিগণের প্রস্থান)

করুণাবতীর গীত।

কেন আশে পাশে ফিরে বেড়ায় কাছে তবু আসে না।

কেন সে দেখা দিয়ে চলে যায় ধরা তবু দেয়‍্না॥

কেন নিজে কেঁদে পরেরে কাঁদায় ভাল তবু বাসে না।
কেন বলি বলি, বলি মুখে চায় মুখ ফুটে তবু বলে না॥

[রঙ্গের প্রবেশ]

সঙ্গ। তরঙ্গ উঠেচে। যেদিন থেকে দেখেচি সেই দিন থেকে তরঙ্গ উঠেচে। যেন কি একটা নূতন ভাব মনোমধ্যে জেগে উঠেচে। মরুভূমিতে কোকিলের কুহুতান কেন? মায়া নাকি? এখনও যেন সঙ্গীতের তান চলেচে, যেন বায়ুস্তরের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমার কানের পাশ দিয়ে চলে যাচ্চে। যোদ্ধার প্রাণে প্রেম কেন? যার সামনে অনন্ত কার্য্যক্ষেত্র পড়ে রয়েচে তার প্রাণে প্রেম কেন? প্রেম একটা কোমল জিনিষ, আমাদের কঠোর হৃদয়ে কেন সে কোমলতার বীজ বপন করে?

[করিমচাঁদের প্রবেশ]

করিম।– বীর যুবক! কি ভাবচ? চল একটু বেড়িয়ে আসি। অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত থাকলে হৃদয়ের কোমল অংশটুকু লোপ পাবে। এস, এই সুরম্য উপবনে ভ্রমণ করি।

রুক। এই যে মেঘ না চাইতে চাইতেই জল। একদম সশরীরে, সঙ্গে দেখ্‌চি পিতাও আছেন।

করিম। মা করুণাবতী! গত যুদ্ধে আমি জয়ী হয়েছি জান?

করু। [অবনত মস্তকে] জানি পিতা।

করিম। যুদ্ধজয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটী মহামূল্য রত্ন ও লাভ করেচি, সেটী সকলের অলক্ষিতে ভাণ্ডারে নীত হয়েছে।

করু। সকলের অলক্ষিতে, কেন পিতা?

করিম। মা! পাছে কেউ কেড়ে লয়, এই ভয়ে। অত গুপ্তভাবে

রেখেছিলুম, কিন্তু তবুও রাখ্‌তে পারলুম না। দুর্দ্দান্ত, বায়ু বোধ হয় বলে দিয়েচে ভাণ্ডারে রত্ন আছে। মা করুণাবতী, তোমার মুখখানা অত শুক্‌নো কেন? দেখি দেখি তোমার হাতে ও কিসের আংটী। এর চেয়েও ভাল রত্ন করুণাবতী! এ রত্নটী যদি তোমায় দি, তাহলে তোমার প্রভা আরও বেড়ে যাবে।

সঙ্গ। (স্বগত) হৃদয়! অধীর হয়ো না, সাবধান।

করিম! তোমার কণ্ঠদেশে যদি সে রত্নহারটী দি তাহলে তোমার লাবণ্য দ্বিগুণ হয়ে উঠবে। বীরযুবক! ওকি, কাঁপচ কেন? (করুণাবতীর হস্তের উপর সঙ্গের হস্ত রাখিয়া) মা করুণাবতী! সেদিন যুদ্ধে যে অমূল্য রত্ন লাভ করেচি সেই রত্নটী আজ তোমায় উপহার দিলুম। করুণাবতী! দেখ দেখ কেমন উজ্জল রত্ন। সঙ্গ! সহস্র চেষ্টাতেও তুমি আমার হাত এড়াতে পারোনি। তোমার একটী কথায় বুঝেছিলুম তুমি কে? সঙ্গ! আমার এই উদ্যানের একটী ফোটা ফুল, সাধের ফোটা ফুল তোমায় উপহার দিলুম, গ্রহণ করো। (প্রস্থান)

[সখিগণের প্রবেশ ও গীত।]

হাঁসি ধরে না লো সই।
হাঁসি মুখে হাঁসি আর ধরে না লো সই॥
চাঁদের সহিত চাঁদ মিশেছে, প্রাণে প্রাণ মিলে গেছে,
(তাই) হাঁসি ধরে না লো সই,
আর ধরে না লো সই॥
প্রেমের তুফান দুকুল ভরা, উচ্ছ্বাস তার মনোহরা,
উঠ্‌চে ছেয়ে গগণ ওই;

(তাই) হাসি ধরে না লো সই,
আর ধরে না লো সই ॥
আলোয় আলোয় বেশ মিলেচে, রঙে রঙে মিলে গেছে,
রুদ্ধপ্রেমের হৃদয়-দ্বার ভাঙ্গল ঐ।
(তাই) হাসি ধরে না লো সই,
আর ধরে না লো সই ॥

সপ্তম দৃশ্য।

পথ।

পর্ণশয্যায় পৃথ্বী, পার্শ্বে অনুচরগণ।

পৃথ্বী। ফুরাইল জীবনের সব অভিনয়।
কোথা রহিল মিবার, কোথা পিতা, কোথা
রাজসুখ; সাগর সমান সম্পদ-রাশি।
উপযুক্ত প্রতিফল। ধর্ম্মসিংহাসন
লভিবার তরে হয়েছিনু উদ্যত,
অবিশ্বাস করেছিনু দেবসম ভায়ে;
উপযুক্ত প্রতিফল তার। প্রভুরাও
দুরন্ত পিশাচ, কালকুট দিয়ে বধি
মোরে লইল অবমানের প্রতিশোধ।
ভগ্নীপতি যদি তুই না হইতিস মোর,
তখনি তোর রক্তে মহী হইত রঞ্জিত।

[তারাবাইএর প্রবেশ]

কে তারাবাই ?
ফুরায়েচে জীবনের সব অভিনয়।
প্রাণসমা ভগ্নী মোর প্রবল পীড়নে
হয়ে উৎপীড়িত, হৃদয়স্পর্শী দুঃখ
তাহার পত্রিকায় জানায়েছিল মোরে,
অক্ষরে অক্ষরে তার পুঞ্জীকৃত বিষাদ
রাশি কে যেন দিয়েছিলো মিশায়ে তাহে
বিষাদ কালিমা।
ভগিনীর অশ্রুসিক্ত পত্রখণ্ড তাহে
কল্পনায় তাহার বিষাদ মাখা মুখ,
বৃশ্চিক দংশন জ্বালা জ্বেলেছিল হৃদে,
তাই দুষ্ট প্রভুরে করেছিনু অপমান।
প্রতিশোধ জ্বালাময় কালকুট বিষ।

তারা। নাথ!

পৃথ্বী। ধীরে ধীরে যেমতি কৃষ্ণ আবরণ
ছাইয়া ফেলে সান্ধ্যগগন, লুকায়
স্বর্ণথাল আঁধার গর্ভে ; তেমতি কি
এক ঘোর আবরণ ধীরে করিছে
পক্ষ বিস্তার। আঁধার দেখি জগৎ!
আঁধার, আঁধার তারাবাই!
বিষের জ্বালায় দহিচে সর্ব্বাঙ্গ ;
বিষে যেন ঘেরিয়াছে মোরে।
বিষময় শয্যা, বিষময় পাদপ-

রাজি, বিষময় চারিদিক।
অনিলস্তর যেন বিষে বিষে ভরা
তারা! তুমিও যেন বিষের সমষ্টি।
উঃ! তারা! এই শেষ।
ভ—বা—নী—দা—দা। [মৃত্যু]

অনুচরবৃন্দ। হায় হায় কি হ'লো—কি হলো।

তারা। কি আবার হবে? বীরবর বীরের আদর্শ চরিত্র রেখে, মিবার-ভূমির বীরপ্রসবিনী নাম উজ্জ্বল করে অমৃতধামে চলে গেলেন—হবে আর কি? যাও—চিৎকার করো না। বীরের মৃত্যু, কাপুরুষের চিৎকার কেন? যাও, চিতা প্রস্তুত করগে।

অনু। হায় হায় কি হলো। [প্রস্থান]

তারা। স্বামিন্! স্বামিন্! একটু থামো, একটু থামো—যাচ্ছি—যাচ্ছি—একটু থামো। (পৃথ্বীকে তুলিবার উদ্যোগ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ পুষ্করিণী তীর।

সঙ্গ ও করুণাবতী।

সঙ্গ। করুণাবতী! আমার ভয় হয় পাছে সব যায়।

করু। বীরের কি ভয় আছে?

সঙ্গ। করুণাবতী! তুমি জান না। যেখানেই যাই প্রথমে খুব আনন্দ পাই, তার পর যে কে সেই। সুদূর অতীতের কথা, যখন রাজ-উদ্যানে হেসে-খেলে বেড়াতুম, যখন রাজপ্রাসাদ আমার আনন্দ-ধ্বনিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠতো, সেই তখনকার কথা আমার মনে পড়চে। তখন পিতা আমায় কত স্নেহ করতেন, আমার প্রত্যেক কথায় পিতার মনে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যেত। সে কাল আর নেই। ক্রমে যত বড় হতে লাগলুম তত পিতার কঠোরতা উপলব্ধি করতে শিখ্‌লুম। রাজকীয় কঠোরতা ভেবে আমি সে সব তুচ্ছজ্ঞান করতুম। কিন্তু কালে সে ভ্রম দূর হয়ে গেল। দেখ্‌লুম পিতা উন্মাদ, ভ্রাতা স্বার্থপর। সেই দিন থেকে করুণাবতী সুখের আশা ত্যাগ করেছি।

করু। নাথ! কেন ওসব কষ্টকর চিন্তা হৃদয়ে স্থান দাও?

সঙ্গ। শোন করুণাবতী! যাকে ভালবেসেচ, যার করে তোমার পিতা তাঁর উদ্যানের সাধের কুসুমটী অর্পণ করেচেন—তার কাহিনীটী

শোন। পিতার আলয় ত্যাগ করে আমার সাধ হলো যে সংসারের কুটিলতাময় আবর্ত্তের আদি অন্ত ভাল করে বুঝে লই। কিন্তু করুণাবতী! যা ভেবেছিলাম তা হলো না। যাঁদের আমরা উন্নত বলি, তাদের স্বার্থপর হৃদয় আমার ভালো লাগলো না। কেবল একজনের অমায়িকতা এখনও আমার মনে হয়,—সে আমার প্রাণের বন্ধু গৌরীদাস। শেষে কৃষকদলে এসে পড়লুম। আহা! সে অমায়িক ভাব, সে স্বর্গীয় সরল ভালবাসা দেখে আমি মুগ্ধ হলুম। যে সংসারের উপর অনাস্থা জন্মেছিলো সেই সংসারের উপর আবার আস্থা এলো। এ আবর্ত্তের আদি অন্ত ভালো করে বুঝতে পারলুম না। ঘুরে ঘুরে আবার স্রোতের সঙ্গে এক সুরম্য সুন্দর স্থানে এসে পড়লুম—সে স্থান হতে আর উঠতে পারলুম না। সে স্বর্গীয় দৃশ্য, সে সরল পবিত্র প্রেম দেখে আর উঠতে পারলুম না। এত সুখ, এত আনন্দ কখনও পাইনি করুণাবতী; তাই ভাব্‌চি এত সুখ আমি কি ভোগ করতে পারবো?

[ছদ্মবেশে গৌরীদাসের প্রবেশ]

গৌরী। খুব পারবে দাদা—খুব পারবে।

সঙ্গ। কে তুই? অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে প্রবেশ ক'রেচিস?

গৌ। তাই বল না দাদা, মহিলা সঙ্গে বিচরণ করচি, তুই কোন সাহসে বিহারে বাধা দিচ্চিস্?

সঙ্গ। জান কোথায় এসেচ?

গৌ। খুব জানি—খুব জানি। তা দাদা একদম বেফাঁস নাকি?

সঙ্গ। পাপিষ্ঠ—সাবধান।

গো। হাঁ—হাঁ—একটু থমকে। আরে—ছি ছি ছি। তুমি রাজার ছেলে হয়ে কি না বনের মাঝে মেয়েমানুষের সঙ্গে পিরীত করচ'? আ—ছি—ছি।

সঙ্গ। কে রাজার ছেলে? কে তুই?

গোঁ। এই আপনি রাজা রায়মল্লর———।

সঙ্গ। চুপ কর পাপিষ্ঠ—এখনই এস্থান হতে দূর হ'।

গো। থামো থামো একবার যুগলমিলনটা দেখে নি।

সঙ্গ। দূর হও পিশাচ! (অর্দ্ধচন্দ্র দেওন)

গো। এক মন্দির থেকে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ ক'রে এই প্রেমের মন্দিরে প্রবেশ ক'রেচ—তা আবার আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র দাও কেন চাঁদ।

সঙ্গ। এসো করুণাবতী। (প্রস্থানোদ্যোগ)

গো। আরে থামো থামো—যুগলমূর্ত্তিটা দেখে নিই। বিধুমুখী গো! কি আর বলব? হৃদয়ে আগুন জ্বলছিলো, তোমায় দেখে সেটা নিভে গেছে—যে ধোঁয়াটুকু ছিলো সেটিও যাবো যাবো হয়েচে।

সঙ্গ। পিশাচ! চোরের মত রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রেচ—দূর হও—নইলে এই দণ্ডে হত্যা ক'রব।

গো। হত্যা ক'রো এখন, এখন একটু প্রাণটা জুড়াই। আহা কি সুন্দর, কি সুন্দর যেন মা জগদ্ধাত্রী আর কি।

করু। নাথ! এ ব্যক্তি বোধ হয় আপনার পরিচিত, ছদ্মবেশে আছে।

গো। কেন, আপনার হৃদয়াকাশের চাঁদটী ছদ্মবেশে আছেন বলে কি সকলকেই ছদ্মবেশে থাকতে হবে নাকি?

সঙ্গ। রসিকপুরুষ! দয়া করে তোমার পরিচয় দেবে কি?

গৌ। 'কেন, সম্বন্ধ পাতাবে নাকি? না দাদা সেটী হচ্ছে না।

সঙ্গ। কোন্ দেশী জানোয়ার, করুণাবতী?

গৌ। তোমার দেশের গো তোমার দেশের।

সঙ্গ। সত্য?

করু। দয়া করে বলুন, আপনি কোথা থেকে আস্‌চেন্।

গৌ। এই কথা? আমি আস্‌চি মিবার থেকে।

সঙ্গ। মিবার থেকে?

গৌ। আকাশ থেকে পড়লে যে। মিবারের গৌরীদাসের কাছ থেকে আস্‌চি।

সঙ্গ। কি সংবাদ? (স্বগত) হৃদয় স্থির হও।

গৌ। বলে ফেলবো? তা বলেই দেখি না কি হয়। (প্রকাশে) সুরতানের কন্যা তারাবাই—বুঝলে—এই নিখুঁত সুন্দরী ছিলো। সুরতান রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন বলে তার সেই কন্যাটী পণ করেছিলো—যে তার পিতৃরাজ্য উদ্ধার করবে,সেই তাকে পাবে'। তা জয়মল্লটা কাপুরুষ কিনা, বীরবালার পণ রাখ্‌তে না পেরে যেমনি তার ঘরে ঢোকা,অমনি কুপোকাৎ। আর পৃথ্বীটা ভগ্নীপতির বিষে প্রাণ হারিয়েছে। বুঝলে; দুজনেরই অপঘাত মৃত্যু। (সঙ্গের আশ্চর্য্য ভাবে অবস্থান) (স্বগত) কি দেখছ গৌরীদাস? একটী দেবমূর্ত্তি আর একটী দেবীমূর্ত্তি। দেখ দেখ যেন একবৃন্তের দুটী ফুল। এ হাসে ত' ও হাসে, এ কাঁদে ত' ও কাঁদে! [বেশ পরিবর্ত্তন]।

সঙ্গ। ভবানি! কি শুনালি মা? করুণাবতি! করুণাবতি! বলেছি ত' ভবাণী আমায় এত সুখ দেবেন না। কি দেখ্‌ছি, সপ্ন না সত্য? গৌরীদাস! ভাই! কি হলো?

কর্ম্মানন্দ স্বামীর প্রবেশ]

গৌ। এই যে ঠাকুর তুমিও যে এখানে ; তা হলে তুমি দেখচি সব জান্তা। তুমিই ত' বলেছিলে—সঙ্গ হেথা।

কর্ম্মা। সঙ্গ! এতদিন কর্ম্মীর সংস্রবে থেকে শিক্ষালাভ হয়েছে। যাও, মিবারবাসী তোমার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। মিবার দুর্গ মরুভূমি, যাও নবদম্পতী সে মরুময় স্থান উজ্জ্বল করগে যাও। মিবারের সুখশান্তি ফিরিয়ে আনো। তোমার যশঃপ্রভায় মিবার উদ্ভাসিত কর; যাও, তোমার দীপ্তি শতগুণ হবে—শত্রুর দীপ্তি ঝলসে যাবে। আর মনে থাকে যেন—"রক্তে রক্তের প্রতিদান যবন অত্যাচারের প্রতিশোধ।" (প্রস্থান)

গৌ। চল সঙ্গ। উল্কার মত ধেয়ে এসেচি, আবার উল্কার মত ফিরে যাই। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তটিনী-কুল।

[তটে দাঁড়াইয়া লক্ষ্মী]

গীত।

'আর কেন ওরে প্রাণ আছ দেহে অকারণ।
কেন মিছে তুষানলে জ্বালাইবে অনুক্ষণ ॥
কি সুখে আর রব বেঁচে, পূর্ণ শশী ডুবে গেছে,
আর কার স্মৃতি লয়ে কাটাব এই জীবন ॥'

যারে প্রাণ উড়ে যাও, প্রাণেশ সনে মিলাও,
কুমুদ বিহনে কুমুদিনী বাঁচে কি কথন ॥

লক্ষ্মী। যাঁর আদরে আদরিণী, যাঁর গৌরবে গৌরবিণী, যাঁর দেবমূর্ত্তি হৃদয়ের গুহ্যতম প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে পূজা করতুম, সে দেবমূর্ত্তি ত কাল—নিষ্ঠুর কাল ভেঙ্গে দিয়েচে। প্রাণেশ আমার কবে চলে গেছেন; আর আমি? আমি এখনও রয়েচি। প্রাণ যেতে চায় কিন্তু পারে না, কে যেন পথরোধ করে দাঁড়ায়। না, আর এ মনের দুর্ব্বলতা কেন?

[কর্ম্মানন্দ স্বামীর প্রবেশ]

কর্ম্মানন্দ। কে মা তুই? এ ঘোর নিশীথে নির্জ্জন নদীসৈকতে দাঁড়িয়ে আত্মবিলাপ করচিস্?

লক্ষ্মী। গুরুদেব! আপনি—

কর্ম্মা। কে, লক্ষ্মী? মা! এখনও চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয় নি?

লক্ষ্মী। না গুরুদেব! সব তার ছিঁড়ে গেছে, কেন্দ্র খ'সে পড়েচে যে দেব!

কর্ম্মা। মা! আত্মহত্যা করবি?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, আত্মহত্যা করবো।

কর্ম্মা। এই জীবন,যার সাম্‌নে অনন্ত কার্য্যক্ষেত্র পড়ে রয়েচে, যে জীবন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য মিবারে এসেছে, সেই জীবন এমন করে নষ্ট করবি? মা! এতদিন তোর ভালবাসা সীমাবদ্ধ ছিলো, এখন তোর এই অগাধ ভালবাসা জন্মভূমির পায়ে ঢেলে দে দেখি মা!

লক্ষ্মী। হাঁ। বীরপত্নী আমি। হাঁ তাই করবো, গুরুদেব! তাই

করবো। জগৎ দেখবে—নারী, স্বামীর কার্য্য কেমন করে সম্পূর্ণ করে।

কর্ম্মা। শোন মা লক্ষী, রাণা সঙ্গ এখন মিবারে, সেখানে যাও। সঙ্গ—বীর, সঙ্গের উদ্দেশ্য—যবন অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ। যাও, তথায় যাও। মিবারবাসীর হৃদয়ে স্বর্ণঅক্ষরে খোদিত কর—"রক্তে রক্তের প্রতিদান, যবন অত্যাচারের প্রতিশোধ।"

তৃতীয় দৃশ্য।

সুসজ্জিত রাজপথ।

নাগরিকাগণের গীত।

এসেছে রাণা বাহাদুর।
আঁধারে আলোক ফুটিল মধুর ॥
নাহিক আর ঝড় তুফান, ভরা গাঙ্গে ডাকে নাকো বাণ,
উদয়ে সকলি হয়েচে দূর ॥
নাহিক আর লণ্ড ভণ্ড, মিটিয়াছে সব দ্বন্দ্ব ফন্দ,
ঘুচিয়াছে শোক বিরহ বিধুর।
নাহিক আর চুরি ডাকাতি, ছেড়ে গেছে দেশ দুষ্টমতী
(এবার) সুখে কাটবে রাতদুপুর ॥ (প্রস্থান)

[রামসিংহ ও সিলাইদির প্রবেশ]

সি। বুঝতে পারলে হ্যাঁ?

রাম। আজ্ঞে হ্যা বুঝলুম বৈ কি?

সি। কৈ, কি বুঝলে বল দেখি?

রাম। আজ্ঞে হাঁ, কি বুঝ্‌লুম বল্‌তে হবে? (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) ঐত নয় হুজুর, কি বুঝ্‌লুম্ বল্‌তে হবে।

সি। দেখ্‌চি কিছুই শোন নি।

রাম। আজ্ঞে শুনলুম্ কখন? ভাবছিলুম্, আজমীর জয় হয়েচে, সবুই এর গন্ধ পাচ্ছি, আপনি কি উবে গেলেন নাকি হুজুর?

সি। শোন, শোন।

রাম। আজ্ঞে হাঁ তবে শুনি, হুজুর যখন বলচেন, তবে শুনি।

সি। রাণা সংগ্রামসিংহ আমাকে বরখাস্ত করেচেন।

রাম। তা আজ্ঞে, তা দরখাস্ত করবারই ত' কথা। আপনি হচ্চেন প্রধান সেনাপতি, রাজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তা রাণা আপনার কাছে দরখাস্ত পাঠাবেন না, এও কি হ'তে পারে হুজুর!

সি। আরে মূর্খ দরখাস্ত নয় বরখাস্ত। রাণা আমাকে পদচ্যুত ক'রে সেই চ্যাংড়া ছোঁড়া মহাদেব সিংটাকে প্রধান সেনাপতি করেচেন, বুঝলে?

রাম। আপনাকে পদচ্যুত করে মহাদেব ব্যাটাকে সেনাপতি করলে? এ কথা হুজুর আমাকে আগে বলতে পারেন নি, তা হ'লে রাণা ব্যাটার মুণ্ডুটা এক কোপে সাবাড় ক'রে, কাটা মুণ্ডুটা আপনার কাছে হাজির কর্‌তুম।

সি। থামো হে বীরপুরুষ থামো। রাণার মুণ্ডুটা অত সস্তা নয় যে তুমি যাবে আর কেটে নিয়ে আসবে। এখন একটা উপায় দেখ্‌তে হ'চ্চে, কি ক'রে অপমানের প্রতিশোধ নেবো।

রাম। আজ্ঞে উপায় ত' পড়েই রয়েচে।

সি। কই? কি বল না।

রাম। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) ঐ ত' না হুজুর, ঐ ত না হুজুর, উপায়টা কি বলে দিতে হবে ?

সি। না, দেখচি তোমার দ্বারা কোন কাজই হবে না।

রাম। আজ্ঞে হাঁ, ঠিক বলেচেন হুজুর—আমার দ্বারা কোনও কাজই হবে না দেখচি।

সি। আচ্ছা আমি যা উপায় ঠিক করেচি বলি শোন।

রাম। আজ্ঞে বলুন ত' হুজুর, উপায়টা কি বলুন ত। তা হলে দেখচি রাণা ব্যাটা একান্তই জব্দ হবে।

সি। বোধ হয় রাণার সঙ্গে বাবরসার শীঘ্রই যুদ্ধ বাধবে, আমি ঐ যুদ্ধে বাবরসাকে সাহায্য করব।

রাম। আজ্ঞে হুজুর এটা রাস্তা, চুপ করুন—চুপ করুন।

সি। সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে—এমন সময় রাস্তায় কেউ নেই। অপমানের প্রতিশোধ নেবো, নেবো।

[লক্ষ্মীর প্রবেশ]

লক্ষ্মী। জ্বলবে, জ্বলবে। তোমার অন্তর জ্বলবে, বাহির জ্বলবে। তোমার গৃহ, সোণার সংসার জ্বলবে। চারিদিক দেখবে জ্বালাময়। সাবধান। (প্রস্থান)

সি। সর্ব্বনাশ করলে, এ বেটী কে রে ?

রাম। চল না হুজুর বেটীর পিছু নিই।

সি। তাই চ'। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজসভা।

[সঙ্গের প্রবেশ।]

সঙ্গ। বাবরসাকে দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে কি ভাল করলুম? হায়! কেন এ দুর্বুদ্ধি এলো। স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী জন্মভূমির সাধ করে বিপদ ডেকে আনলুম। যে মিবার এত সৌন্দর্য্যের, এত শান্তির আধার-স্বরূপা, সেই সৌন্দর্য্যশালিনী শক্তিরূপিণীর অমঙ্গল সাধ করে ডেকে আনলুম।

[মহাদেব সিংহ, করিমচাঁদ, গৌরীদাস ও কর্ম্মানন্দ স্বামীর প্রবেশ।]

সঙ্গ। আসুন গুরুদেব।

কর্ম্মা। সঙ্গ! এইরূপে কি তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করলে? যেদিন বারকোল ও ঘাটোল্লির যুদ্ধে অসীম রণকৌশল দেখিয়ে দিল্লীশ্বর ইব্রাহিমকে পরাজিত করলে, সেদিন ভেবেছিলাম মিবার-সন্তান আজ তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেচে—'রক্তে রক্তের প্রতিদান' 'যবন অত্যাচারের প্রতিশোধ'। আবার এ কি করলে সঙ্গ! মোগল, মিবারের চির-শত্রু, সেই মোগলকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করলে? জেনো সঙ্গ! এই মিবারে মোগল হ'তেই রক্ত স্রোত বইবে, চিরসুখময় স্থান মরুভূমি হবে। (প্রস্থান)

করিম। সঙ্গ! আমাদের কিছু না বলেই তুমি এমন কাজ কেন করলে?

সঙ্গ। দেব! মায়ের যদি আমাদের আর ভাল না লাগে, তা হলে মা নিশ্চয়ই মোগলকে কোলে তুলে নেবেন।

গৌ। আল্লা, আল্লা।

সঙ্গ। ও কি গৌরীদাস?

গৌ! আল্লা, আল্লা। মায়ের যদি ভবানী নাম আর ভাল না লাগে মহারাজ?

সঙ্গ। সে কি গৌরীদাস?

গৌ। দিল্লীর সম্রাট মিবারের দ্বারে এসে কেঁদে গেল—"একবার আল্লা আল্লা বলো," আর আমি আল্লা বলে তার উপকার করবনা?

সঙ্গ। এখন বুঝতে পারচি—কি অনর্থ ডেকে আনলুম। মহাদেব সিংহ! ভাই আমার, স্বদেশ-ভক্তবীর! তোমার বীরত্বে আজ আমি এত বলীয়ান। চল জলন্ত জাগ্রত রাজপুত জ্যোতিষ্মান, চল এই মুহূর্ত্তে বাবরের উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হইগে।

মহা। মহারাণার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

সঙ্গ। শোন মহাদেব, শোন গৌরীদাস, আমি কীর্ত্তি চাই না, রাজ্য চাই না, চাই কেবল জননী জন্মভূমির সুখশান্তি সমৃদ্ধি। মায়ের পূজার জন্য আমরা মিবারে জন্মগ্রহণ করেচি,মায়ের পূজায় এজীবন বিসর্জ্জন দেবো। (করিমচাঁদের প্রতি) দেব! সুখে দুঃখে চিরদিনই আপনি আমার সহায়। আপনার অনুগ্রহেই আমি মিবারের রাণা। আপনার ঋণ কখনও পরিশোধ করতে পারবো না, আমার একটী আশা পূর্ণ করুন।

করিম। কি আশা সঙ্গ!

সঙ্গ। দেব! আজমীর আপনার জন্মভূমি, সেই জন্মভূমির জন্য আজ আপনি সাধারণের নিকট ঘৃণিত; সেই আজমীর আপনার।

করিম। এ কি বল্‌চ বাপ্‌! তবে তুমি আজমীর জয় করলে কেন?

সঙ্গ। ভোগ-বিলাসের জন্য জয় করিনি, জয় করেচি অত্যাচার হতে দেশকে রক্ষা করবার জন্য। আজমীর উদ্ধারের জন্য আপনি জীবনপণ করেছিলেন, সেই আজমীর আপনার পুত্র জগমল্লকে প্রদান করলুম। চল মহাদেব, চল গৌরীদাস, অনন্ত কর্ত্তব্য, অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র,আমাদের সম্মুখে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

সুষমার গীত।

কেন তারে দেখিবারে হৃদয় সতত চঞ্চল।
মন প্রাণ উচাটন, শরীর অবশ বিকল॥
দেখে তারে সাধ মেটেনা, প্রাণের আশা পূরিল না,
মরমে গুমারে মরি হ'লে চক্ষুর অন্তরাল॥
আস্‌তে তার হ'লে দেরি, বিরহ যে সহিতে নারি,
পথপানে চেয়ে থাকি, অশ্রুবারি ঝরে অবিরল॥

[গৌরীদাসের প্রবেশ।]

তবে নাকি আসবে না। কাণে পাক দিয়ে নিয়ে আসব—এ যে বুরুষে-পড়ার মন্তর।

গৌ। আঃ! কাণ ঝালা পালা হয়ে গেল, এত গাঁক্‌ গাঁক্‌ করে চেঁচাচ্ছিলে কেন?

সু। ঝালাপালা হবে না? এ যে সরষে-পড়ার মন্তর, চোরের কাণে পাক দিয়ে নিয়ে এসেচে।

গৌ। মন্তর ঝাড়বার দরকার নেই সুষমা। তোমার প্রাণ চাইলে কি হবে, আমি আর একজনকে আমার প্রাণটা দিয়ে এসেচি।

সু। কাকে গো?

গৌ। সে বল্‌ব এখন. এখন এসো দেখি তোমার গালে একটু কালি মাখিয়ে দিই।

সু। কেন বল দেখি, রাজার বন্ধু হয়েচ বলে নাকি?

গৌ। তা না হলে পারা যায় না ত'। যে গণ্ড লাল ক'রে বসে আছ, বাপ্‌রে বাপ্, চোক্‌টা যেন ঝল্‌সে যাচ্চে।

সু। ওমা এই জন্যে। তা দেবে এখন। এবার বল দেখি প্রাণটা কাকে দিয়ে এসেচ?

গৌ। তোমাদের শাস্ত্রে আছে হৃদয়ের ভেতর যে মূর্ত্তি পূজা কর্‌বে, সেই হচ্চে প্রাণপতি; তা আমিও একজন প্রাণপতি পেয়েচি।

সু। তাই বল, হাঁফ্‌ছেড়ে বাঁচ্‌লুম।

গৌ। তুমি একটা কর্‌বে?

সু। দূর বাঁদরচন্দ্র!

গৌ। কেন দোষ কি? একটা নিকে কর না। আল্লা—আল্লা।

সু। কেন বল দেখি? এত'দয়া কেন?

গৌ। আরে পাগ্‌লী রাণা বাবরসাকে দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে দিতে পার্‌লে, আর তুই নিকে কর্‌তে পার্‌বিনি—পরোপকার হবে ত'?

সু। আমি ত' আর রাজা নই?

গৌ। রাণী ত' বটে?

সু। রাণী আবার কোন্ কালে?

গৌ। এই কালে গো এই কালে। হ্যাঁ লক্ষ্মীটী একটা নিকে কর। আরি একটা কথা মনে পড়েচে, মহাদেব-সিংহ যা বীরত্ব দেখাচ্চে কি আর বলব! যাচ্চে আর যুদ্ধ জয় করচে।

সু। সেইজন্যই—।

গৌ। কি জন্যে?

সু। মহাদেব-সিংহের উন্নতি কামনায় আজ আমার ইষ্টদেবকে পূজা দিতে যাচ্চি।

গৌ। বটে? নিকে করে ফেলেচ দেখচি। তা এতক্ষণ বলনি কেন?—অ্যাঁ!

সু। এবার ত' বল্লুম।

গৌ। তা বেশ, এখন চল তোমার বিয়ের উদ্যোগ করিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দিল্লী—শেরখাঁর কক্ষ।

শের। কোথায় আজ পাঠান কীর্ত্তি! যে পাঠানের খড়্গাঘাতে হিমাচলের উন্নতশির অবনমিত হয়েছিলো, যে পাঠানের তেজে মিবারের সূর্য্যতম তেজ বিধ্বস্ত হয়েছিলো, সে পাঠানের আর সে দর্প কই—আর সে বীরত্ব কই? যে পাঠানের দাসত্ব করবার জন্য সকলে লালায়িত হ'তো, সেই পাঠান আজ দাসত্ব করবার জন্য ছুটে যাচ্চে। সাধ করে পরাধীনতার রজ্জু গলায় পরেচে। কোথায় কোন্ সুদূর দেশ হ'তে মোগল এসে আমাদের দাস

করলে? যে মোগল চিরদিন পাঠানের শত্রুতা সাধন করে আসচে, সেই মোগল দিল্লীর সিংহাসনে!

[বাবরসার প্রবেশ।]

বাবর। বীরবর!

শের। আসুন জাঁহাপনা।

বাবর। শের! আজ আমি তোমার গৃহে অতিথি।

শের। কেন জাঁহাপনা! আজ্ঞা করলেই ত' এ দাস সিংহাসনতলে উপস্থিত হ'তো।

বাবর। না শের! তুমি আমার গৃহে উপস্থিত হ'লে কার্য্যসিদ্ধি হ'তো না। সিংহাসনে উঠলেই কেমন একটা উচ্চতার ভাব মনোমধ্যে উদয় হয়।

শের। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিনয়ী তার ত' উচ্চতার ভাব আসবে না জাঁহাপনা!

বাবর। প্রকৃত বলতে কি তোমার গৃহে অতিথি হলে যত সম্মান লাভ করবো, সিংহাসনে বসলে তত সম্মান পাবো না।

শের। সে কি কথা জাঁহাপনা!

বাবর। শের! আমি যখন সিংহাসনে তখন তোমরা আমাকে যে সম্মান কর, সে সম্মানের সঙ্গে যেন কি মিশ্রিত আছে। যখন আমি তোমার গৃহে অতিথি, তখন যে সম্মান পাবো, তা' পবিত্র, অসীম। তাই আজ তোমার গৃহে অতিথি হয়েচি শের।

শের। জাঁহাপনা! আপনার বংশধর যদি আপনার মত গুণসম্পন্ন হয়, তা'হ'লে স্থিরনিশ্চয় ভারতে মোগল প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বাবর। মোগল প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই শের! আজ আমি

তোমার গৃহে অতিথি। বীরপুরুষ! রক্ষা কর—দিল্লীতে মোগল-সিংহাসন রক্ষা কর, শত্রুতা ভুলে যাও—বিজেতা আর বিজিতের সম্বন্ধ ভুলে যাও। এসো পাঠান-মোগল এক স্বার্থে আবদ্ধ হ'য়ে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই। (জানু পাতিয়া) শের! রক্ষা কর—রক্ষা কর।

শের। উঠুন—উঠুন জাঁহাপনা। আজ আপনার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করচি—যতদিন পর্য্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে আপনার মত মোগল উপবিষ্ট থাকবে, ততদিন পর্য্যন্ত শের নিজের রক্ত ঢেলে দিয়েও মোগল-সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করবে।

বাবর। বীরবর! আর বলতে হবে না। বীরের এক একটী কথা কোরাণতুল্য।

শের। কিন্তু জাঁহাপনা, যেদিন দেখবো মোগল অত্যাচারী সেইদিন মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াব—আগুনের মত মোগলের উপর পতিত হয়ে মোগলকে পুড়িয়ে মারবো।

বাবর। সেই দিন—যেদিন যে মুহূর্ত্তে মোগল অত্যাচারী হবে, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে যেন তোমার মূর্ত্তি মোগল-ধ্বংসকারীরূপে বিরাজ করে।

শের। জয়—দিল্লীশ্বরের জয়।

বাবর। অতিথির মনোস্কামনা পূর্ণ হয়েচে—এবার চল্লাম।

শের। চলুন জাঁহাপনা—অধীন প্রাসাদ অবধি গমন করতে প্রস্তুত।

(উভয়ের প্রস্থান)

[সিলাইদি ও রামসিংএর প্রবেশ।]

সিলা। চাকরটা এই কক্ষ নির্দ্দেশ করেই ত' বল্লে। কই? কেউত' নেই।

রামসিং। আজ্ঞে—আজ্ঞে আমরাই আছি।

সিলা। রামসিং! কৌতুকের অনেক সময় আছে।

রাম। আজ্ঞে, আছেই ত'—আছেই ত'।

[শের খাঁর পুনঃপ্রবেশ]

শের। কে আপনারা, কোথা হতে আসচেন?

সিলা। মিবার হতে আস্‌চি।

শের। মিবার হতে? কার নিকট এসেচেন?

সিলা। আপনার নিকট।

শের। কি প্রয়োজন? জানেন মিবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা হচ্ছে।

সিলা। তাই জেনেই এসেচি।

শের। কি জন্যে এসেচেন?

সিলা। মিবার-যুদ্ধে আপনাদের সাহায্য ক'রতে আমরা এতদূর এসেচি।

শের। আপনারা কে? আপনাদের ইচ্ছাই বা কি?

সিলা। আমি মিবারের প্রধান সেনাপতি, আর এই ব্যক্তি আমার অনুচর। আমাদের ইচ্ছা আগত যুদ্ধে আপনাদের সাহায্য করা।

শের। আপনাদের এ ইচ্ছা কেন?

সিলা। অপমানের প্রতিশোধ নিতে এসেচি। যেদিন সংগ্রামের রক্তাক্ত শির ভূমে লুটাবে, যেদিন মহাদেব-সিংহের মৃতদেহ শৃগাল-কুক্কুরের আহার হবে, মিবার মরুভূমি হবে—সেই দিন আমার জ্বালা মিট্‌বে।

শের। কি করে আপনাদের বিশ্বাস করব? আমার বড় সন্দিগ্ধ মন। আমার নিকট উপস্থিত না হ'য়ে, আপনাদের সম্রাট সকাশে উপনীত হওয়া উচিত ছিলো।

সিলা। আমাদের হৃদয়ে প্রতিহিংসা-অনলের তীব্র জ্যোতিঃ দেখতে পাচ্চেন না।

শের। মাপ্ করবেন সেনাপতি—আমি প্রত্যয় করতে পার্‌বো না। যে ব্যক্তি উপকারীর উপকার বিস্মৃত হয়ে তার বিরুদ্ধে অসিধারণ করতে পারে, যে ব্যক্তি রক্ষা কর্ত্তার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌তে পারে, যে ব্যক্তি সুজলা-সুফলা জন্মভুমিকে মরুভূমিতে পরিণত করতে পারে,সে ব্যক্তিকে কি ক'রে বিশ্বাস করবো? যার সাহায্যে মিবারের একজন গণ্যমান্য লোক হয়েছিলে, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে এসেচ? যে ঘন পত্র-পল্লববিশিষ্ট তরুবরের শান্তিময় শীতল ছায়ায় এতদিন ক্লান্তি নিবারণ কর্‌ছিলে, যার কৃপায় দারিদ্র্য-আতপ কারে বলে জান না—সেই উদার উন্নত তরুবরকে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হয়েচ? মাপ করবেন সেনাপতি—আমি বিশ্বাস করতে পারব না।

সিলু। যদি আপনার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা আমার অভিপ্রায় হ'তো তাহলে কি আপনার নিকট এ প্রস্তাব করতুম? স্বরূপ বলুচি হৃদয় জ্বলচে, অপমানের প্রতিশোধ তোলবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছি।

শের। কি করে জানব আপনার ঐ কথার নীচে আমাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বার ইচ্ছা আছে কি না। কি করে জান্‌ব তটিনীর তর তর মোহিনী শব্দের সঙ্গে রাক্ষসী শক্তি মিশ্রিত আছে কি না। আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারব না, যে একবার অবিশ্বাসের কাজ করে, তাকে আর কেউ বিশ্বাস করে না।

সিলা। বুঝলাম—আপনি আমাদের সাহায্য লতে প্রস্তুত নন্।

(প্রস্থান)

শের। হায় ভারতভূমি! শুধু কি পাঠানের অধঃপতন হয়েচে? ভারতের মধ্যে বীরাগ্রগণ্য মিবারী, তাদেরও আরম্ভ হয়েচে, তাদেরও হৃদয়ে বিশ্বাস-ঘাতকতা ঢুকেচে। (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

দিল্লি দরবারগৃহ।

বাবরসা, উজীর ও ওমরাহগণ।

বাবর। বলুন দেখি, কত বীর-রক্তের বিনিময়ে এই সিংহাসন লাভ করেচি। এই হিন্দুস্থান—আহা কি সুখের স্থান। খোদা হিন্দুস্থানে সব দ্রব্যগুলি যেন স্বহস্তে সাজিয়ে দিয়েচেন। হিন্দুস্থানের রত্নরাজি চোক ঝলসে দিচ্চে—হিন্দুস্থান রত্নপ্রসবিনী। এমন সুখের, সমৃদ্ধির স্থান যদি সমস্তই জয় করতে না পারলুম, তবে বৃথাই আমার জন্ম। উজীরবৃন্দ! কত বীরপ্রাণ অকালে ইহলোক ত্যাগ করেচে, কত লোক অকালে পিতা পুত্র হারা হয়ে উন্মাদের মত বিচরণ করচে বলুন দেখি। সংগ্রামসিংহ মিবারের রাণা, আমাদের শত্রু, সে শত্রু দমন করতেই হবে। আঁধারু পূর্ণ রত্নরাজি ভোগ করবার লোক নাই, কিন্তু কি লজ্জার কথা, সে রত্নরাজি কাফের সংগ্রামসিংহের জন্য আমরা উপভোগ করতে পাই না। এ অপমান আর সহ্য হয় না। হয় ভারতে মোগল-সাম্রাজ্য বিস্তার করবো, না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে, বীরের মত শয়ন ক'রবো। তাই বলচি—উজির বৃন্দ! প্রস্তুত হোন্, শীঘ্রই মিবারের বিরুদ্ধে যাত্রা করবো।

উজীর। সম্রাট! যদি অনুমতি হয়, তা'হ'লে এদাস একটী নিবেদন জানায়।

বাবর। কি নিবেদন বলুন উজীর সাহেব।

উজীর। রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের সেনাবল অল্প, রাণার বল, আমাদের চতুর্গুণ। রাজপুত-জাতি বীরশ্রেষ্ঠ, এরা রণে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন কারে বলে জানে না। ধর্ম্মের জন্য, নারীমর্য্যাদার জন্য অকাতরে প্রাণ দেয়। জন্মভূমি মাতৃ-মূর্ত্তিতে পূজা করে। তাই বলচি—এত সল্পবল ল'য়ে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত নয়। তবে যদি রাণার রাজ্যের কোনও প্রধান লোক বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তা' হলেই মঙ্গল, নচেৎ আমাদের অদৃষ্টে কি আছে জানি না।

[সিলাইদির প্রবেশ ও অভিবাদন]

বাবর। কে আপনি? ও চিনেচি; আসুন মিবার সেনাপতি।

সিলা। না সম্রাট। আপনি আমাকে চিনেও চিন্‌তে পারেন নি। এখন আর আমি মিবার সেনাপতি নই। এখন আমি মিবারের শত্রু, রাণার শত্রু, আপনার সুহৃদ। অবিশ্বাস করবেন না সম্রাট। দারুণ অপমানে মর্ম্মাহত হয়েচি। প্রতিশোধ চাই সম্রাট! প্রতিশোধ! অন্তর বলে—প্রতিশোধ, বাহির বলে—প্রতিশোধ, যেন কোন এক নূতন রাজ্যে এসে পড়েচি, চারিদিকে গগনব্যাপি চিৎকার—প্রতিশোধ, প্রতিশোধ। সম্রাট! বিশ্বাস করুন, আপনার বিপুল-বাহিনীর সাথে আমায় পাঠান; মিবারের গুপ্তপথ বলে দিব, মিবার মরুভূমি করুক। প্রতিশোধ আগুন ধূ ধূ জ্বলচে—মিবারীর রক্তে সে আগুন নেভাব।

বাবর। সেনাপতি! আজ হতে আপনি সমস্ত মুসলমান সেনানায়ক-
দিগের প্রধান। তাহলে বিলম্বে প্রয়োজন কি, কল্যই যুদ্ধযাত্রা
হবে।—আপনি বিশ্রাম করুন গে।

সিলা। যতক্ষণ না মিবার মরুভূমি হয়, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই।
প্রতিশোধ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ভবানী মন্দির।

সঙ্গ।

সঙ্গ। কি করলি মা ভবানী! আবার সংগ্রামানল প্রজ্বলিত করলি! আবার শত শত স্বদেশভক্ত বীরের ছিন্ন-শির ধূলায় লুণ্ঠিত হবে, শত শত পতিপ্রাণা নারীর আর্ত্তনাদ শুনতে হবে। আর যে এ দৃশ্য দেখতে পারি না মা!

[মহাদেবসিংএর প্রবেশ]

মহা। রাণা! রাণা! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বিশ্বাসঘাতক সিলাইদি দিল্লীর সম্রাট বাবরসার সহিত মিলিত হয়ে মিবার আক্রমণ করতে আসচে। শত্রু আগতপ্রায়, আর আপনি এমন নিশ্চিন্তমনে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

সঙ্গ। ভাই, সব জানি, সব শুনেচি—কিন্তু উপায় কিছুই দেখতে পাচ্চি না। এ রাজ্যে বিশ্বাসঘাতক জন্মেচে—আর মঙ্গল নেই। এরা আপন আপন মান মর্য্যাদা ভুলে গিয়ে বিদেশীর পদলেহন করতে শিখেচে—আপনার দেশ, আপনার জন্মভূমি, বিদেশীর করে অর্পণ করতে প্রস্তুত হয়েচে। মিবারে এতদিন স্বদেশদ্রোহী ছিল না, মিবারবাসীরা স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলো, তাই মিবার জগতে বীরশ্রেষ্ঠ।

সেদিন আর নেই, এখন মিবার ভীরু কাপুরুষ, স্বার্থপর মানবের আবাস-ভূমি—তাই বলৃচি ভাই এ রাজ্যের পতন অনিবার্য্য।

মহা। রাণা! এক উপায় আছে—আমায় বিদায় দিন। আমারই জন্য এই সংগ্রাম-অনল প্রজ্জ্বলিত হলো। আমাকে উচ্চপদে স্থাপন করেচেন তাই সিলাইদি বাবরসার সহিত মিলিত হয়ে মিবার আক্রমণে দৃঢ়সংকল্প হয়েচে। আমার জন্য জন্মভূমিকে অনর্থক শত্রু-পীড়িত করবেন না। তার অপেক্ষা সিলাইদির পদ তাকেই অর্পণ করুন। যতদিন বাঁচি জন্মভূমির মঙ্গল কামনায় দিন অতিবাহিত করবো। (জানু পাতিয়া) রাণা! রাণা!—বিদায় দিন।

সঙ্গ। একি কথা বলৃচ ভাই। তুমি বীর, যথার্থ স্বদেশভক্ত—উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত পদেই স্থাপন করেচি। উঠ বীরবর, অকৃতজ্ঞ বাবরসা ও বিশ্বাসঘাতক সিলাইদিকে প্রতিফল দেবে চল।

মহা। তবে চলুন রাণা। হয় যুদ্ধে জয়লাভ করে দেশের শত্রু সিলাইদির ছিন্নশির আপনার সম্মুখে উপস্থিত করবো, না হয় দেশের কার্য্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো। কিন্তু রাণা, যদি এ যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয় তাহলে সিলাইদিকে তার পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করবেন—দোহাই রাণার।

সঙ্গ। তাই হবে। চল ভাই আমি তোমায় স্বহস্তে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বতশিখর।

গৌরীদাস।

গৌ। না,তা'বেশ—তা বেশ। অনবরত লুচি আর লুচি, তা কি ছাই ভালো লাগে? লুচি চাই, সঙ্গে সঙ্গে কালিয়া পোলাওটাও চাই—তা না হলে ভোজনরূপ মহাকার্য্যটা সুসম্পন্নই হয় না। আরে ছাই এ সব কি বলচি, এ যে সব পেটুকের কথা। আরে দাদা পেটুক নয় কে? পেটের জন্যেই সব। পেটুক নয় কে বল না? পেটের জন্যেই ছোটাছুটি, জোটাজুটী—সব পোড়া পেটের জন্য। কি চাঁদ গৌরীদাস, এত পেটুক হলে কবে থেকে? সুর বদলাও, সুর বদলাও—সবাই বদ্‌লিয়েচে তুমিও একটু বদ্‌লাও। আরে দাদা বুঝ্‌তে পার্‌চো না—অনেকক্ষণ বদলিয়েচি, দেখ্‌চ না আজ আমি বীর সেজেচি। দেখ্‌চো না যেন সীতা উদ্ধার করতেই চলেচি আর কি—যেন সাগর ডিঙ্গুবো ডিঙ্গুবো কর্‌চি। দেখ্‌চো না—কলিকাল কিনা তাই ল্যাজ মহাপ্রভু পার্শ্বদিকে স'রে এঁসেচেন। (তরবারী ধরিয়া) বাবা ল্যাজ! এমনভাবে লুকিয়ে কেন? শীত পেয়েচে বুঝি? আহা—পাহাড়ের ঠাণ্ডা হাওয়া বড় শীত—আহা! তা দেখো চাঁদ যেন বাবুমেরে যেওনা—তা হলেই সব মাটী হয়ে যাবে। রাবণের তালগাছপ্রমাণ মাথায় উঠতে পারবে ত? না শেষে সীতার ছোটখাট কোমল গলাটীই জড়িয়ে ধর্‌বে? তা ভেবো না চাঁদ তখন শীত থাকবে না, গরম-রক্ত মেখে গরম হয়ে উঠ্‌বে এখন।

[বালকবেশে সুষমার প্রবেশ]

কি চাঁদ! তোমরাও বেরিয়েচো যে দেখ্‌চি! তা' সত্যি সত্যিই দেখ্‌চি লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ হচ্চে। তা দাদা সাগর ডিঙ্গুতে পারবে ত'? ছেলে মানুষ সব গোঁফ উঠেনি—তাই জিজ্ঞাসা কর্‌চি।

সু। না পারি, তোমার ল্যাজ ধরে চলে যাবো।

গৌ। না দাদা, সেটী হ'চ্চে না। আমার ল্যাজপ্রভু যে তোমাদের নিয়েই ব্যস্ত হবেন, শেষে রাবণের মুণ্ডু জড়ান হবে না—সেটী হচ্চে না। ভেগে পড়—ভেগে পড়। আগে যোয়ান হয়ে এসো তবে সাগর ডিঙ্গুবে, বুঝলে?

[অনুচরবৃন্দের প্রবেশ]

অনু। সর্দ্দার!

গৌ। নাও—নাও আমি এখন সর্দ্দার নই। আমি যে গৌরীদাস—সেই গৌরীদাস। হাঁ! তোমরা সব কি করবে জান?

অনুবৃন্দ। কি কর্‌বো সর্দ্দার!

গৌ। এই মাটী করেচে—কি করবে তা জান না? সব এক একটী হনুমান হও, পেটটী লম্বোদর কর আর ল্যাজটী তাজা কর—বুঝলে? নাঃ, তোমাদের দ্বারা দেখ্‌চি কিছু হবে না।

অনু। সে কি সর্দ্দার?

গৌ। তবে শোন। যদি মস্ত একটা ঘাঁট্‌ চাও তা' হ'লে লম্বোদর কর আর ল্যাজ মহাপ্রভুকে তাজা কর—বুঝলে?

সু। আমি বুঝেছি। মস্ত একটা ঘাঁট্‌ আসচে, ঘাঁট্‌ ত' হবেই সেইজন্য লম্বোদর চাই—আর তার উপর বাঁধ্‌তে হবে কি না তাই ল্যাজপ্রভুকে তাজা করা দরকার।

গো। উদরপ্রভু কি করে লম্বা হবেন?

সু। কেন আপনা আপনি হবে? যে মুহূর্ত্তে শত্রু চোকের সামনে পড়বে সেই মুহূর্ত্তেই উদরপ্রভু বর্দ্ধিত হবেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের দেহমধ্যে একবিন্দু রাজপুত-রক্ত প্রবাহমান থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের উদ্দীপনা, আমাদের তেজ, আমাদের শত্রু রক্তপান-লালসা ত' সমানই থাকবে সর্দ্দার।

গো। বুঝেচ বটে—তা যাও সাগর ডিঙ্গুবার জন্যে প্রস্তুত হওগে।

অনু। বুঝেচি—বুঝেচি সর্দ্দার। (অনুচর বৃন্দের প্রস্থান)

গো। বালক! তুমি কে?

সু। আমি কে? তা' ত' জানি না প্রভু!

গো। ও বাবা! এতদূর দৌড়ে এসেচ? সুষমা! এ যুদ্ধে আমি নিশ্চিৎ বল্‌চি রাজপুত জয়ী হবে।

সু। কেন বল দেখি?

গো। -আ-কেন? যে যুদ্ধে তোমরা আছ সে যুদ্ধে আমরা জয়ী হবোই হবো। তা দেখ, তোমাদের তলোয়ারও ধরতে হবে না, আর এমন লুকোচুরিও করতে হবে না, দিব্যি একটী সাঁচ্চা চুঁড়িটীর মত আমার পাশে দাড়াবে, অমনি দুশো পাঁচশো মোগল ফড়িং দৌড়ে আসবে আর মরবে—বুঝলে?

সু। না গো মহাপ্রভু তা নয়। আমি যদি কটাক্ষ-বাণের সাহায্য লই তা' হলে আমাকে পাবার জন্য যবনরা তোমাদের নিকেশ করবে। বোঝ ত' ঢের।

গো। তা ঠিক্, তা ঠিক্। আজ হনুমান হয়েচি কিনা বুদ্ধিটাও সুতরাং একটু মোটা হয়ে পড়েচে। মন্দোদরীকে দেখে সীতা ভ্রম না হ'য়ে যায়। তা, কি মনে করে আমার কাছে আগমন?

সু। দেখ্‌তে—তোমায় দেখ্‌তে।

গৌ। কেন চাঁদ একদণ্ড কি বিরহ সহ্য হয় না?

সু। তা কি সহ্য হয় গা? অমন রামদাসদুর্ল্লভ চেহারা না দেখে কি থাকৃতে পারি?

[করিমচাঁদের প্রবেশ।]

করিম। গৌরীদাস! সাবধান। শত্রুচর পর্ব্বত পথ অতিবাহিত কর্‌চে। (প্রস্থান)

গৌ। সাবধান ত হয়েই আছি।

সু। ওগো সেনাপতিচন্দ্র! একটু আড়ালে যান্ দেখি—মাছ খেলাই।

গৌ। তথাস্তু। (প্রস্থান)

সু। চর বেটাদের ফাঁদে ফেলতে আর কতক্ষণ।

[বংশীধ্বনি ও অন্যান্য রাজপুত রমণীগণের প্রবেশ]

দেখ—তোরা এক কাজ কর্‌তে পার্‌বি?

(সুষমার বালকবেশ ত্যাগ।)

রমণীগণ। কি কাজ গো রাণী-মা?

সু। মাছ গিঁথ্‌তে পার্‌বি?

রমণী। খুব্ পার্‌বো।

সু। তবে টোপ্ ফেল্।

সকলের গীত।

আমরা রয়ে সয়ে ব'সে নিই,
আমরা টিপে টিপে পা ফেলি,

ধীরে সুস্থে ঠুমকে চলি
সময় বুঝে চাল্ বদলাই।

[চরদ্বয়ের প্রবেশ।]

কখনও ধরে ফণা লাফিয়ে উঠি,
কখনও বা কথায় কথায় চটি,
কখনও নয়ন-বাণে পরাণ মাতাই॥
কখনও টোপ্ গেঁথে রূপের ছিপ্ ফেলি,
কখন বা মাছ নিয়ে করি জল-কেলি
জাপ্টে ধরি ঢলে পড়ে যাই॥

(চরদ্বয়কে বেষ্টন ও তাহাদের পতন)

চরদ্বয়। হাঁ হাঁ কর কি? কর কি?

১ম চর। আবার বাঁধ কেন?

রমণী। ছিপে মাছ গেঁথেছি বাঁধবো না? এখন একটু খেলাই এস।

(চরদ্বয়কে বন্ধন করিয়া টানিতে লাগিল)

১ম চর। চামড়া ছিঁড়ে গেল। হো আল্লা—চামড়া ছিঁড়ে গেল।

২য় চর। গেল, গেল, সব গেল—আল্লা।

[গৌরীদাসের প্রবেশ।]

গৌ। দেখ্‌লে সুষমা, শেষে কটাক্ষ-বাণের সাহায্যই নিতে হলো!

সু। কখন গো?

গৌ। ঐ যে। (সুর করিয়া) নয়নবাণে পরাণ মাতাই।

১ম চর। ওঃ—চামড়া ছিঁড়ে গেল।

গৌ। আমি সাগর ডিঙ্গুতে চলেছি, তা' তোমাদের মত ছুঁদশটা জলো-পেত্‌না না পাকড়ালে চল্‌বে কেন চাঁদ?

(চরদ্বয়কে টানিতে টানিতে সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—অদূরে মুসলমান শিবির।

সিলাইদির প্রবেশ।

সিলা। সর্ব্বনাশ হলো—সব গেল। আশার বিন্দুমাত্র যে অস্তিত্বটুকু ছিলো—তাও গেল। বড় আশা করে মোগলদের সাহায্য লয়েছিলুম, বড় দম্ভ ক'রে বাবরসাকে বলেছিলুম—মিবার মরুভূমি কর্‌বো। সামান্য কর্ম্মচারী মহাদেবসিং—তার মুষ্টিমেয় সৈন্যের কাছে আমার অগণ্য সৈন্য বিনষ্ট হলো; পর্ব্বত সঙ্কটে অবমানিত অপদস্থ হ'য়ে কুকুরের মত পালিয়ে এসেচি। একজন সগর্ব্বে বিজয়ী-শীর উচ্চ ক'রে, মেদিনী কম্পিত ক'রে চলে যাচ্চে, আর আমি কুকুরের মত পথের একধার দিয়ে চলে যাচ্চি—মান, যশ যা ছিলো সব হারিয়েচি। ওরা কে সব উল্কার মত ছুটে আস্‌চে? ওহো! এ যে মহাদেব। বেশ হয়েচে—প্রতিহিংসা লবার সুবর্ণ সুযোগ! যাই—বৃক্ষান্তরালে যাই। গর্ব্বভরে মহাদেব সিং শিবির লুট কর্‌তে আস্‌চে, মূঢ় জানে না—এইখানেই তার গতি শেষ। প্রতিহিংসা। (প্রস্থান)

[মহাদেবসিংহ ও অনুচরগণের প্রবেশ।]

মহা। অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। ঐ ত' মোগল শিবির, অগ্রসর হও—ভাই সব অগ্রসর হও। যে পিশাচদল তোমাদের জননী জন্মভূমি বিধ্বস্ত কর্‌তে চলেছিলো, সেই পিশাচদের ধনরত্ন যা আছে—সব নাও। মোগল-রক্তে মিবার রঞ্জিত কর, যবন-অত্যাচারের চূড়ান্ত প্রতিশোধ লও।

সকলে। জয় মা ভবানী, জয় মা ভবানী।

মহা। যে যবন চিরদিন মিবারের শত্রু, যে যবনের স্বহস্ত প্রজ্বলিত অনলে সতী শিরোমণি পদ্মিনী ভষ্মীভূতা হয়েচেন, যে অনলে হিন্দুস্থান জলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে—সেই যবনের রক্তে অনল নির্ব্বাপিত কর। যবন রক্তে, যবন অত্যাচারের প্রতিশোধ নাও, প্রতিশোধ—

সকলে। জয় মা ভবানী—জয় মা ভবানী।

মহা। তোমাদের জন্মভূমি বিষাদের বিষাদময় পিঞ্জরে আবদ্ধ। যেখানে শান্তিপূর্ণ গৃহ ছিলো, সেইখানেই যবন অশান্তি এনেচে, —শান্তি উৎসের স্নিগ্ধ জলোচ্ছাসের পরিবর্ত্তে যবন, আগুনের হল্কা ছুটিয়েচে। প্রতিশোধ নাও, প্রতিশোধ। (নেপথ্যে পিস্তলের শব্দ ও মহাদেবসিংহের পতন।) শিবির লুট করো—লুট করো।

অনু। হায় হায় কি হলো—কি হলো।

[উন্মুক্ত খড়্গহস্তে বেগে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। কি আবার হবে? বিজয়ী বীর বিজয়ের কোলে ঢলে পড়েচেন। তোমরা শিবির লুট করো। প্রতিশোধ নাও—প্রতিশোধ। যে যবন দেশময় হাহাকার এনেচে, যে যবন আজ তোমাদের সর্দ্দারকে হত্যা করলে—সেই যবনের রক্তে তোমাদের তরবারী রঞ্জিত করো। চল—অগ্রসর হও।

মহা। যাও অনুচরগণ—শিবির লুট করো। উঃ! মর্ম্মে মর্ম্মে যাতনা। বিশ্বাসঘাতক সিলাইদি! প্রতিহিংসা সাধন করলি! এইজন্যেই বিশ্বব্যাপী আলোকের মধ্যে আঁধারের সর্ব্বব্যাপী মূর্ত্তি দেখে, প্রাণ একটু কেঁপেছিলো। শিবির লুট করো—যা—ও।

অনু। কি হবে—সব গেল কি হবে।

লক্ষ্মী। অগ্রসর হও—তোমাদের সর্দ্দারের শেষ আজ্ঞা পালন করো। যবন সমস্ত হিন্দুস্থান জ্বালিয়েচে—জ্বালা নেভাও। চল—অগ্রসর হও।

অনু। হায় হায় কি হলো—কি হলো।

লক্ষ্মী। জ্বালা নিভাতে পারবে না? যবনরক্তে জ্বালা নিভাতে পারবে না? পিশাচের কঠিন শৃঙ্খল হতে তোমার জন্মভূমি হিন্দুস্থান রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না?

অনু। আঁা কি হবে—কি হবে, আমাদের শক্তি যে সর্দ্দারের——।

লক্ষ্মী। কি তোমাদের সামর্থ্য সর্দ্দারের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে? বল্‌বার আগে একবার ভাবলে না—কে তোমরা, কাদের সন্তান, কোন দেশ তোমাদের জন্মভূমি! তোমরা কি জান না তোমরা বীরের বংশ, তোমাদের ধমনীতে পবিত্র আর্য্য-রক্ত প্রবাহিত!

অনু। সর্দ্দার মৃতপ্রায়, রাণাকে সংবাদ দিইগে চল ভাই।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

(লক্ষ্মী খড়্গ তুলিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন)

লক্ষ্মী। কই, যা দেখি অকৃতজ্ঞ পিশাচদল—কার এত সামর্থ্য কই যা দেখি! এখনও নীরব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ? প্রবল পীড়নে উৎপীড়িত হয়েচ, দানবদল পাশবিক অত্যাচারে ধনধান্য লুটে লয়ে যাচ্চে—শান্তিময় রাজ্যে অশান্তি আগুন জ্বেলে দিয়েচে, ভালবাসার রাজ্যে বিষ মাখিয়ে দিয়েচে—তার প্রতিশোধ নেবে না? (জানু পাতিয়া) দোহাই ধর্ম্মের—তোমাদের সর্দ্দারের শেষ আজ্ঞা বিস্মৃত হ'য়ো না। যাবে না? তবে সতীর রক্ত এইস্থান সিক্ত করুক। (খড়্গ উঠাইয়া) জেন হে মিবারের অকৃতজ্ঞ সন্তানদল, এই রক্ত

হ'তে এক একটা আগুনের হল্কা উঠবে—আর তোমরা তাতে দগ্ধ বিদগ্ধ হবে।

সকলে। (জানুপাতিয়া) ক্ষান্ত হও মা মিবারলক্ষ্মী—ক্ষান্ত হও। এই মুহূর্ত্তে মোগল-শিবির লুট করবো—মোগল-শিবির জ্বালিয়ে দেব। চলো ভাই সব। (সকলের প্রস্থান)

মহা। মা মিবার-লক্ষ্মী! রাণার সঙ্গে শেষ দেখা হবে না মা?

লক্ষ্মী। কেন হবে না বৎস!

[সঙ্গ, করিমচাঁদ, গৌরীদাস প্রভৃতির প্রবেশ]

সঙ্গ। মহাদেব! ভাই আমার ওঠ। এ অভাগাকে বিপদ-সাগরে ফেলে কোথা যাও ভাই? (সঙ্গের উপবেশন ও মহাদেবের মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া) ভাই মহাদেব! আমি যে বড় আশা করে তোমায় যুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম। মুহূর্ত্তের জন্য বিজলীর মত উদয় হয়ে আবার মুহূর্ত্তেই ঘনরাজির আঁধারময় কোলে মুখ লুকালে। মহাদেব! মহাদেব!

মহা। রাণা! অন্তিমের শেষ অনুরোধ—সিলাইদিকে তার পূর্ব্বপদ-স্থাপন করুন। জন্মভূমির শত্রু রাখবেন না। রাণা—পদ—ধূলি—বি—দা—য়। (মৃত্যু)

সঙ্গ। ওহো কি হলো—কি হলো। মিবার! আজ একটী অমূল্য রত্ন তোমার গগনচ্যুত হলো। (ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। রাণা! ধৈর্য্য ধরুন। সম্মুখে আপনার অসীম কর্ত্তব্য পড়ে রয়েচে—ধৈর্য্য ধরুন। মোগলযুদ্ধে এই আমাদের প্রথম বলিদান এর পর আরও কত শত দেশভক্ত-বীরের জীবন স্বদেশ-সেবায় না হবে।

গৌ। আমি মনে করেছিলুম—আমি একলাই বুঝি সাগর ডিঙ্গুবো—তা দাদা তুমি যে একেবারে ডিঙ্গিয়ে বসে আছ, তা ত' জান্‌তুম না। তুমি লোকটা বড় হিংসুক ত—একলাই সব খাতিরটুকু দখল করলে। আচ্ছা আমারও সময় আছে। (প্রস্থান)।

করিম। চল সঙ্গ! এঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অয়োজন করিগে। বিপদে মুহ্যমান হয়ো না। দেশবাসীর সর্ব্বনাশের বিনিময়ে একটা অর্থশূন্য জীবন বিসর্জ্জন তাও ভালো। চল!

সঙ্গ। মিবার আজ যে আঁধারে ডুবলো সে আঁধার আর জনমেও যাবে না। (লক্ষ্মী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

লক্ষ্মী। মাগো চিতোরলক্ষ্মী! তুই কি কঠিন! স্বদেশভক্ত-বীরের রক্ত না হ'লে কি তোর তৃপ্তি হয় না মা।

[কর্ম্মানন্দস্বামীর প্রবেশ]

কর্ম্মা। লক্ষ্মী! দেখ দেখি মানুষ কত স্বার্থপর—কত বিশ্বাসঘাতক। বৎসে! সিলাইদি স্বার্থের জন্য আজ কি করলে বল দেখি! এখনও লোকালয়ে থাকতে চাও? মানুষ কালসর্প, মানুষের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে বিষ মাখান, মানুষ বিষে বিষে ভরা। চলো মা লক্ষ্মী—এ পাপ-রাজ্য পরিত্যাগ করে চলো—পর্ব্বতগুহায়। সেখানে অনিল তোমার বিশ্বস্ত,বন্ধু—সে বিশ্বাসঘাতকতা জানে না। সেখানে উৎসের মধুর কল্লোল কর্ণে অমৃতবর্ষণ করবে—চলো।

লক্ষ্মী। তাই চলুন গুরুদেব!

কর্ম্মা। চলো মা! মিবারের পতন অনিবার্য্য, অবশ্যম্ভাবী—এই কালের গতি, এই নিয়তি।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান।

করুণাবতীর গীত।

উল্লাস উপবন।

হৃদয়-উপবনে এসোগো সুখকুসুম।
সুখ-সুবাস আনো ধীরে বয়ে সমীরণ॥
বিজয়স্নাত মলয় বিতর পূর্ণানন্দ
জয় নির্ঘোষে অরিমনে শেল সঞ্চারণ॥
জয়ীন্দ্র উল্লাসে মাতাও মিবার আকাশ
বিজয়জ্যোতি বীর-দীপ্তি কর বরিষণ॥

[সংগ্রামসিংহের প্রবেশ।]

সঙ্গ। করুণাবতী! আজ তোমার এত আনন্দ কিসের?

করুণা। নাথ! আজ আমার আনন্দ হবে না?

সঙ্গ। যুদ্ধজয় সংবাদ শুনে আজ আনন্দ করচ? আমার জয়-সংবাদ অপেক্ষা মোগলের কাছে পরাজয় সংবাদ শতগুণে ভালো।

করুণা। কেন নাথ! তোমার চন্দ্রবয়ানে বিষাদ কালিমা কেন?

সঙ্গ। মিবারের উজ্জ্বল তারা অকালে খসে পড়েচে করুণাবতী! মিবারের রাজশক্তির কেন্দ্রস্থল ধ্বংস হয়েচে—আর এ অপেক্ষা ক্ষতি কি হ'তে পারে প্রিয়ে!

করুণা। প্রাণ আকুল হয়ে উঠ্‌চে নাথ, কে সেই উজ্জ্বল তারা?

সঙ্গ। মহাদেব সিংহ।

করুণা। চলে গেছে?

সঙ্গ। অনেক ক্ষণ—অনেকক্ষণ। এতক্ষণ নন্দন-কাননে বিচরণ করছে।

করুণা। এইজন্যেই আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। আনন্দ করতে চেষ্টা করচি, কিন্তু কে যেন জোর করে বিষাদ এনে দিচ্ছিলো। মহাদেবসিংহের স্মৃতিচিহ্ন কই নাথ?

সঙ্গ। স্মৃতিচিহ্ন? মিবারীর ঘরে ঘরে তার বীর-মূর্ত্তি শোভা পাচ্ছে। একবার মিবারীর হৃদয়টা যদি দেখতে, তা' হলে বুঝতে তাদের হৃদয়ের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে বীরবরের বীরমূর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রয়েচে। করুণাবতী! মিবারের অধঃপতনকাল সমুপস্থিত। যে মিবারের বিজয়-নিশান এতদিন প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থানে উড্ডীন হয়েছিলো, সে নিশান বুঝি বা ভেঙ্গে যায়।

করুণা। কেন নাথ, এত বিমর্ষ হচ্চ?

সঙ্গ। কেন হচ্চি তা' তোমায় কি করে বোঝাব করুণাবতী! শশধর-বিহীন গগন যেমন তমসায় আবৃত হয়, সেইরূপ করুণাবতী আমি শশধর হারিয়েছি। আর যে তারাগুলি দেখচো ওগুলিও শীঘ্র মেঘের কোলে লুকাবে।

করুণা। স্বামিন্! জানি কি মহামূল্য রত্ন মিবার হতে চিরদিনের মত লুপ্ত হলো; কিন্তু নাথ, রাজার ত' এত মুহ্যমান হওয়া ভাল নয়। চল নাথ—বিশ্রাম করবে চল।

সঙ্গ। না, করুণাবতী, এখন গৃহে যেতে পারবো না। মহাদেবের অন্তিমকালের অনুরোধ, সিলাইদিকে তার পূর্ব্বপদ ফিরিয়ে দিতে হবে। বিজয়ী-বীরের শেষ প্রার্থনা পূরণ করবার জন্য এখনি আমি মিবার ছেড়ে যাব।

করুণা। সিলাইদি ত' দিল্লীতে।

সঙ্গ। সেইখানেই যাব করুণাবতী!

করুণা। শক্রর দেশে?

সঙ্গ। হাঁ করুণাবতী! শক্রর দেশে একা নিরস্ত্র হয়ে যাব। বিপদের ভয় ভীত হচ্চ? হয়ো না। যখন বিজয়লক্ষ্মীর অঙ্কভূষণ হয়ে মিবারের বীরশ্রেষ্ঠ মহাদেব বিজয় উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে ছুটে যাচ্ছিল, তখন কে ভেবেছিল—সামান্য একটা আঘাতে সেই প্রতিভাবান্ বীরপুরুষ চিরদিনের মত চক্ষু মুদিত করবে? মা ভবানীর যদি ইচ্ছা হয়, তা' হ'লে শক্রর দেশে গিয়ে প্রাণত্যাগ করব। তা' না হ'লে দেখ্‌বে—অক্ষত শরীরে ফিরে আসব।

করুণা। কেন নাথ, একেবারে সুসজ্জিত হ'য়ে যাও না। সেই অকৃতজ্ঞ বাবরসার ছিন্ন-শির মায়ের পদতলে উপহার দেবার জন্য যাও না।

সঙ্গ। আগে সিলাইদিকে বশীভূত করি।

করুণা। তবে সশস্ত্র যেতে দোষ কি?

সঙ্গ। না প্রিয়ে! সৈন্য নেব না কেন জান? তা' হ'লে সিলাইদি ভাব্‌বে—'আমাকে বন্দী করবার জন্য আস্‌চে।' সশস্ত্র হ'য়ে গেলে ভাব্‌বে—'প্রাণবধ কর্‌তে এসেচে।' নিরস্ত্র হ'য়ে গিয়ে পায়ে ধরে কাঁদবো—দেখ্‌ব প্রাণে স্নেহের সঞ্চার হয় কি না।

করুণা। তবে যাও নাথ, বিলম্ব করো না।

সঙ্গ। না প্রিয়ে—আর বিলম্ব করব না। একটা কথা বলে যাই—যদি দিল্লী হ'তে না ফিরি—বীর-রমণীর বীরকীর্ত্তি রেখো।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

দিল্লী—মন্ত্রণাগৃহ।

বাবরসা।

বাবর। ছি! ছি! কি অপমান! কাফেরের কাছে পরাস্ত হলুম্—কি অপমান! ওঃ! ভারতে পদার্পণ ক'রে পর্যান্ত যে লোক কখন কারও কাছে পরাজিত হয় নি, সে কি না আজ একটা কাফেরের কাছে পরাস্ত হ'ল! ওঃ, কি অপমান।

[উজীর, শের খাঁ ও সিলাইদির প্রবেশ।]

উজীর সাহেব! উজীর সাহেব! মিবারীর কুটজালে আবদ্ধ হলুম্! কি করব উজীর সাহেব? আমি উন্মাদ হয়েছি—পরাজয় আমায় উন্মাদ করে তুলেচে।

উজীর। জাঁহাপনা! শান্ত হোন্। সকলই খোদার মর্জ্জী।

বাবর। সিলাইদি! তুমি ত' বলেছিলে মিবারের গুপ্তপথ বলে দেবে, কই সিলাইদি—তোমার বাক্যের সার্থকতা কই?

সিলা। জাঁহাপনা! সকল সুগম পথই রুদ্ধ দেখে পার্ব্বতীয় পথ অবলম্বন করেছিলুম্।

শের। রাজপুত! প্রথমেই তোমায় সতর্ক করেছিলুম্—স্বদেশদ্রোহী হয়ো না, বিশ্বাসঘাতক হয়ো না—কেউ বিশ্বাস করবে না। জাঁহাপনা! যুদ্ধযাত্রার প্রথমেই বলেছিলাম—যে যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক সহায়, সে যুদ্ধে শের খাঁ যায় না। কেন বলেছিলাম জানেন?

বাবর। সে সব কথা যাক্। উজীর সাহেব! এখন উপায়?

উজীর। জাঁহাপনা! মিবারী আমাদের চেয়ে কৌশল দেখিয়েচে, তাই আশ্চর্য্য হচ্চি।

[ওমরাহগণের প্রবেশ ও কুর্ণীশ করণ।]

বাবর। উজীরবৃন্দ! সংযুক্তির জন্য আপনাদের আহ্বান করেচি—সুযুক্তি দিন।

১ম ওম। জাঁহাপনা! আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস—সিলাইদির দোষেই এই সব কাণ্ড হয়েচে।

বাবর। উজীরবৃন্দ! তাই যদি হয়ে থাকে, তা' হলে সে কথা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। একটা কাফেরের চক্রান্তে মোগল পরাজিত হ'ল। উজীর সাহেব! এখন উপায়?

উজীর। বান্দার মতে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করাই উচিত।

১ম ওম। জনাব! আমাদের ইচ্ছা আপাততঃ সন্ধি করাই কর্ত্তব্য। কেন না, ফকির বলেচেন—এখন বাদসার কুগ্রহ।

বাবর। আপনাদের মতে সন্ধি করাই কর্ত্তব্য?

ওমরাহগণ। আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা।

বাবর। আপনারা অবসর গ্রহণ করুন। কাফেরের সহিত সন্ধি? ফকির বলেচে—বাদসার কুগ্রহ? কুগ্রহ বাবরসার কিছু করতে পারবে না। কুগ্রহতেই আমার জন্ম, কুগ্রহতেই আমার অভ্যুত্থান, আপনারা পরিশ্রান্ত হ'য়ে থাকেন, বিশ্রাম করুনগে; বাবর ক্লান্ত হয় নি, শের খাঁ ক্লান্ত হয় নি, বৃদ্ধ উজীর ক্লান্ত হয় নি।

ওমরাহগণ। তথাস্ত—আমরা চল্লাম। (ওমরাহগণের প্রস্থান)

শের। জাঁহাপনা! দাসের একটা নিবেদন।

বাবর। বল, কিন্তু দিল্লীর সম্রাট সকল সময়েই অযথা অনুরোধ রক্ষা করতে প্রস্তুত নয়।

শের। জাঁহাপনা! আমি পাঠান; আপনি বিজয়ী, আমি বিজিত; কিন্তু জাঁহাপনা! বিজিত বলে অত তাচ্ছিল্য করবেন না। পাঠান-গৌরব, এখনও আমি হারাই নি—পাঠানের দম্ভ এখনও যায়নি।

বাবর। কেন শের এমন কথা বলচ? কারসাধ্য যে তোমাপ্রশংসিত বীরের সম্মান-কুসুম স্পর্শ করে।

শের। তবে ফেরান জাঁহাপনা, উজীরবৃন্দকে ফেরান। আপনার সিংহাসনের মঙ্গলের জন্য বলচি—উজীরবৃন্দকে ফেরান।

বাবর। বেশ—তা' হ'লে ফিরিয়ে আন।

শের। যো হুকুম। (প্রস্থান)

বাবর। সিলাইদি! আমার চক্ষে তুমি নির্দ্দোষী।

সিলা। আজ্ঞে, আপনি চিরদিনই আমাকে অনুগ্রহ ক'রে থাকেন।

[ওমরাহগণ ও সের খাঁর পুনঃপ্রবেশ।]

শের। উজীরবৃন্দ! আমি পাঠান শের খাঁ, কখনও কারও কাছে মস্তক অবনত করিনি; আজ করজোড়ে পদতলে পড়ে বলচি—সম্রাটকে ক্ষমা করুন।

ওমরাহগণ। শের! ওঠ, ওঠ।

বাবর। উজীরবৃন্দ! না বুঝে অপরাধ করেচি, ক্ষমা করুন।

ওমরাহগণ। সম্রাট! ফকির বলেচে—মোগলের কুগ্রহ, মোগল পরাজিত হবে—অতএব যুদ্ধ স্থগিত থাক্।

বাবর। স্পষ্টতঃ বলুন না - যুদ্ধযাত্রা করতে আতঙ্ক হচ্চে।

ওমরাহগণ। না সম্রাট—আতঙ্ক নয়। স্বরূপ বল্‌ছি, রাণাই আপনাকে সিংহাসন দিয়েচেন।

বাবর। শের! মর্ম্মে মর্ম্মে ক্ষোভ, ক্রোধ, দুঃখ।

শের। উজীরবৃন্দ! পূর্ব্ব গৌরব বিস্মৃত হচ্চেন কি? আপনারা ত' পাঠান। পাঠান হ'য়ে মিবারীর অভ্যুত্থান দেখ্‌বেন? পাঠানের বাহুবলে যে হিন্দু একবার দিল্লী হ'তে বিতাড়িত হয়েছে, আবার সেই হিন্দু দিল্লীর সিংহাসনে বস্‌বে?—সেই হিন্দুর উজিরী কর্‌বেন?

বাবর। (জানুপাতিয়া) উজীরবৃন্দ! বাবরসা আপনাদের পদতলে, ইচ্ছা হয় রাখুন, না হয়, মিবারীর বিজয়স্রোতে ভাসিয়ে দিন।

ওমরাহগণ। জাঁহাপনা উঠুন। প্রতিজ্ঞা কর্‌চি—মুসলমানের চন্দ্র' ক্ষিত পতাকা রক্ষা কর্‌তে জীবনাহুতি দিতে আমরা কুণ্ঠিত হব না।

উজীর। জাঁহাপনা! চলুন, সৈন্যদের সুশিক্ষিত করিগে।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দিল্লী—সিলাইদির কক্ষ।

সিলাইদি।

সিলা। প্রতিফল, প্রতিফল—উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েচি। বড় আশা করে চিতোর-সিংহাসন লাভ কর্‌তে গিয়েছিলাম, সে আশায় ছাই পড়েচে। মিছামিছি হিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে স্বদেশদ্রোহী নাম কিন্‌লাম।

[রামসিংএর প্রবেশ।]

রাম। বলি হুজুর! আজ আপনার মনটা অত ভার ভার বোধ হচ্চে কেন? কিছু সরাপের বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে কি?

সিলা। যা নরাধম্—সরে যা। এখন তোর রসিকতা ভাল লাগে না।

রাম। তা' ত' লাগবেই না হুজুর! ভাল ত' লাগবেই না হুজুর। মনের কষ্ট, মনের কষ্ট। হুজুর! বল্‌ছিলাম কি—এক কাজ কর্‌লে হয় না?

সিলা। কি কাজ?

রাম। আজ্ঞে—আজ্ঞে, যদি শোনেন ত' বলি।

সিলা। বলিস্ ত' বল—তা না হ'লে আমি চল্লাম।

রাম। বলছিলাম কি হুজুর, আর একবার বেয়ে চেয়ে দেখলে হয় না। বাবরসাকে বলে ক'য়ে আর একবার—

সিলা। আবার ত যুদ্ধসজ্জা হ'চ্চে। তাতে আমরাও ত' আছি। কিন্তু পুনরায় যদি বাবরসা পরাজিত হয়, তা' হ'লে ত' এ জনমে আর প্রতিশোধ লওয়া হবে না।

[ছদ্মবেশে রাণা সঙ্গের প্রবেশ]

কে তুমি? প্রহরী!

সঙ্গ। এই গভীর নিশীতে যার উপর প্রতিশোধ লবার সঙ্কল্প কর্‌চ, সেই আমি। (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ) সিলাইদি! কেঁপে উঠ না, বিশ্বাস কর—আমি রাণা সঙ্গ। সিলাইদি! আজ তোমার গৃহে রাজ-অতিথি। সিলাইদি! সমস্ত দেশটা ভাসিয়ে দিও না। মোগলের সহায়তা কর্‌চ—মোগলকে জান না। বল দেখি, বিধর্ম্মী কবে মিবারের বন্ধু। আজন্মকাল ত' দেখে আস্‌চ—

মিবারীর প্রধান শত্রু যবন। যে তৈমুর হিন্দুস্থান শ্মশান করেছে, বাবর সেই মোগলের বংশ। সেই দস্যুর হাতে সিলাইদি, সাধের জন্মভূমি সাধ করে তুলে দিও না। তোমার কাতরা-কঙ্কালসারা জননী জন্মভূমিকে কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করো না। প্রতিহিংসা নেবে, আমার উপর লও—সমস্ত দেশটার উপর কেন? নিরস্ত্র হয়ে তোমার আলয়ে এসেচি, বাবরসার পার্শ্বে এসেচি, ইচ্ছা হয় রাখ, না হয় প্রতিহিংসা লও সিলাইদি—প্রতিহিংসা!

সিলা। রাণা! রাণা! আমি আপনার শত্রু। শত্রুর গৃহে কি জন্ম এসেচেন—বধ করতে? করুন, আর আমার কোনও আপত্তি নাই। আমি আপনার বন্ধু হত্যা করেচি—তার শাস্তি দিন।

সঙ্গ। না সিলাইদি, তোমাকে হত্যা করতে আসিনি—সমস্ত দেশটাকে বাঁচাতে এসেচি। সিলাইদি! জননী জন্মভূমিকে মোগলের হাতে দিও না—কখনও শান্তি পাবে না। বিশ্বাসঘাতক অপবাদ অঙ্গে মেখো না—কখনও সুখ পাবে না। যে একবার অবিশ্বাসের কাজ করে, তাকে আর কেউ বিশ্বাস করবে না। সিলাইদি! ক্ষান্ত হও,—ক্ষান্ত হও। তুমি ত' বুদ্ধিমান, তবে নিজে একবার ভাব না কেন—বিশ্বাসঘাতক আমার চক্ষে যেমন ঘৃণ্য, তেমনি সকলের চক্ষে ঘৃণ্য। মোগলের অন্তর যদি দেখতে, তা' হ'লে বুঝতে—বিশ্বাসঘাতককে ওরা কত ঘৃণা করে। কেবল ওরা কার্য্যসিদ্ধির অপেক্ষায় আছে সিলাইদি! ক্ষান্ত হও সিলাইদি—ক্ষান্ত হও। মিবারের রাণা আজ করজোড়ে ভিক্ষা চাইচে—ক্ষান্ত হও। চল মিবারে ফিরে চল—তোমার পদ পুনঃ গ্রহণ করবে চল। রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে, হিন্দুস্থান রক্তময়—আর যে এদৃশ্য দেখতে পারি না সিলাইদি! চল সিলাইদি—ফিরে চলো।

সিলা। রাণা! আমি বড় অপরাধী; এ কলঙ্কিত মুখ কি করে মিবারে দেখাব।

সঙ্গ। মোগল রক্তে তোমার আত্মা বিশুদ্ধ করবে চলো।

সিলা। জয় রাণা সঙ্গের জয়। (উভয়ের প্রস্থান)

রাম। যা বাবা! বেশ একটা কাণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু আমাকে ত' কেউ ডাকলে না। নাই ডাকুক, হুজুরের সঙ্গে যাওয়া যাক্। হুজুরকে বড় ভালবাসি কি না, আর পেট্‌টাও বেশ চলে কি না— যাওয়া যাক্, আস্তে আস্তে যাওয়া যাক্। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—শিবির।

চতুর্দ্দিকে ভগ্ন সুরাভাণ্ড।

মুসলমান সৈন্যগণ।

১ম সৈ। হ্যাহে ভায়া! সম্রাট ক্ষেপ্‌ল নাকি? হঠাৎ একি কাণ্ড, যেখানে যত সরাপ ছিল সব টেনে ফেলে দিয়েচে—হুকুম দিয়েচে কেউ যেন সরাপ পান না করে। এ ত' দেখ্‌চি বড়ই মুস্কিল হ'লো।

২য় সৈ। ঠিক বলেচ ভাই! সম্রাটের দেখ্‌চি বুদ্ধিসুদ্ধি সব লোপ পেয়েচে। মূর্খ এটা বুঝ্‌লে না যে, সাদা চোকে কি কখনও লড়াই করা যায়। বেশ করে দু'এক পেয়ালা টেনে, চোক্ দুটো টক্‌টকে করে যখন লড়ায়ে যাওয়া যায়, তখন কোনও ভাবনা—অন্ততঃ প্রাণের ভাবনাটা থাকেই না। কি বল হে মিঞা?

৩য় সৈ। আরে মিঞা! তা' আর বল্‌তে। সরাপের যে কত গুণ তা' আর সম্রাট কি বুঝবে বল—এই মিঞা তা' কিছু কিছু বোঝে। (ভগ্ন সুরাভাণ্ডের প্রতি) হে সরাপসুন্দরী! কেন আজ তুমি আমাদের পরিত্যাগ কর্‌তে চল্লেচ। আমরা ত' তোমার চরণে কোনও অপরাধ করি নি! তুমি দুর্ব্বলকে বল প্রদান কর, বোবার বোল ফোটাও—তোমার গুণ-গরিমা আমার একমুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব।

তোমায় যে সেবা করেচে, সেই জগতে স্ফূর্ত্তি বলে যে একটা জিনিষ তা' জেনেচে; তাকে সংসারের কোন ভাবনা ভাবতে হয় না।
তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের পরিত্যাগ কোরো না।

১ম। বলি ওহে মিঞা! তুমি ত ভাবসাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলে দেখচি। এখন এর একটা উপায় কর।

৩য়। সরাপ! সরাপ! তোমার জন্যে জান দেবো, এ বাদসার রাজ্যে থাক্‌বো কেন? (ভগ্ন সুরাভাণ্ড লইয়া) চল সরাপ তোমায় আমায় চলে যাই।

১ম। আরে মিঞা! চাকরী ছেড়ে চলে গিয়ে খাবে কি? শেষে না খেয়ে প্রাণ যাবে।

৩য়। তাই ত' শেষে না খেয়ে প্রাণ যাবে—মিছামিছি না খেয়ে প্রাণ যাবে।

১ম। দেখলে মিঞা একবার বলে জান দেবো, আবার তখনই বলে শুধু শুধু প্রাণ যাবে।

৩য়। আরে জান গেল ত' সরাপ পান কর্‌বে কে? না এখানে থাকা হচ্চে না—চল।

১ম। বাদসা—বাদসা।

[বাবরসার প্রবেশ ও সৈন্যগণের কুর্ণিস করণ]

বাবর। তোমরা সকলে আজ আমায় পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েচ?

১ম সৈ। কৈ, না হুজুর।

বাবর। সরাপ পান কর্‌তে নিষেধ করেচি বলে আমায় পরিত্যাগ করে চলে যাবে? আমরা যে ব্রতে ব্রতী, সে ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌তে হলে সরাপ ত্যাগ করতে হবে—এই ফকিরের আদেশ। প্রথমে

রণজয় কর্‌বে চল, তারপর বহু দেশবিদেশ হ'তে সরাপ এনে মৌমাছিদের উপহার দেবো। তোমরা কি বুঝ্‌চ না, এই যে লড়াই উপস্থিত হয়েছে এই হিন্দু-মুসলমানে শেষ লড়াই। এতে হয় মোগল চিরদিনের জন্য ধ্বংশ হবে, না হয় হিন্দু চিরকালের নিমিত্ত মোগলের অধীন হবে। তাই বল্‌চি খোদার নামে শপথ কর, হয় যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌বো না হয় বীরের মত প্রাণবিসর্জ্জন দেবো।

সকলে। জনাব! খোদার নামে বল্‌চি আমরা লড়াইয়ে প্রাণ দেবো।

বাবর। তাহলে সকলে প্রস্তুত হও। (প্রস্থান)

সকলে। গীত।

আরে সরাপ্ মেরা জান্ দিল্‌কা রৌশাম্।
মাসভোর্ তোম্ সবুর করো মেহেরবান॥
যব লড়াই ফতে হোগা, বড়িয়া মজা মিলেগা,
মোচ্ মে চাড়া দেকর্ তুমে উড়ায়েগা হর্‌দম্॥

(সকলের নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সিলাইদির গৃহ-সম্মুখস্থ পথ।

সিলাইদির প্রবেশ।

সিলা। এই ত' আমি মিবারে ফিরে এসেছি। আবার আমি মিবারেশ্বরের প্রধান কর্ম্মচারী। এখন্ কোন্ পথ অবলম্বন করি। এক দিকে রাণার অগাধ বিশ্বাস, অপর দিকে বাবরসার পুনঃপুনঃ আহ্বান। এক দিকে চিরকাল দাসত্ব, অপর দিকে চিতোর-সিংহাসন প্রাপ্তি। কোন্ পক্ষ অবলম্বন করি? কেন সঙ্গের কটু-উক্তি শুন্‌বো? কেন পরমুখাপেক্ষীর মত সঙ্গের সিংহাসন-তলে বসে থাক্‌বো? চিতোর-সিংহাসন! ওঃ! এ আশা ত্যাগ করা যায় না।

[নগরবাসীদ্বয়ের প্রবেশ]

১ম ন-বা। যা ভয় করেছিলুম তাই হলো। দেখ দোষ বন্ধু তোমাকে বল্‌লুম্‌—এ পথে এসে কাজ নেই, তা ত' তুমি শুন্‌লে না।

২য় ন-বা। ঠিকই ত' হে। আরে রাম—রাম। সকাল বেলাই পাষণ্ডটার মুখ দেখ্‌তে হোল—আজ আর অন্ন জুট্‌বে না দেখ্‌চি।

১ম ন-বা। সরে পড়ি এস বন্ধু। ও পাষণ্ডের মুখ যখন আজ সকালে আমাদের চোখের সাম্‌নে পড়লো, তখন না জানি আজ কত কি বরাতে ঘট্‌বে।

২য় ন-বা। ঠিক্ বলেচ বন্ধু, ওকে বিশ্বাস নেই। ও পাষণ্ড যখন অমন রাণাকে ছেড়ে ম্লেচ্ছ মুসলমানের পা চাট্‌তে যেতে পারে, তখন

ও দিনের বেলায় লোকের গলায় ছুরি দিতে পারে। চল বন্ধু সরে পড়া যাক্।

১ম ন-বা। চল—চল। আবার ও বেটা এগোয় যে হে।

(উভয়ের গমনোদ্যত)

সিলা। ও মশাই—শুনুন, শুনুন।

১ম ন-বা। এই মুস্কিল করলে বাবা।

সিলা। (অগ্রসর হইয়া) আপনারা এ ধারে আস্তে আস্তে ফিরলেন যে?

১ম ন-বা। সর্ব্বনাশ! বুঝি প্রাণটা যায় হে বন্ধু।

২য় ন-বা। রাম নাম কর বন্ধু। রাম—রাম।

সিলা। আপনারা এমন করচেন কেন?

১ম ন-বা। আপনার চেহারা দেখে প্রাণটা আমার আঁৎকে উঠচে, বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করচে, প্রাণপাখী খাপি খাচ্চে—বুঝি শিগ্গির কেষ্ট প্রাপ্তি হয়। দোহাই হুজুর, ছেড়ে দিন হুজুর।

২য় ন-বা। দোহাই আপনার।

১ম ন-বা। দোহাই হুজুর। ঠেলা মারচে হুজুর—ঠেলা, বিষম ঠেলা। ঐ আপনার মুসলমানের চন্নামিত্ত খাওয়া মুখ পরাণের ভেতর ঢুকে ঠেলা মারতে আরম্ভ করেচে। বুঝি বুক্‌টা ফেটে পিঁজরেটা ভেঙ্গে পরাণপাখী কেষ্টকে খবর দিতে যায়। দোহাই হুজুর—ছেড়ে দিন হুজুর।

[হরসিংহের প্রবেশ]

২য় ন-বা। ও হরদা'—রেহাই দাও দাদা। সকালবেলাই নচ্ছারের হাতে পড়েচি দাদা।

সিলা। এ কি বল্‌চ ? তোমরা কি আমাকে চেন না ? আমি সিলাইদি।

হর। আজ্ঞে, চেনে বলেই ত' বল্‌চে। ওহে তোমাদের কাছে দুচার পয়সা থাকে ত' দিয়ে দাও।

১ম ন-বা। আমার কাছে মোটে দুগণ্ডা পয়সা আছে, তাতে কি হুজুরের মন উঠ্‌বে ?

২য় ন-বা। আমার কাছে কিছুই নেই।

হর। হুজুর! ঐ সামান্য যৎকিঞ্চিৎ নিয়েই ছেড়ে দিন।

সিলা। সাবধানে কথা কইবেন। মনে কর্‌লে আপনাদের যথেষ্ট সাজা দিতে পারি জানেন।

হর। আজ্ঞে হুজুর মাপ করুন—দয়া করে ছেড়ে দিন। ওঁদের দয়া করে ছেড়ে দিন। ওঁরা মনে করে কি জানেন—যে লোক এমন রাজা ছেড়ে ম্লেচ্ছের পদলেহন কর্‌তে যেতে পারে, যে লোক সোনার জন্মভূমি মরুভূমি কর্‌তে পারে, সে লোক যে বাবরশার জন্য মিবারবাসীর উপর পীড়ন করে অর্থ সংগ্রহ কর্‌বে তার আর আশ্চর্য্য কি ? এখন দেখ্‌চি ওঁদেরই মুখামি। এসো ভাই—চলে এসো।

১ম ন-বা। আঃ—পিঁজরেটা রয়ে গেল। প্রাণপাখী আমার একবার গা ঝাড়া দিয়ে বস্‌লো।

২য় ন-বা। রাম—রাম। (সিলাইদি ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

সিলা। এরা দেখ্‌চি সকলেই আমায় ঘৃণা করে। সাবধান মিবার-বাসী! সিলাইদির আগুণ সকলকে পোড়াবে।

[রামসিংএর প্রবেশ]

রাম। নিজেও পুড়বে।

সিলা। কি বল্‌চ রামসিং ?

রাম। নিজেও পুড়বে। যে আগুনে মিবার দগ্ধ করবে, সে আগুনে নিজেও পুড়বে।

সিলা। হাঃ হাঃ—ঠাট্টা করচো ?

রাম। না—সত্য বল্‌চি। আর ঠাট্টা নয়।

সিলা। হাঃ হাঃ, তোমার মনটা আজ খারাপ দেখ্‌চি। চল একটু আমোদ করিগে।

রাম। আর কেন হুজুর! হিন্দু হয়ে যবনের নিকট কৃপা ভিক্ষা করেচি, ম্লেচ্ছের সহিত একাসনে ভোজন করেচি—তার প্রতিফল আরম্ভ হয়েচে। দেখ সিলাইদি কত নারী আজ আকুল ক্রন্দনে গগন ফাটিয়ে ফেল্‌চে, দেখ সিলাইদি কত জননী পুত্রের রক্তমাখা শব লয়ে উন্মাদিনী প্রেতিনী সাজে বিচরণ ক'রচে। উঃ—জ্বল্‌চে সিলাইদি, অন্তর জ্বল্‌চে। হৃদয়ের অস্থিতে অস্থিতে আগুন ধরেচে—সর্ব্বাঙ্গ আগুনে ভরা। আর কেন সিলাইদি! নরকের দ্বারে টেনে এনেচ, প্রেত-প্রেতিনীর হুঙ্কারে শোণিত শুকিয়ে যাচ্চে, যমদূত অগ্নিময় দণ্ড লয়ে আগুনের হল্কা বাড়িয়ে দিচ্চে—আর কেন হুজুর!

সিলা। কোথা যাও ?

রাম। আস্‌চি। (প্রস্থান)

সিলা। কি আশ্চর্য্য! উন্মাদ হ'লো নাকি? শেষে ঐ ব্যাটার জন্যে সব যাবে নাকি? বাবরসাকে পত্রের উত্তর দিলুম যে সব সৈন্য লয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে তার সাহায্য করবো—এ ব্যাটা প্রকাশ করে দেবে না ত'?

[রামসিংএর পুনঃ প্রবেশ]

রাম। সিলাইদি! তোমার কুচক্রে প'ড়ে আমি আমার জননীকে চিরদিনের মত দেশ ছাড়া ক'রে সমস্ত অর্থরাশি তোমার পায়ে ঢেলেচি। তোমার কুচক্রে পড়ে আমি আমার সোনার সংসার জ্বালিয়ে দিয়েচি। সিলাইদি! সত্য বল দেখি এ পাপের ফল কে বেশী ভোগ করবে?

সিলা। কি বলচ রামসিং?

রাম। বল দেখি সিলাইদি কে আমায় জোর ক'রে নরকের দ্বারে টেনে এনেচে—বল দেখি কে আমায় আগুনের মাঝখানে ফেলেচে? বল দেখি কে তার ফলভোগী? (পিস্তল বাহির করণ) সিলাইদি! পালাতে পারবে না। একবার তোমার জীবনের পাপকার্য্যগুলি ভেবে নাও, একবার ভাবো কত শান্তিময় নিকুঞ্জে আগুন জেলেচ;—ভাববে কি? তোমার জীবন পাপে ভরা। তবে সিলাইদি! একবার জনমের মত তোমার গৃহ, জন্মভূমি দেখে নাও—এক মুহূর্ত মাত্র।

সিলা। রামসিং! রামসিং! কি বলচ—কি বলচ—(পশ্চাদ্গমন)

রাম। (অগ্রসর হইয়া) হাঃ হাঃ হাঃ! সিলাইদি! তোমায় রক্তে আমার জীবন জুড়ুবে, আমার মর্ম্মীতে মর্ম্মীতে যে শিখাময় আগুন জেলেচ—সে আগুন তোমার রক্তে নেভাব। শেষ মুহূর্ত্ত—ঐ চিতোরের দুর্গ-চূড়া দেখে নাও।

(সিলাইদির প্রতি পিস্তল লক্ষ্যকরণ)

সিলা। কি বলচো—কি বলচো। (সহসা দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক প্রস্থান)

রাম। হাঃ হাঃ হাঃ! আরো কিছুদিন জ্বলবো। কিন্তু যে আগুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলচে সে আগুনে তোমায় দগ্ধ হতেই হবে! জ্বালা—জ্বালা! (প্রস্থান)

[অনুচরবর্গের সহিত সিলাইদির প্রবেশ।]

সিলা। ধর্ ধর্। আমাকে খুন কর্তে এসেছিলো—ব্যাটাকে ধর্ ধর্। হাত পা বেঁধে আমার কাছে নিয়ে আয়।

অনু। এখনি আন্‌বো সর্দ্দার। (সকলের প্রস্থান)

সিলা। ভয় হচ্চে, পাছে ব্যাটা কিছু প্রকাশ করে ফেলে! আবার কি হঠাৎ এসে পড়বে—যাই সতর্ক হইগে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

সঙ্গ, সিলাইদি, গৌরীদাস ও সর্দ্দারগণ।

গৌরী। চাচারা ত' কাল-পরশু নাগাৎ দিল্লী ছেড়ে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি দখল কর্তে আসছে।

সঙ্গ। কি ক'রে জান্‌লে গৌরীদাস!

গৌরী। কি জানেন মহারাজ—এই গণক হয়ে পড়েচি। কাল রাত্রে গণে দেখলুম—চাচারা হাঁক্‌ডাক্ করুচে—শেকল কাট্‌লে বলে।

সিলা। আর বিলম্ব কেন মহারাজ!

সঙ্গ। সৈন্যগণ প্রস্তুত?

সিলা। হাঁ মহারাজ!

সঙ্গ। সিলাইদি! তবে কল্য প্রত্যুষে যুদ্ধযাত্রা করবো। একটী মনোরম উদ্যান, রত্নের পাদপরাজি, সারি সারি রত্ন ফুটে রয়েছে—বিমল সৌরভের কোমল কুসুম স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে। সেই উদ্যানে কে যেন প্রেত-প্রেতিনী ছেড়ে দিয়েছে—উদ্যান বিনষ্ট

হচ্চে। একখানা রক্তমাখা পূতিগন্ধময় হাত, উদ্যানের বৃক্ষরাজি, কুসুমরাশি নিমেষে অন্তর্হিত করচে। সিলাইদি! ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য যেন স্মরণ থাকে।

সিলা। চিরদিন স্মরণ থাকবে মহারাজ! যবন-রক্তে আমার মনের পাপ বিধৌত করতেই হবে।

গৌরী। শেষে উলট্ পালট্ না হলেই বাঁচি।

সঙ্গ। সিলাইদি! একটী রক্তময় উত্তপ্ত নদী 'হিন্দুস্থানের মধ্যস্থল ভেদ ক'রে চলে যাচ্ছে। সেই নদীতীরে আমি একটী প্রস্তরখণ্ড—পার্শ্বে তুমি। দেখো সিলাইদি—অকৃতজ্ঞ-পদবিক্ষেপে সে প্রস্তর-খণ্ড রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিও না!

সিলা। আপনার তরবারি স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করচি—যবন-রক্তে আমার মনের পাপ বিধৌত করব।

গৌরী। বলিহারি যাই। বল—জয় ভবানী।

সিলা। জয় ভবানী!

[যবন-দূতের প্রবেশ ও অভিবাদন করিয়া পত্রদান।]

সঙ্গ। (পত্র পাঠান্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া) কি স্পর্দ্ধা! যবন লিখেছে—যদি মিবারের রাণা বিংশতি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা কর দিতে স্বীকৃত হয়, তা' হ'লে মিবার বিনষ্ট হবে না। যে দিন মিবারের রাণা—অকৃতজ্ঞ ম্লেচ্ছের পদতলে উপবেশন করবে—সে দিন রাণা জীবিত থাকবে না। যাও দূত! তোমার বাবরসাকে বলগে—রাণা সঙ্গ তার প্রস্তাবে পদাঘাত করে। অকৃতজ্ঞ যবন!

(দূতের সেলাম করিয়া প্রস্থান)

গৌরী। দেখ্‌চি—পত্রের মধ্যে বাবরসা চিম্‌টী পাঠিয়েছিল।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

রামসিং।

রাম। আধদগ্ধ ক'রে রেখে মনে করেছিলে—আবদ্ধ বাতাসে আগুন নিভে যাবে! দ্বিগুণ জ্বলছে সিলাইদি—দ্বিগুণ। তোমায় ঘিরে ফেল্লে বলে, চারিদিক্ দিয়ে আগুন বেরুচ্চে—তোমায় পোড়ালে বলে। এ আগুনের কণামাত্র দিয়ে তোমার গৃহ জ্বালিয়ে দিয়েচি, এতক্ষণ ধূ ধূ অগ্নিরাশি জ্বলচে। এতক্ষণ তোমার গৃহ ধূলিসাৎ হয়েচে।

[নগরবাসীগণের প্রবেশ।]

ন-বা। চল্ চল্। সেনাপতি সাহেবের ঘরে আগুন লেগেচে—চল্ চল্।

রাম। যেও না, তোমরা আগুন নেভাতে যেও না। আগুন জ্বলুক, চিরদিন রাবণের চিতার মত একভাবে জ্বলুক। যেও না, নেভাতে যেও না।

ন-বা। আহা! সেনাপতি দেশের জন্যে যুদ্ধে চলে গেল, আর তার ঘরপোড়া আমরা চোখে দেখ্‌বো?

রাম। কি, চলে গেছে? সঙ্গে তোমাদের রাণা গেছে? তোমাদের গৌরীদাস গেছে?

ন-বা। হঁা।

রাম। তবে শোন,—আর তোমাদের রাণা আস্‌বে না, আর তোমা-

দের গৌরীদাস আসবে না। আসবে কি জান—চাপ্ চাপ আগুন, আর সিলাইদি। (বেগে প্রস্থান)

ন-বা। লোকটা পাগল, পাগল। চল্ চল্ ঘর পোড়া দেখ্‌বে। চল্ চল্। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

শিকৃরি—রণক্ষেত্র।

সঙ্গ।

সঙ্গ। ভীষণ ঝঞ্ঝা বুঝি বাঁধিল এবার।
সমুদ্র-বক্ষে আছিনু আমি, চলেছিনু ভেদি
তরঙ্গ বিশাল, বজ্র কেবা হানিল আবার?
বুঝিবা নিমেষে ক্ষুদ্র তরণী আমার
আঁধার সাগর গর্ভে হয় নিমজ্জিত।
সুখে অম্বরতলে বিহারিতেছিনু, সহসা
উদিল কালমেঘ; শত-বজ্র-শিখা নিমেষে
ঝলসিয়া মানব-নিচয়, আকাশ, প্রান্তর
বুঝিবা ঘোষিচে—মিবার-গর্ব্ব এবে হইবে
চূর্ণীত—পরিণতি তার অতীত স্মৃতিতে।
পতাকা উন্নত জঙ্গম প্রস্তর কঠিন ভেদি
উঠেছিল সমীরণ সনে গগন পরশিতে,
বুঝিবা মধ্যপথে হয় চূর্ণ ভীষণ ঝঞ্ঝায়,
আঁধার সাগরে বুঝি মিবার হয় বিলীন।

[কর্ণের প্রবেশ।]

কে তুমি বালক ?
নির্ভয়ে রণক্ষেত্রে কর বিচরণ,
উল্লাসে নাচায়ে খড়্গ ভীষণ,
হুঙ্কারে কাঁপায়ে শক্র, সমরস্থল,
চলিছ সর্ব্বদা শত্রুব্যূহ মাঝে ?
কে তুমি বালক ?
নেত্রে অনল উদ্গারিছ সদা ; বিদগ্ধ
পতঙ্গ সম হতেছে শক্রসৈন্য সব—
কে তুমি বালক ? সঙ্কট সময়ে মিবারে
রক্ষিতে আইলে কি বাদল বীরলোক হ'তে ?

কর্ণ। না মহারাজ!

সঙ্গ। তবে কি মিবার উল্লাসে মাতিয়ে
রক্তপান ইচ্ছায় হয়েছে সজ্জিত ?
তবে কি জননী ছাড়িয়ে মমতা
ননীর-পুতলী প্রাণসর্ব্বস্ব পুত্রধনে
অশ্রুচ্যুত করি, পাঠায়েছেন সমরে
স্বদেশ রক্ষার তরে আত্মবলি দিতে ?

কর্ণ। না মহারাজ!

সঙ্গ। তবে কে তুমি ? কি হেতু এ নবীন বয়সে
ছাড়িয়ে উন্নতি আশা শান্তিময় কুটীর
এসেচ সমর স্থলে—করিছ সমর ভীষণ ?
যাও বালক, ফিরে যাও। কাঁদেন জননী তব
"পুত্র" "পুত্র" রবে, ভেদি গগন বিজন কুটীরে।

কর্ণ। না মহারাজ, ফিরে গেলে মায়ের কান্না বেড়ে উঠ্‌বে। আর যদি এ সময় আজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিই—তা হ'লে বরং মা-আমার সুস্থিরা হবেন।

সঙ্গ। জানি না কে এমন জননী—

কর্ণ। জানেন না—মা আমার কে? ভুবনবিখ্যাত-নামধারিণী আমার মাকে জানেন না? তবে শুনুন—জন্মভূমি, রাজরাজা আমার জননী। মহারাজ! আর বেশী সময় নষ্ট কর্‌ব না, কাজের কথা শুনুন—যবনের আগ্নেয় অস্ত্রে শত শত মিবার-সন্তান জীবন বিসর্জ্জন দিচ্ছেন। মোগলের উল্লাস-ধ্বনি উত্তরোত্তর বাড়্‌চে—সাবধান হোন্।

সঙ্গ। কোথা সিলাইদি? কোথা গৌরীদাস?
কোষবদ্ধ আছে কি তরবারী তাদের?
যবন-রক্তে হয় নি কি রঞ্জিত খড়্গ ভীষণ?
বিজলী কি খেলে নি তাহে?
যবন-রক্তে করেনি অনল নির্ব্বাণ?

কর্ণ। সিলাইদি—সেই পাষণ্ড পিশাচ কঠিন প্রস্তরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। একা গৌরীদাস কতক্ষণ যুদ্ধ কর্‌বে?

সঙ্গ। সিলাইদি! রে কৃতঘ্ন পিশাচ! পাবি রে প্রতিফল,
কঠোর প্রাণে বাজিল না সঙ্গের কাতর মিনতি।

(নেপথ্যে কামান গর্জ্জন)

কর্ণ। রাণা! রাণা! সতর্ক হোন্! শত্রুসৈন্য অগ্রসর হচ্চে আমি যাই, আর দাঁড়াতে পারি না। (বেগে প্রস্থান)

সঙ্গ। শেল—শেল। মিবার! তব উচ্চশীর এবে
যবন পদাঘাতে হলো অবনমিত।

এ আবর্ত্ত বুঝান ভাল করে, এবে সিলাহাদ!
তুই বুঝাবি মোরে;—ডুবুক অতল গভীরে।
যদি বাপ্পার রক্ত বহে শিরায় শিরায়,
যদি আর্য্যের সন্তান আমি হই প্রকৃত,
নিমজ্জমান রবি ফেরাব; নচেৎ আঁধারে
লুকাব মুখ; দেখাব না এ কলঙ্কিত
কালিমাঙ্কিত মুখ স্বজন সকাশে।
মসীমাখা মুখে পশিব মিবারে?

[গৌরীদাসের প্রবেশ]

গৌ। বাবরসার নবাব বুড় জোর মহারাজ—হ'য়েও হ'লো না।

সঙ্গ। কি সংবাদ এনেচ গৌরী?

গৌ। আর সংবাদ! সিলাইদি মহাপ্রভুর খেঁচুনি আরম্ভ হয়েচে—তাই এখন পেছন দিকে হাত পা ছুঁড়চেন।

সঙ্গ। পলাইত সিলাইদি!

গৌ। তা বলতে পারি না—উঁহু। প্রভু এগিয়ে গিয়ে পেছিয়ে হাত পা ছুঁড়চেন। আহা বুঝিয়ে বলি—সিলাইদি আর আমাদের নন—এখন বাবরসার।

সঙ্গ। গৌরী! ভাই, এই সুখে রাজ্যভার করেছি
গ্রহণ। অগ্রে যদি জানিতাম নররীতি
নির্ম্মম কদর্য্য এরূপ, স্বইচ্ছায় কভু
না লইতাম এ অভিসপ্ত মুকুট শিরে।
কেন ভাই সিংহাসনে বসায়েছিলি মোরে,
ছিনু বেশ সুখে বিজন বিপিনে, তথায়
গরল গঠিত হৃদয় পশিত না কভু।

গৌ। রাণা! এখনও সময় আছে। এখনও তোমার বিক্রম ব্যর্থ করে শত্রু এদিকে আসেনি। তীরবেগে গতি পরিবর্ত্তন ক'রে পাশ্ব দিক্ হ'তে মোগলব্যূহ ভেদ করিগে চল।

সঙ্গ। গৌরি! বুঝিনু সব।
উদ্যান-মাঝে প্রস্ফুটিত কুসুমদল
দেবপূজার তরে। ম্লেচ্ছপদ চুম্বিতে
তারা যেন মৃত্তিকা না করে আশ্রয়।
উদ্যান রক্ষিতে ফিরে যাও মিবারে।
যবনস্পর্শ কলঙ্কে যেন মসীচিহ্নিত
না হয় তাহারা। আর শোন, যদি
যবন-বাহিনী উল্লঙ্ঘিয়া রাজপুত তেজ,
পুষ্পরাশি কলঙ্কিত করিবার তরে
উদ্যানে হয় প্রবিষ্ট,—সযত্ন রোপিত
কুসুমদলে ছিন্ন করি নির্ম্মম হস্তে
ডুবায়ে দিও জলরাশি মাঝে।

গৌ। রাণা! আমি মুখময় চুণকালী মেখে কি করে ফিরে যাব?

সঙ্গ। গৌরি!" এই শেষ আদেশ মোর—
শেষ অনুনয়,—অবহেলি তাহে
অকৃতজ্ঞ হয়ো না ভাই। রাণার
শেষ ভিক্ষা, গৌরী—যাও। (প্রস্থান)

গৌ। যাও রাণা—গোটাকতক" মশা মারগে—ঝাঁকে ঝাঁকে পোকার দল। মহাদেব! আর কেন—ফুল—ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল পাঠিয়ে দাও। শেষ ভিক্ষা! ভিক্ষা দান না গ্রহণ! দান,—আচ্ছা মাথায় তুলে নিলুম। (প্রস্থান)

[রামসিংএর প্রবেশ]

রা। আগুন দাউ দাউ জ্বলেচে—কিন্তু এখনও সিলাইদিকে পোড়াতে পারেনি। যত সরে যাও সিলাইদি-শিখা ঠিক্ চলেচে। পুড়বে সিলাইদি—পুড়বে। যেমন করে তোমার ঘর দগ্ধ করেচি, যেমন করে তুমি আমার সংসার ছাই করে ফেলেচ—তেমনি করে তোমায় পোড়াব। শিখা চলেচে—চলেচে। (বেগে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চিতোরেশ্বরীর মন্দির-প্রাঙ্গন।

নগরবাসী মধ্যে তরবারি হস্তে সুষমা।

সুষমা। বৎসগণ! তোমাদের রাণা বিশ্বাসঘাতকের চক্রে পড়ে শিকরির যুদ্ধে পরাজিত হয়েচেন। আর তিনি চিতোরে ফিরবেন না। যবনদল মিবার আক্রমণ করতে আসচে, তোমার মায়ের পবিত্র মন্দির কলুষিত করতে আসচে—সাবধান হও।

ন-বা। ভাই সব, দেখ দেখি কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। আলুলায়িত কুন্তলা করকমলে শাণিত অসি মা আমাদের আজ রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হয়েচেন।

সকলে। জয় মা ভবানী—জয় মা ভবানী।

সু। পাপিষ্ঠ যবন তোমাদের দেশ আক্রমণ করতে আসচে, তোমাদের মায়ের পবিত্র মন্দির কলুষিত করতে আসচে। যদি ক্ষত্রিয় হও, যদি যথার্থ আর্য্যসন্তান হও প্রাণপণে যুদ্ধ কর। যদি শত্রু জয়লাভ করে তাহলে জানবে, মিবারের সুখশান্তি সব চিরদিনের

মত লুপ্ত হ'লো। যদি তোম্‌রা আজ মোগলদের বাঁধ না দিয়ে অকাতরে তোমার জন্মভূমি তাদের ক'রে স'পে দাও, তা' হ'লে তোমাদের কি দুর্দ্দশা হবে জান? পেটের জ্বালায় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাবে—তবু একবিন্দু জল পাবে না। শত্রু আসচে, একবার দাঁড়াও দেখি তোমরা বীরমাতার সন্তান, একবার জয় ভবানী শব্দে মিবার প্রতিধ্বনিত ক'রে পিশাচদের সামনে দাঁড়াও দেখি; একবার তোমাদের হুঙ্কার শব্দে দিগ্‌দিগন্ত মাতাইয়া তোল দেখি—দেখি কেমন না দানবদল হীনবল হয়।

সকলে। জয় মা ভবানী—জয় মা ভবানী।

সু। দাঁড়াও দেখি মিবার-সন্তান, স্বর্গীয় প্রীতিতে আবদ্ধ হয়ে পাশাপাশি হয়ে দাঁড়াও দেখি বীরমাতার সন্তান। তোমার আত্মোন্নতির জন্য, তোমার শান্তির জন্য, তোমার ধর্ম্মের জন্য, তোমার জন্মভূমির জন্য একবার উন্নতমস্তকে, অবিচলিত চিত্তে দাঁড়াও-দেখি—কেমন না দানবদল বিচলিত হয়ে উঠে, কেমন না শত্রুকুল নির্ম্মূল হয়।

সকলে। জয় মা ভবানী।

সু। একবার প্রাণভরে ডাক দেখি বীরমাতার সন্তান—কেমন না তোমাদের শিথিলমুষ্টি বজ্রমুষ্টি হয়ে ওঠে, কেমন না তোমাদের শীতল শোণিত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, কেমন না তোমাদের তেজ শতগুণ হয়ে ওঠে।

সকলে। জয় মা ভবানী—জয় মা ভবানী।

সু। রাজপুত-জীবনের মূলমন্ত্র "স্বকার্য্য সাধন কিংবা শরীর পতন"—এই প্রতিজ্ঞা করে দাঁড়াও দেখি মিবার-সন্তানদল। আত্মপর

ভুলে গিয়ে, শত্রুতা ভুলে গিয়ে, ভীরুতা ভুলে গিয়ে, যথার্থ বীর-প্রসবিনীর সন্তানের মত দাঁড়াও দেখি। আবার মিবার হেঁসে উঠবে, আবার মিবারের জ্যোতিঃ ফুটে উঠবে—সেই জ্যোতিঃতে দানবকুল ঝলসে যাবে। ওঠো বৎসগণ, ওঠো—দাঁড়াও—অগ্রসর হও।

সকলে। স্বকার্য্য সাধন কিংবা শরীর পতন।

সু। চলো বৎসগণ! ভাই ভাই মিলে, বিশ্বাসঘাতকতা ছেড়ে দিয়ে, নাস্তিকী ব্যবহার ত্যাগ করে—চলো স্বদেশের জন্য, জননী জন্মভূমির জন্য আত্মোৎসর্গ করতে প্রস্তুত হই। চলো অগ্রসর হও।

সকলে। জয় মা ভবানী। চলো ভাই সব—শত্রুর রক্তাক্ত শির ছিঁড়ে আনিগে। চলো—মায়ের পূজা দিতে হবে।

(সকলের প্রস্থান)

[গৌরীদাসের প্রবেশ]

সু। একি? প্রেতমূর্ত্তি নাকি?

গৌ। না সুষমা।

সু। কি?

গৌ। প্রেতমূর্ত্তি নয় সুষমা।

সু। শত্রু-পদাঘাত-চিহ্ন ল'য়ে আমায় দেখাতে এলে নাকি? যে হাতে যবন কলঙ্ক-কালিমা ঢেলে দিয়েচে, সেই হাতে আমা স্পর্শ করতে এলে নাকি?

গৌ। কি করবো সুষমা—রাণার আদেশ।

সু। রাণার আদেশ? রাণার আদেশে মায়ের মুখে মসী মাখিয়ে দিলে?

গৌ। রাণার আদেশে চিতোর রক্ষা করতে এলুম।

সু। কেন? চিতোর কি শ্মশান হয়েছিলো—চিতোরে কি লোক নেই? যুদ্ধে যাবার সময় বলেছিলুম নয়—বিজিত মুখ লয়ে মিবারে ফিরে এসো না।

গৌ। কি করবো সুষমা—রাণার শেষ আদেশ, শেষ অনুনয়, শেষ ভিক্ষা। আর কি করবো সুষমা।

সু। স্বামিন্! তবে এই শ্মশানকুড়ানো সৈন্য লয়ে যতক্ষণ পারো দুর্গ রক্ষা করো! (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

চিতোর—দুর্গ-সম্মুখ।

নেপথ্যে কামান গর্জ্জন ও সৈন্যকোলাহল।

গৌরীদাসের প্রবেশ।

গৌরী। হলো না হলো না, রক্ষা হলো না। রাণার আদেশ পালিত হলো না। রাণা—রাণা, তোমার সাধের বাগান রাখতে পারলুম না। আমি ভাবতাম মরণ বড় সুখের, এখন দেখ্‌চি মরণ বড় দুঃখের। হায় হায়—স্বদেশ পরাধীন দেখে মরতে হলো।

[হরসিংএর প্রবেশ]

হরসিং, ভাই! বড় খেদ রইলো মিবার পরপদানত দেখে মরতে হলো—রাণার সাধের উদ্যান শত্রুপদাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন দেখে

মরতে হলো। বড় দুঃখ—বড় দুঃখ! বড় জ্বালা—বড় জ্বালা! আবার বড় সুখ—বড় সুখ!

হর। সেনাপতি!—

গো। বড় সুখ—বড় সুখ! শত্রু মারতে মারতে মরবো, শত্রুবধ করতে গিয়ে মরবো—বড় সুখ—বড় সুখ—বড় দুঃখ—রাণার শেষ আদেশ পালিত হলো না, আবার বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—শত্রু-পদাঘাতে মায়ের জর্জ্জরিত মুখ দেখে মরতে হচ্চে। ওঃ! সুখ, দুঃখ, জ্বালা সব আছে—সব আছে।

হর। সেনাপতি! আমার বড় দুঃখ দেশের কোনও কাজ করে যেতে পেলুম না।

গো। দুটো শত্রু মেরে যাও, শুধু যেও না। যখন ভগবান তোমায় জিজ্ঞাসা করবেন কি কাজ করে এলে, বুক ফুলিয়ে বলবে শত্রু বধ করে এসেচি ;—নিশ্চয় জেনো তিনি তোমায় বুকে তুলে নেবেন।

হর। সেনাপতি! ঐ বুঝি শত্রু তোরণ-দ্বার ভেঙ্গে ফেল্‌লে—

গো। আর ঐ বুঝি আমার প্রাণের পুতলি মিবার জ্যোতিঃ, বীরপত্নী রক্তস্রোতে ভেসে গেল। বুঝি গেল—গেল—গেল।

(বেগে প্রস্থান)

হর। দুটো শত্রু মেরে যাবো—শুধু যাবো না। এতদিন রাণার খেয়েচি—দুটো শত্রু মেরে যাই! (প্রস্থান)

[রক্তাক্ত কলেবরে গৌরীদাসের পুনঃপ্রবেশ]

গো। আর বুঝি হলো না। কত মারবো? ঝাঁকে ঝাঁকে কাতারে কাতারে শত্রুসেনা। বড় জ্বালা—বড় জ্বালা! রাণার পুত্র বিক্রমের দেখা পেলুম না যে! (উপবেশন)

[সৈন্যগণসহ সিলাইদির প্রবেশ]

সিলা। এই বাঁধ—বাঁধ। বাঁধ্ ব্যাটাকে বাঁধ্।

১ম সৈ। আমরা পারবো না হুজুর—ও শয়তান।

সিলা। আরে বাঁধ্।

১ম সৈ। আরে বাপ্ রে—যে কটমট্ চাহনি।

গৌ। বাঁধ্‌তে এসেচ বিশ্বাসঘাতক? বাঁধ্‌তে এসেচ? তা বাঁধবেই ত'। যার খেয়ে মানুষ—তার অপকার, তার রক্তদর্শন করাই ত' তোমাদের ধর্ম্ম। পিশাচ! শোণিত-পিপাসু জল্লাদ! দাঁড়া—ফিরে দাঁড়া, তোর পাপমূর্ত্তি জগৎ থেকে সরিয়ে দিই। তোর রক্তে তোর কলঙ্ক ধুয়ে ফেলি। (সিলাইদিকে আচম্বিতে পদাঘাত ও সিলাইদির পতন, তদ্দৃষ্টে সৈন্যগণের কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান)

এবার বড় সুখে মরবো। (তরবারী তুলিলেন)

[শেরখাঁর প্রবেশ, গৌরীদাসকে গুলি করণ ও গৌরীদাসের পতন]

সিলা। খাঁসাহেব! আপনি আমায় চিরদিনের জন্য কিনে রাখ্‌লেন।

শের। আপনার প্রাণরক্ষা করতে হলো বলে আমি বড়ই দুঃখিত। বল্‌তে পারেন সেনাপতি—যে দেশে এমন বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করে সে দেশ পরপদানত কেন? এখন আসুন। (উভয়ের প্রস্থান)

গৌ। আর কেন—আর কেন। মহাদেব! মহাদেব! তোমার কাছে যাচ্ছি—বড় আমোদ, বড় আমোদ।

[সুষমার প্রবেশ]

কে ? সুষমা এসেচ ? তুমি ত' এখনও বেশ দাঁড়িয়ে আছ, তোমার এখনও বেশ তেজ আছে, তুমি যাও—শিগ্‌গির যাও, সিলাইদিকে মেরে এসো। আমি উঠ্‌তে পাচ্চিনা—চোক্ জড়িয়ে আস্‌চে।

সু। নাথ ! রাণার কুলাঙ্গার পুত্র সন্ধি করেচে।

গৌ। আচ্ছা তুমি যাও—যাও ; রাণার ছেলেকে বিষ দিয়ে এসো। চোক জড়িয়ে এসেছে, চোক বুঝ্‌লো, বুকটা কেমন করচে ; আমি ঘুমুবো—এ ঘুম যেন কেউ না ভাঙ্গায়——(মৃত্যু)

সু। চলে গেলে, চলে গেলে—নির্দ্দয় হয়ে একা চলে গেলে। দাঁড়াও—দাঁড়াও। (পতন ও মৃত্যু)

[বাবর ও শেরখাঁর প্রবেশ]

শের। বল্‌তে পারেন জাঁহাপনা, এত বড় একটা রাজ্য, এত বড় একটা বীর জাতি ধ্বংশ করে আপনার কি লাভ হলো ?

বাবর। শের ! আমি দেখ্‌চি কি জান ?—আমি দেখ্‌চি পরাজয়েও মিবারীর যশ বেড়ে উঠ্‌লো। দেখ—আমি আঁধার, আর মিবারী আলোক, আঁধারের পাশে আলোকের সৌন্দর্য্য শতগুণ। দেখ শের ! মিবারী বীর, পত্নীর পাশে কেমন সুখে নিদ্রা যাচ্চে—ওহো হো ! মিবার ! তোমার এত অধঃপতন।

শের। বিশ্বাস ঘাতকতার কি পুরস্কার দিলেন জাঁহাপনা ?

বাবর। শঠের শঠতাই পুরস্কার। পিশাচ পলায়িত রাণাকে হত্যা কর্‌তে গেছে, আগে হত্যা করে আসুক, তারপর কার্য্যের পুরস্কার পাবে। কিন্তু জেনে রেখো—বিক্রমজিৎ ভিন্ন আর কেউ সিংহাসনে বস্‌তে পাবে না। (প্রস্থান)

শের। বড় আশা ছিলো জীবিত মিবার ধ্বংশ করবো, কিন্তু তা হলো না—বাবর আমার কাজ করে গেলো। আমি পাঠান, মোগল ধ্বংশ আমার উদ্দেশ্য; মোগলধ্বংশ নিশ্চয় করবো। ততদিন মিবার আবার জীবিত হবে না?

— —

অষ্টম দৃশ্য

পর্ব্বতভূমি।

সন্ন্যাসীবেশে সঙ্গ।

সঙ্গ। কোথায় আমার প্রতাপ, রাজপুতদম্ভ, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম—সমস্তই অতীতে পরিণত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে হতে পলায়ন করেচি, সঙ্গে সঙ্গে মান, যশ, বীরত্বাভিমান, যা ছিলো সব বাবরসার পদতলে ঢেলে দিয়েছি। সাধের জন্মভূমিকে স্বহস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেচি—এ কঠিন নিগড় আর কখনও কি উঠবে? সেই প্রতিজ্ঞা কি সাধিত হলো? মায়ের পায়ে গুরুভার শৃঙ্খল সজোরে লেগে রয়েচে, বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরচে—মায়ের রক্ত দিয়েই কি রক্তের প্রতিদান করলুম? কোথায় গুরুদেব একবার দেখে যান, আজ এতদিনে আপনার অভিশাপ সফল হ'লো। বেশ, দেখ্‌তে পাচ্চি, মিবার অগ্নিময় হয়ে উঠেচে, সে আগুনের তপ্তশ্বাস আমার হৃদয়স্থল পুড়িয়ে ফেলচে। গৌরীদাস! এ তপ্তশ্বাস তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি, তুমি তার বহুপূর্ব্বে অনন্তধামে চলে গেছো; কিন্তু গৌরী—আমার আদেশ প্রতিপালন করে যাও নি ত'। সযত্নরক্ষিত কুসুমদল নির্ম্মম হস্তে নির্ম্মূল করে যাওনি ত'। এতক্ষণ চিতোরের

পুণ্যময় বক্ষ শত্রু পদাঘাতে জর্জ্জরিত হ'চ্ছে, যে অংশে কখনও সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করেনি সে অংশ এতক্ষণ শত্রু কলঙ্কিত। ভবানী! জ্বলে গেল, জ্বলে গেল—রক্ষা করো।

[ভীল সর্দ্দারের প্রবেশ]

ভী-স। ভাবিস্ কেন রাজা, যা ক্ষুয়েচিস্ সে ত' ফিরে পাবি না।

সঙ্গ। শতবর্ষ ধরে শত চেষ্টা কর্‌লেও আর ফিরবে না সর্দ্দার!

ভী-স। চল্ রাজা—কুঠিতে চল্। চল্—কিছু খাবি চল্।

সঙ্গ। দেখ সর্দ্দার, এ ঘোর দুর্দ্দিনে সকলে আমায় ছেড়ে গেছে, কেবল তোম্‌রাই আমার হৃদয়ের বন্ধু হয়েচ। আর একবার এই রকম রাজ্যহারা হয়ে পালাই, সেবারে কৃষকদল তাদের হৃদয়ের স্নেহ আমার মস্তকে ঢেলে দিয়েছিলো। তাদের আমি অনেক ভূসম্পত্তি দিয়েছি, তোমাদের কি দেবো সর্দ্দার।

ভী-স। পায়ের ধুলো দে—আর হুকুম দে রাজা।

সঙ্গ। সর্দ্দার! তোমাদের অসভ্য বলে! তোমাদের মণিমুক্তাখচিত বেশ-ভূষা নেই বলে বোধ হয় তাই তোমাদের অসভ্য বলে। তোমাদের হৃদয়ে যে শতমণিমুক্তা জ্বল্ জ্বল্ করুচে সর্দ্দার।

ভী-স। হাম্‌রা তাই ত' রাজা। হামাদের বন জঙ্গলে বাস, বোরা মারতে মারতে দিন যায়, হামরা ত' রাজার কাজে জান্ দিতে পারি না।

সঙ্গ। সর্দ্দার! সর্দ্দার! যে জ্বালা জলছিলো, সে জ্বালা অনেকটা নিভে গেছে। তোমরা দেবতা।

ভী-স। ক্ষেপে গেঁচিস্ রাজা—তুই ত' দেবতা, মুলুক বাঁচাতে জান্

দিয়েছিলি। আয় রাজা—কিছু খাবি আয়। সাঁঝ হয়ে গেল, এখানে থাকিস্‌নি রাজা।

সঙ্গ। সর্দ্দার! তোমার কোনও ভয় নেই—যাও। যখন রাজা ছিলাম, তখন কেবল স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতকদের মুখ দেখ্‌তাম। এখন একটু প্রকৃতির শোভা দেখি—যাও।

ভী-স। রাজা! সাঁজবেলা—দিন বড়া খারাপ; তোর দেশ থেকে অনেক বাঘ ভাল্লুক এসে বনে দিগ্‌দারী লাগিয়েচে, তাই ভয় করে রাজা।

সঙ্গ। কোনও ভয় নেই সর্দ্দার।

ভী-স। তবে এই বর্ষাটা রেখে দে রাজা। যখন তোর দেশের বাঘ আস্‌বে তখন মায়ের নাম লিয়ে বর্ষা হান্‌বি; মায়ের নামে সব ভাগ্‌বে।

সঙ্গ। দাও সর্দ্দার।

ভী-স। আর হুকুম দে রাজা।

সঙ্গ। কি বল্‌চো সর্দ্দার।

ভী-স। হুকুম দে; তোর ছেলিয়া শত্তুরর পা ধরেচে; হুকুম দে রাজা—তার মাস্ একধারে আর হাড়্ একধারে করে ফেলি।

সঙ্গ। পারবে?

ভী-স। হুকুম দে রাজা, আর পায়ের ধুলো দে। মায়ের নাম লিয়ে যাই, তোর ছেলিয়ার কাটা শির হাজির করি।

সঙ্গ। যাও সর্দ্দার—এই মুহূর্ত্তে যাও, অকৃতজ্ঞ পুত্রের ছিন্নশির লয়ে এসো। যদি তার মা বাধা দেয়, বলো রাজার হুকুম—যাও।

ভী-স। বল্‌বো রাজার হুকুম—মায়ের হুকুম। তবে সবুর কর রাজা, একটু দুধ লিয়ে আসি—তুই একটু খা। (প্রস্থান)

সঙ্গ। অকৃতজ্ঞ নরাধম পুত্র! শত্রুর কৃপা ভিক্ষা করেচ। যে শত্রুকে দিল্লীর সিংহাসন আমি জায়গীর স্বরূপ দিয়াছিলাম, সেই শত্রুর কৃপায় আজ তুমি রাজসিংহাসনে বসেচ।

[সিলাইদির প্রবেশ]

সিলা। এইবার—এইবার মিবার-সিংহাসন আমার।

সঙ্গ। উঃ! কুলাঙ্গার দু'দিন যেতে দেয় নি, যবন-কোষে কর দিতে স্বীকৃত হয়ে রাজসিংহাসনে বসেচে—

সিলা। এইবার চিতোর আমার। (ছুরিকাঘাত ও সঙ্গের পতন)

সঙ্গ। উঃ—কে রে রাজহন্তা!

সিলা। (সঙ্গের বক্ষের উপর বসিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে করিতে) আমি সিলাইদি—প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে এসেচি।

সঙ্গ। থামো, আর মেরো না, আর আমি তোমায় সিংহাসন লাভে বাধা দেবো না। আর আমি তোমায় আগুনের মাঝখান থেকে টেনে নিয়ে আসবো না। কৃতজ্ঞ সিলাইদি! এই রক্তমাখা ছুরি লয়ে চিতোরে যাও। সেখানে যদি রাজকুমারকে জীবন্ত দেখতে পাও, তবে তার বক্ষে এই ছুরী আমূল বসিয়ে দিও—ফিনিক্ দিয়ে রক্ত উঠবে, সেই রক্ত যেন সমস্ত মিবারে ছড়িয়ে পড়ে—যাও। উঃ—ভবানী—মাগো,—বি—দা—য়। (মৃত্যু)

সিলা। সকল সাধ মিট্‌লো। এক হাতে এই ছিন্নশির, আর এক হাতে এই রক্তমাখা ছুরী লয়ে যখন বাবরসার সামনে দাঁড়াব, তখন মিবারের রাজ-মুকুট আমার শিরে বিরাজ করবে। সকল সাধ মিট্‌লো।

[রামসিংএর প্রবেশ]

রাম। আমারও সকল জ্বালা জুড়ুলো। (সিলাইদিকে পাদস্বিতে পদাঘাত, সিলাইদির পতন ও তাহার বক্ষের উপর বসিয়া) যে আগুন জ্বেলেচ সিলাইদি, সে আগুন সমান জ্বলচে, আবদ্ধ বাতাসে নিভে যায় নি। তুমি যত সরে যাচ্ছিলে, শিখা তত তোমার নিকটে যাচ্ছিল। এখন সঙ্গের রক্তে আগুনের শত শিখার পরিবর্ত্তে সহস্র শিখা হয়েচে।—সিলাইদি!— (অস্ত্রাঘাত)

সিলা। উঃ, রামসিং! মারিস্‌নে।

রাম। হাঃ হাঃ হাঃ। এক একটা রক্তের ফিনিক্ বইবে, এক একটা শিখা নিভে যাবে। এই রকম হাজার ফিনিক্ উঠ্‌বে তবে ত' হাজার শিখা নিভে যাবে। (পুনঃ অস্ত্রাঘাত)

সিলা। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে পিশাচ। উঃ।

রাম। আমি ছেড়ে দেবো আর তুমি রাজা হবে। নরপিশাচ! তোরই কথায় বিমুগ্ধ হয়ে আমি আমার জননীকে অকারণ নির্ব্বাসিত করেচি। তোরই জন্য এত অনর্থ, এত বিপদ, এত জ্বালা। আগুন, আগুন। (পুনঃ অস্ত্রাঘাত)

সিলা। উঃ। পাপের উপযুক্ত প্রতিফল; ভগবান ক্ষমা করো, রামসিং— (মৃত্যু)

রাম। জ্বালা মিট্‌লো না, মিট্‌লো না। সমানই জ্বলচে—সমান, সমান। আমি মাতৃহন্তা—এ ভীষণ পাপের ভীষণ জ্বালা মিটলে না, মিট্‌লো না। এখনও রক্ত চাই—এখনও রক্ত চাই। (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন) রাণা! দেখে যাও—তোমার রক্তে রক্তের প্রতিদান। নিজ রক্তে, সিলাইদির রক্তে, মাতৃ-হত্যার প্রতিদান।

(মৃত্যু)

[কর্ম্মানন্দস্বামী ও লক্ষ্মীর প্রবেশ]

লক্ষ্মী। গুরুদেব! তিনটী মৃতদেহ, রক্তের ধারা বইচে।

কর্ম্মা। চিরদিন বহিবে।

লক্ষ্মী। গুরুদেব! গুরুদেব! রাণার মৃতদেহ যে।

কর্ম্মা। অনেকক্ষণ দেখেচি। জগতে মহাশিক্ষা দিবার নিমিত্ত এই তিনটী শবদেহ পতিত।

[বেগে ভীলসর্দ্দারের প্রবেশ]

ভী-স। রাজা! রাজা! তোর দেশের বাঘ এসে দিগদারী—রাজা! রাজা! কোথা রাজা, কোথা পালালো। (পতন ও মূর্চ্ছা)

র্ম্মা। দেখ লক্ষ্মী কর্ম্মফল।

-স। রাজা! রাজা! মায়ের নাম নিয়ে বর্ষা হানতে পারলিনি। (কর্ম্মানন্দস্বামীর পদতলে পড়িয়া) দে ঠাকুর হামাদের রাজা ফিরিয়ে দে, রাজা—রাজা।

র্ম্মা। সর্দ্দার! আত্মহারা হয়ো না। একেই বলে নিয়তি, একেই বলে কর্ম্মফল। যে দিন হতে হিমাচল উল্লঙ্ঘন করে বিদেশী দস্যু হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেচে, সেইদিন হতে হিন্দুস্থানে রক্তের ধারা বহিতে আরম্ভ হয়েচে। ভারতের যে দিকে চাও, কি দেখবে? আর ভারতের সে নবনীল মূর্ত্তি নেই, আর স্তরে স্তরে নবনীল শস্য রাজি সাজান নেই; আছে, কেবল রক্তের ঢেউ, রক্তের উপর রক্তের তরঙ্গ—যেন সমস্ত ভারত প্লাবিত ক'রে, যেন অনন্ত মহাসাগরে বিলীন হ'চ্চে। আবার যেদিন ভারতবর্ষ সেই পুরাকালের ভারতবর্ষে পরিণত হবে, আবার যে দিন পুণ্যময়

ঋষিবৃন্দের ধীর গম্ভীর মাতৃনাদে হিমাদ্রিশিখর কম্পিত হবে, আবার যে দিন ভারতবর্ষ দ্বেষহিংসা বিশ্বাসঘাতকতা ভুলে যাবে—সেইদিন এই বিশাল শোণিত তরঙ্গ ভেদ করে আবার ভারতের শস্য শ্যামলা সুজলা সুফলা মূর্ত্তি প্রকাশিত হবে, আবার সেদিন ভারত সাম্রাজ্য হিন্দুর অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত হবে, আবার সেদিন হিমাদ্রি হ'তে কুমারিকা অবধি অরুণ আভায় রঞ্জিত হয়ে উঠবে; আবার সেদিন এই এক সংগ্রামসিংহের পরিবর্ত্তে শত সংগ্রামসিংহ জন্মগ্রহণ করবে;—নচেৎ এই পর্য্যন্ত।

যবনিকা।